প্রতিবাদী কলম

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 336 Issue ● 15 December, 2021, Wednesday ● ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

নিরাপত্তার কী অবস্থা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চিঠি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা'র কী অবস্থা, দিল্লি থেকে রাজ্যের পুলিশকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যে তার দলের রাজ্য সভাপতি বিপন্ন, তাকে যেন উপযুক্ত নিরাপত্তা দেয়া হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন'র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রামদাস আটওয়ালে'র সহকারী একান্ত সচিব ত্রিপুরা পুলিশের প্রধানকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, আটওয়ালের দল রিপাবলিক পার্টি অব ইন্ডিয়া'র ত্রিপুরার রাজ্য সভাপতি সত্যজিৎ দাস এনডিএ'র কাজ করতে গিয়ে বারে বারেই আক্রান্ত হচ্ছেন। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স'র অংশ রিপাবলিক পার্টি অব ইন্ডিয়া। বিজেপি'র শরিক দলের রাজ্য সভাপতিই রাজনৈতিক কাজ করতে পারছেন না। বিরোধী দলগুলি এই একই রকম অভিযোগ বিজেপি সরকারে আসার পর থেকে করে আসছে। কয়েকমাস আগে আটওয়ালে রাজ্যে এসেছিলেন, তখন সরকারি সফরের সাংবাদিক সম্মেলনে তার দলের রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করেছিলেন, এবং আগামী বিধানসভায় তার দল লড়তে চায় বলে জানিয়েছিলেন। কোভিডকে তাড়াতে 'গো করোনা গো' স্লোগান দিয়েছিলেন এই আটওয়ালেই। আটওয়ালে'র সহকারী একান্ত সচিব প্রবীণ মোরে মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে ত্রিপুরার পুলিশ প্রধানকে বলেছেন, ১ ডিসেম্বর তার দল রিপাবলিক পার্টি অব ইন্ডিয়া'র রাজ্য সভাপতি উদয়পুর থেকে কিল্লা-জম্পুইজলা হয়ে খুমুলুঙ আসছিলেন, মাঝপথে সন্ত্রাসবাদীরা তার গাড়ি থামিয়ে হুমকি দেয় যে তিনি যেন আর কাজ না করেন। তাছাড়াও,বিশালগড় চা বাগানের পথে তার গাড়ি আক্রান্ত হয়েছেন। একদিন খয়েরপুরে পেট্রোল পাম্পে তাকে আধলা ইট দিয়ে আক্রমণ করা হয়, তার হাতেও সামান্য আঘাত লেগেছিল। পুলিশ প্রধানকে বলা হয়েছে, সত্যজিৎ দাসকে যেন নিরাপত্তা দেয়া হয়, তিনি যেন নিরুপদ্রবে দলের কাজ করতে পারেন। ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলার দারুণ উন্নতি হয়েছে। অপরাধ কমে যাচ্ছে, গত সপ্তাহে এরকম দাবি করা হয়েছে সরকারিভাবে। আর প্রতিমা ভৌমিক'র দফতরের আরেক রাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে বলছেন তার দলের নেতা আক্রান্ত, তাকে যেন নিরাপত্তা দেয়া হয়। একই দফতরে থেকেও রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে বিষয়টি দেখতে না বলে, এমনকী পুলিশ মন্ত্রীকেও না বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিঠি ধরিয়েছেন পুলিশ আমলাকে। শরিক দলের নেতা-মন্ত্রীর উপর আটওয়ালে'র আস্থা কি তাহলে নেই ! প্রশ্ন উঠে আসছেই। সরকারি সাংবাদিক সম্মেলনে যেমন দলের রাজনৈতিক ঘোষণা দিয়েছিলেন আটওয়ালে, তেমনি এবার অশোকস্তম্ভ আঁকা প্যাডে দলের নেতার জন্য পুলিশকে চিঠি দেওয়ালেন এক একান্ত সচিবকে দিয়ে। ঠিক যেমন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মহাকরণে বসে দলীয় রাজৈতিকতা করেন, অন্য দলের বিরুদ্ধে দলীয় প্রচার সারেন।

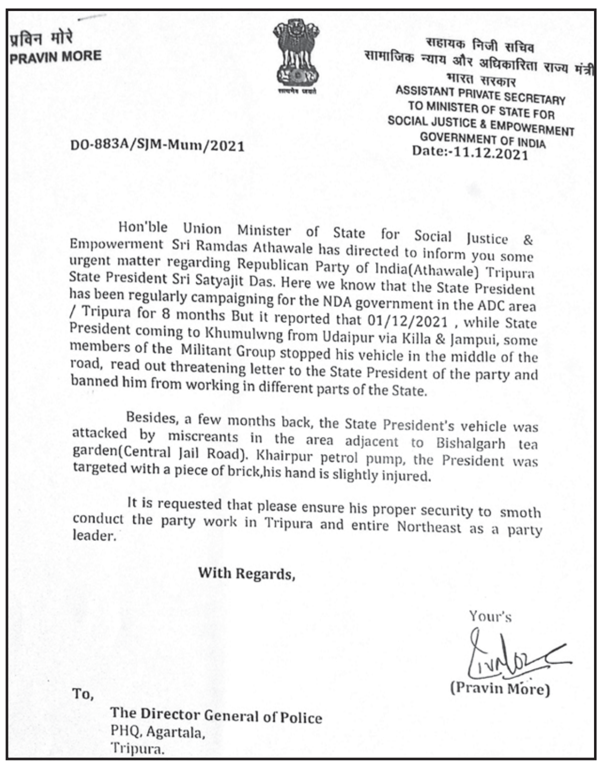

প্রবিন মোরে
PRAVIN MORE

सहायक निजी सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
ASSISTANT PRIVATE SECRETARY
TO MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
Date:-11.12.2021

DO-883A/SJM-Mum/2021

Hon'ble Union Minister of State for Social Justice & Empowerment Sri Ramdas Athawale has directed to inform you some urgent matter regarding Republican Party of India(Athawale) Tripura State President Sri Satyajit Das. Here we know that the State President has been regularly campaigning for the NDA government in the ADC area / Tripura for 8 months But it reported that 01/12/2021 , while State President coming to Khumulwng from Udaipur via Killa & Jampui, some members of the Militant Group stopped his vehicle in the middle of the road, read out threatening letter to the State President of the party and banned him from working in different parts of the State.

Besides, a few months back, the State President's vehicle was attacked by miscreants in the area adjacent to Bishalgarh tea garden(Central Jail Road). Khairpur petrol pump, the President was targeted with a piece of brick,his hand is slightly injured.

It is requested that please ensure his proper security to smoth conduct the party work in Tripura and entire Northeast as a party leader.

With Regards,

Your's
(Pravin More)

To,
The Director General of Police
PHQ, Agartala,
Tripura.

খবরের জেরে ডায়ালিসিসের জল জিবিপিতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। জিবিপি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে রোগী, রোগীর পরিবার সহ আপামর জনগণ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি খবর প্রকাশের পর যেভাবে কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসলো, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই পত্রিকায় খবর প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টনক নড়লো জিবিপি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। হেনস্থার হাত থেকে রক্ষা পেলেন কিডনি ডায়ালিসিসের রোগীরা। তবে এই সুরাহা কি সাময়িক না আগামীদিনে একইরকম ভোগান্তি পোহাতে হয় রোগীদের, তা সময়ই বলবে। খবর প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা আগেই জিবিপি হাসপাতালের কিডনি ডায়ালিসিস বিভাগের রোগীদের জন্য সুখবর। গত সোমবার ডায়ালিসিস করার জন্য যেসব রোগীরা উক্ত হাসপাতালে অপেক্ষমাণ ছিলেন, তারা সকলেই রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়েছেন। বিশুদ্ধ যে তরল পদার্থ (পড়ুন জল) কিডনি ডায়ালিসিস করার জন্য প্রয়োজন, সেই পানীয়ের অভাবে গত সোমবার বহু রোগী বিনা পরিষেবায় বাড়ি ফিরে গেছেন। জিবিপি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়সারা এবং কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে রোগীর পরিবারের অভিযোগ ছিলো। প্রায়শই এমনটা ঘটে বলে উনারা দাবি করেন। গত সোমবার বিষয়টি নিয়ে এই পত্রিকায় 'ডায়ালিসিস'-র জল নেই, রোগীরা কাতর যন্ত্রণায় শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবরের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

স্বাস্থ্য মিশনে জমে উঠেছে মারিং খেলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলা এর আগেও দিল্লির নজরে পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো শুধুমাত্র জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে কেলেঙ্কারির কারণে। পদ এবং চেয়ারে যিনিই থাকুন না কেন, কেলেঙ্কারির জন্য ঊনকোটি জেলা বরাবরই উর্বর ভূমি বলে চিহ্নিত। এবার অভিযোগ উঠছে জেলার প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাণিজ্যিক গাড়ি ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এরা সর্বনিম্ন দরদাতাকে এড়িয়ে গিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে গাড়ি ভাড়ার বরাত দিয়ে দিয়েছেন। এতে করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলেও এই দুইজনের আর্থিক প্রগতিতেই সবকিছু সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে, ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির তরফে একটি বাণিজ্যিক গাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিলো। এতে মাত্র দু'জন অংশগ্রহণ করেন। একজন রঞ্জিত দেবনাথ, অন্যজন বিধান দেব। দরপত্র খোলার পর দেখা যায় রঞ্জিত দেবনাথ মারুতি ইকো পেট্রোল গাড়ির জন্য প্রতিদিন ৬৪৯ টাকা হাজিরা এবং কিলোমিটার প্রতি ৮টাকা ২০ পয়সা ধার্য করেন। অপরদিকে বিধান দেব একই গাড়ির জন্য ৭০০ টাকা হাজিরা এবং কিলোমিটার প্রতি ৮টাকা দরে জমা দেন। একইভাবে বলেরো গাড়ির জন্য প্রতিদিন হাজিরা হিসেবে রঞ্জিত দেবনাথ দেন ৯৪৯ টাকা এবং কিলোমিটার প্রতি ৯টাকা ২০ পয়সা। আবার বিধান দেব বলেরো গাড়ির জন্য হাজিরা দেন ১০৪৯ টাকা এবং কিলোমিটার প্রতি ৯ টাকা ২০ পয়সা দরে। দরপত্র খোলার পর সবচেয়ে কম দরদাতা হিসেবে রঞ্জিত দেবনাথের ওই দুটি বাণিজ্যিক গাড়ির বরাত পাওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য মিশন সর্বনিম্ন দরদাতাকে এড়িয়ে সর্বোচ্চ দরদাতা বিধান দেবকে ওই কর্মাশিয়াল গাড়ি দুটি সরবরাহের বরাত দিয়ে দিয়েছেন। অভিযোগ, এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে তা ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য মিশনে কর্মরত অন্যান্য কর্মী-আধিকারিকদের কাছেও পরিষ্কার। কারণ, এরা প্রত্যেকেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত। সর্বনিম্ন দরদাতা বরাত না পেয়ে যখন সর্বোচ্চ দরদাতা বরাত পেয়ে যান এর পেছনে যে নগদ নারায়ণ সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় তা পরিষ্কার বলেই প্রকাশ। অভিযোগ, জেলার প্রোগ্রাম ম্যানেজার অলকেশ নন্দী এবং অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার জয়দেব ভট্টাচার্য এরকমভাবেই স্বাস্থ্য মিশনকে নিজেদের জায়গিরে পরিণত করেছেন। ঊনকোটি জেলায় স্বাস্থ্য মিশনের বিভিন্ন কেনাকাটা সহ গাড়ি ভাড়া সবকিছুতেই বিশাল পরিমাণে হেরাফেরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট জনেরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু স্বাস্থ্য দফতরেরও মন্ত্রী, তাই বিষয়টির তদন্ত হলেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে। ওই সূত্রটির অভিযোগ, বর্তমানে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ইটের টুকরো নিষিদ্ধ হলের কাছে ইট নয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা উচ্চমাধ্যমিক। তারপরের দিন থেকে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা মাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিকে ২৮,৯০২ নিয়মিত এবং মাধ্যমিকে ৪৩১৮০ পরীক্ষার্থী। উচ্চমাধ্যমিক শেষ হবে ৭ জানুয়ারিতে, ২৯ ডিসেম্বর শেষ হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ৮২ সেন্টারে ১০২৬ স্কুলের পরীক্ষার্থীরা বসবেন পরীক্ষায়। এইগুলি টার্ম-ওয়ান। এই তথ্য শিক্ষামন্ত্রী দিয়েছেন, তবে শেষ মুহুর্তে পর্ষদ কিছু কিছু পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিতে পারবে বলে জানিয়েছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নিখোঁজ জিপিএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। সরকারি কর্মচারী কিংবা ইদানীং যারা অবসরে গেছেন তাদের চোখ কপালে তো উঠেছেই, কয়েক বছর ধরে আটকে আছে আগরতলার অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল'র স্টেটমেন্টে। তাদের গ্রুপ প্রভিডেন্ট ফান্ড'র হিসাব কোনও মাসে দেখাচ্ছে, কোনও মাসে নয়, কিন্তু তাদের থেকে টাকা কাটা হয়েছে, সেই টাকার হিসাব এজি অফিসের খাতায় ওঠেনি। আর সেটা চলছে বছরের পর বছর ধরে। লেখালেখি করে কোনও লাভই হচ্ছে না। ২০১৮ সালের কোনও কোনও মাসের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

"লাগ্লে কৈয়েন, পাইবেন!"

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। রাতের নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টার (এনএসআরসিসি) আর খেলোয়াড়দের নয়, রাতের আরসিসি বিয়েবাড়ির অতিথিশালা। শাসকদলের আশীর্বাদপুষ্টদের জন্য এই অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত দালান খুলে যায়। যদিও বিজেপিই নিয়ম করেছে স্পোর্টস অর্গানাইজেশন, পলিটিক্যাল পার্টি, এনজিও, অ্যাসোসিয়েশন, সরকারি দফতর এই দালান বুক করতে পারবে। খেলার কাজে হলে ভাড়া ৫০০ টাকা, রাজনৈতিক দলের জন্য ৭৫,০০০ টাকা, আর খেলা ছাড়া অন্য সরকারি দফতর হলে ১০,০০০ টাকা সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। সেই আরসিসিতে মঙ্গলবার রাতে এক বিয়েবাড়ির অন্তত ৬০ জন অতিথি এই ইনডোর স্টেডিয়ামে সুখের ঘুম দিয়েছেন। আবার এই অতিথিদের ঘুমের আয়োজন হয় বিনা পয়সায়। সরকারের ঘরে কিছুই পড়ে না, দাদাদের পকেট যদিও উঁচু হয়ে ওঠে। সরকারি আলো,জল খরচ করে সকালে তারা ফিরে যাবেন, যাবার আগে হা হা শব্দে হেসে এমন নিষিদ্ধ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

খুন, অপহরণ, চুরিতে পুজোর মাসকে টেক্কা দিলো ভোট মাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৪ ডিসেম্বর।। পুজোর মাসে সারা রাজ্যজুড়ে মোট ৯ জন খুন হয়েছিলেন। তার পরের মাস, আগরতলা পুর নিগম সহ অন্যান্য পুর সংস্থার নির্বাচনে খুনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২'তে। গত অক্টোবর মাসে ৯ জন এবং গত নভেম্বর মাসে ১২ জন। এই দুই মাসে সরকারি তথ্য অনুযায়ী যে অপরাধ, তাতে প্রায় সবকিছুতেই এগিয়ে আছে নভেম্বর মাসটি। রাজ্যজুড়ে নির্বাচনের ওই মাসে ডাকাতি হয় দুটো। অথচ তার আগের সাত মাসে, সারা রাজ্যজুড়ে মোট দুটো ডাকাতি হয়েছিলো। রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত নভেম্বর মাসে 'রবারি' ক্যাটাগরিতে অপরাধ ঘটে দুটো। অথচ এই একই ক্যাটাগরিতে গত পাঁচ মাসে রবারি-র সংখ্যা ছিলো দুটো। একই ভাবে 'থেফ্ট' ক্যাটাগরিতে নভেম্বর মাসে মোট ৩৩টি ঘটনা ঘটে। অক্টোবর মাসে সেই অপরাধের সংখ্যা ছিলো ৩০। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাজ্যে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে 'খুন' বিষয়টিকে কোনওভাবেই টেক্কা দিতে পারছে না রাজ্য পুলিশ। গত নভেম্বর মাসেই ১২ জনের খুন, তার আগের তিন মাসে মোট ২৯টি খুন। তারও আগের তিন মাসে ২৭টি খুন। দেখতে দেখতে গত কয়েক মাসে ৫০টি খুনের ঘটনা ঘটে গেলো রাজ্যে। রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী 'রায়টিং' ক্যাটাগরিতে গত নভেম্বর মাসে ১০টি অপরাধের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে গত তিন মাসে এই একই অপরাধের মোট সংখ্যা ২৭টি। কিডন্যাপের ক্ষেত্রেও দ্বিগুণের চেয়ে বেশি অপরাধ ঘটেছে গত অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসের মধ্যে। গত অক্টোবর মাসে মোট ৬ জন অপহরণের কবলে পড়ে। নভেম্বর মাসে সেই সংখ্যাটি ছিলো ১৬। তারও আগে গত সেপ্টেম্বর এবং আগস্ট মাসে কিডন্যাপের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৬ এবং ১১। অর্থাৎ গত তিন মাসের হিসেব দেখলে, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে রাজ্যজুড়ে কিডন্যাপের সংখ্যা ছিলো ১২। অথচ শুধু নভেম্বর মাসেই ১৬টি কিডন্যাপের ঘটনা ঘটে। রাজ্যে অন্যান্য অপরাধের যে পরিসংখ্যান, সেখানেও নভেম্বর মাস টেক্কা দিয়েছে অক্টোবর মাসকে। রাজ্য পুলিশ সদর দফতর অপরাধের যে নভেম্বর মাস পর্যন্ত তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে 'আদার্স ক্রাইম' ক্যাটাগরিতে নভেম্বর মাসে মোট ২৬৯টি ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, অক্টোবর মাসে এই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

An Initiative by Joyjit Saha
ALL IN ONE
Big Books
THINK BIG
NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY
পারুল প্রকাশনী
SINCE 1981
AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI
9774414298
53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001
সতর্কবার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন !

কিরণ গিত্তে নতুন সিইও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। মহারাষ্ট্রের ক্যাডারে কয়েক বছর কাটিয়ে আসা কিরণ গিত্তে ত্রিপুরার স্টেট ইলেক্টোরাল অফিসার হচ্ছেন। তাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনায় তাকে এই পদে মনোনীত করেছে। সৌম্যা গুপ্তা দিল্লিতে ডেপুটেশনে চলে যাওয়ার পর এই চেয়ার খালি পড়েছিল। পুরো সময়ের চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার ছাড়াই কমিশন সামারি ইলেক্টোরাল রোল রিভিউ'র মত কাজ করে যাচ্ছে। কিরণ গিত্তে সদরের জেলাশাসক প্রভৃতি পদে ছিলেন, তারপর নিজের রাজ্য মহারাষ্ট্রে চলে যান, বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে বিজেপি আমলে ফেরত আসেন। আর্বান ডেভেলপমেন্ট, পিডব্লিওডি, প্রভৃতির সচিব তিনি। সিইও হওয়ার আগে তাকে অন্য সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। সিইও থাকার সময়ে আর অন্য কোনও দায়িত্ব থাকবে না। সৌম্যা গুপ্তা সিইও থাকার সময়ে শিক্ষা সচিবও ছিলেন, পঞ্চায়েত ইত্যাদি দফতরও ছিল তার কাছে।

রাজনৈতিক মঞ্চে ব্রাত্য হলেন প্রয়াত সমর চৌধুরী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। নাম পরিবর্তনের ট্র্যাডিশন আগেও ছিলো, এখনও আছে। তবে এ জাতীয় নাম পরিবর্তন যে কখনই সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেন না বরং শাসকের ক্ষমতার উগ্র আস্ফালন বলেই মনে করেন তা বিভিন্ন ফোরামে বহুবার আলোচিত হয়েছে। কখনও মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে নাম পরিবর্তন হয়েছে। কখনও নিজেদের ইচ্ছামতো নাম পরিবর্তন হয়েছে। কখনও-বা দলগতভাবে নাম পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার আগরতলায় প্রতাপগড় মণ্ডল পুর প্রতিনিধিদের সংবর্ধনার আয়োজন করে যেভাবে সম্মেলনস্থলের নাম পরিবর্তন করেছে, তা উপস্থিত জনতার কাছেই বেমানান ঠেকেছে। যার নামে এই হল নামাঙ্কিত হয়েছিলো কার্যত তাকেই অপমান করা হয়েছে বলে উপস্থিত জনতার অভিযোগ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও এভাবে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কিংবা মণীষীকে অবমাননার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক পথভ্রষ্টতা প্রমাণিত হয় বলেও অনেকে মনে করেছেন। এদিন বনকুমারীতে বিজেপির প্রতাপগড় মণ্ডলের পুর প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বনকুমারীর সমর চৌধুরী স্মৃতি ভবনে এবার আয়োজিত হলেও প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে যে ব্যানার লেখা হয় এতে সমর চৌধুরীর নাম তুলে দিয়ে লেখা হয় বনকুমারী টাউন হল। কার্যত বনকুমারী টাউন হলের কোনও অস্তিত্ব কোথাও নেই। এটি বাম আমলে নির্মিত হয়েছে বলেই হয়তো-বা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে খুন স্বামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছৈলেংটা, ১৪ ডিসেম্বর।। পাশবিকতার কাছে না মাসি-পিসি-কাকিমা-জেঠিমা কোনও কিছুরই যেন আর মূল্য নেই। পশুত্ব কেড়ে নিয়েছে সবকিছু। এমনকী পাশবিকতা কখনও কখনও রক্তে হাতও রাঙা করে নেয়। এমনই এক নিদারুণ ঘটনার সাক্ষী থাকলো লংতরাইভ্যালির ছৈলেংটা থানাধীন তারাবন ছড়া। এখানে এক জনজাতি পরিবারের মধ্যবয়সী কর্তা রোজগারের জন্য কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন যখন তখনই তার ভাইপো গিয়ে ঢুকে কাকিমার ঘরে। জল দেবার অছিলায় তার কাকিমাকে জাপটে ধরে এবং বলপূর্বক ধর্ষণ করে। নিরুপায় ওই রমণী তার শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও যখন বিফল হয় তখন চিৎকার শুরু করে। আশেপাশে কেউ না থাকায় সেই চিৎকার ধ্বনিত হলেও তাকে বাঁচাবার জন্য কেউ এগিয়ে আসতে পারেননি। এই সুযোগেই নিজের কাকিমাকে ধর্ষণ করেছে এক কামোন্মাদ যুবক। শেষে লাঞ্ছিত কাকিমাকে ঘরে ফেলেই সে চলে যায় নিজের বাড়ি। কিছুক্ষণ বাদেই লাঞ্ছিতা রমণীর স্বামী তথা ওই যুবকের কাকা বাড়ি ফিরে এলে সব শুনে অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় এবং প্রতিশোধে জ্বলে উঠেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ভাইপোকে এসব কথা বলতেই

শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। সেই হাতাহাতির সময়েই ভাইপোর লাঠির ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কাকা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ছৈলেংটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কুলাইস্থিত জেলা হাসপাতালে। সোমবার রাতেই ওই ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই ঘটনায় গোটা লংতরাইভ্যালিতেই যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। ভাইপো কর্তৃক কাকিমাকে ধর্ষণ এবং পরে কাকাকে হত্যার ঘটনায় গোটা এলাকাকে যেন শোকস্তব্ধ করে তোলে। ঘটনার পর পরই ওই ধর্ষক এবং খুনি যুবক গা-ঢাকা দিয়েছে। স্থানীয় তিপ্রা মথা'র নেতৃত্ব এই এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, এই যুবকের সন্ধান পেলেই যেন তাদের খবর দেওয়া হয়। তার কঠোরতম শাস্তির বিধান করা হবে। নিজে ধর্ষিতা হয়ে এবং স্বামীকে হারিয়ে এক জনজাতি রমণীর এখন আশ্রয় উপরে আকাশ এবং নিচে ভূমিতল। কি বিচার পাবেন তিনি? কিসের বিচার হবে? তিনি পাবেন ন্যায়? অপরাধীর কঠোরতম শাস্তি হলেও কিভাবে তিনি ফিরে পাবেন স্বামী? কিভাবে ফিরে পাবেন সম্ভ্রম? সামাজিকতার বন্ধন ছেড়ে পাশবিকতা এমনভাবেও মাথা তুলতে পারে ভেবেই যেন গা শিউরে উঠছে এখানকার মানুষদের। এমন এক নিদারুণ ঘটনায় কাঁদছে লংতরাই উপত্যকা।

সোজা সাপ্টা

রাজ্যেও সেটিং?

এতদিন অভিযোগ ছিল, এরাজ্যে বামেদের ক্ষমতায় রাখতে অন্য খেলা খেলছে কংগ্রেস। খোদ কংগ্রেসের অনেক রাজ্য নেতার মুখে শুনতে হয়েছে যে, দিল্লি চায় না ত্রিপুরা থেকে বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হউক। ফলে অনেক কংগ্রেস নেতা এদল-ওদল হয়ে বিজেপি-তে গেছেন বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে। বর্তমান সময়ে ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের সিংহভাগ বিধায়কই কংগ্রেস থেকে আসা। ২০১৮ সালে কংগ্রেসকে খালি করে বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করে বিজেপি। তবে গত ৪৪-৪৫ মাসে বিজেপি-র অন্দরে নাকি তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। আর বিজেপি-র অন্দরে এই অসন্তোষকে সামাল দিতেই নাকি রাজ্যে হঠাৎ করে বঙ্গের তৃণমূলকে আমদানি করা হয়েছে। এতদিন যে অভিযোগ ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এখন সেই অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আগে অভিযোগ ছিল, বামেদের ক্ষমতায় থাকা নিয়ে আর এখন অভিযোগ বিজেপি-কে নিয়ে। ত্রিপুরায় বিজেপি-র ক্ষমতায় টিঁকে থাকার রাস্তা তৈরি করে দিতেই নাকি রাজ্যে বঙ্গ তৃণমূল। বামেদের পাশাপাশি কংগ্রেসেরও অভিযোগ, ত্রিপুরায় তৃণমূল ও বিজেপি-র মধ্যে সেটিং চলছে। ২০২৩ নির্বাচনে রাজ্যের বিরোধী ভোট যাতে একত্রিত না হয়, বিজেপি যাতে ক্ষমতায় থাকে তার জন্য 'খেলা হবে' ময়দানে তৃণমূল। অবশ্য বঙ্গ তৃণমূল এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করলেও ধীরে ধীরে রাজ্যের অনেক মানুষের মনে হচ্ছে যে, তবে কি অতীতে কংগ্রেস যেমন বামেদের অক্সিজেন ছিল রাজ্যে, তেমনি কি তৃণমূলও বিজেপি-র অক্সিজেন হিসাবে কাজ করবে? শুধু ২০২৩ নয়, ২০২৪ লোকসভাতেও নাকি রাজ্যে তৃণমূল-বিজেপি-র সেটিং হবে---দাবি কংগ্রেস-সিপিএম'র।

আজ শুরু উচ্চমাধ্যমিক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত টার্ম ওয়ান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিন পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক ও সমতুল মাদ্রাসা ফাজিলে কলা এবং ফাজিল থিওলজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে টার্ম ওয়ান মাধ্যমিক ও সমতুল মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষা। মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮,৯০২ জন। মোট ৪০৬টি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ৬৬টি সেন্টারে পরীক্ষায় বসবে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩,১৮০ জন। মোট ১০২৬ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ৮২টি সেন্টারে পরীক্ষায় বসবে। তিনি জানান, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা টার্ম ওয়ান পরীক্ষা হবে ৫০ নম্বরের ভিত্তিতে। কলা বিভাগের ক্ষেত্রে ৪০ নম্বর থিওরি এবং ১০ নম্বর থাকবে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য এবং বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে ৩৫ নম্বর থাকবে থিওরি এবং ১৫ নম্বর থাকবে প্র্যাকটিক্যালের উপর। তিনি জানান, এই টার্ম ওয়ান পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবছর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মোট সিলেবাসের ৩০ শতাংশ কমিয়ে ৭০ শতাংশ সিলেবাসের অর্ধেক অংশের উপর পরীক্ষা নেবে।

বইমেলার প্রথম প্রস্তুতি সভা

● **তিনের পাতার পর** কালচারাল হাব গড়ার জন্য ১০০ কোটি টাকার ডিপিআর করা হয়েছে। এই কালচারাল হাব গড়ে উঠলে রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নতুন দিশায় এগিয়ে যাবে। প্রস্তুতি সভায় টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায় আগরতলা বইমেলা হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে করার পক্ষেই মত রাখেন। এক্ষেত্রে মেলা প্রাঙ্গণে লোক সমাগমের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়া রাজ্যের ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠানের জীবনী মেলা চত্বরে ডিসপ্লে করার ব্যবস্থা হোক। এতে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে ক্রীড়াপ্রেমী এবং সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত মানুষ বইমেলার প্রতি আকর্ষিত হবেন। প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি এস এম আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, গত বছরও আগরতলা বইমেলায় বাংলাদেশের দুটি স্টল ছিলো। সবকিছু ঠিক থাকলে এবং কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে এবারও বাংলাদেশের প্রকাশকগণ বইমেলায় যোগ দেবেন। সভায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. অরুণোদয় সাহা বইমেলার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এই বইমেলাকে উত্তর-পূর্বের মধ্যে অন্যতম সেরা করার আহ্বান রাখেন তিনি। সেই সাথে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে প্রকাশিত গোমতী ও রাইমা স্মরণিকা দুটি ত্রৈমাসিক প্রকাশ করার প্রস্তাব রাখেন। সভায় স্টেট লেভেল কালচারাল অ্যাডভাইজারি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব আগরতলা বইমেলা হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে করার পক্ষেই যুক্তি পেশ করেন। এর পাশাপাশি প্রত্যেক মহকুমায় বইমেলা আয়োজন করতে বিশেষ প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তুতি সভায় স্বাগত ভাষণ রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। তিনি আগামী বইমেলার প্রস্তুতি এবং কমিটিগুলি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অন্যান্যবারের মতো এবারও অর্গানাইজিং কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি ও সাব কমিটির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্গানাইজিং কমিটির পেট্রন হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, চেয়ারম্যান হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ও অ্যাডভাইজার হিসেবে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের নাম রাখা হয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষায় উপেক্ষিত ১০৩২৩

● **তিনের পাতার পর** বলেন কিন্তু লোক নিয়োগের বিজ্ঞাপনে এই শিক্ষকদের যে উপেক্ষা করা হয় এরই প্রমাণ টিপিএসসি'র বিজ্ঞাপনটি। ২০২৩ পর্যন্ত এই সরকারই ১০৩২৩ শিক্ষকদের বয়সের ছাড় দিয়ে যাবে বলে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ঘোষণা দিয়ে গেছে। এখন এই সরকারই গ্রুপ সি'র পরীক্ষায় বঞ্চিত রাখছে শিক্ষকদের। এই ঘটনায় ভিক্টিমাইজড ১০৩২৩ শিক্ষক, জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি, আমরা ১০৩২৩, জাস্টিস ফর ১০৩২৩ সংগঠনের নেতাদের দিকে চেয়ে আছেন সংগঠনগুলির সমর্থকরা। তবে এই সংগঠনগুলির দিকে না চেয়েই ১০৩২৩'র কিছু সংখ্যক চাকরিচ্যুত শিক্ষক উচ্চ আদালতে মামলার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে টিপিএসসি বা রাজ্য সরকারের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

১০ বছর বদলিহীন এএসআই সুবীর

● **তিনের পাতার পর** কারণে ২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তখন বামপন্থী বলে পরিচিত সুবীরের বদলি হয়নি। রাম আমলেও ৪ বছরে বদলির তালিকায় নাম নেই সুবীরের। এসডিপিও অফিসে বসে বড় কোনও সাফল্য ধরিয়ে দিয়েছেন এমন রেকর্ড গত ১০ বছরে নেই। মোহনপুর মহকুমায় সিরিয়াল কিলারের গ্রেফতারের মতো ঘটনায়ও সুবীরের কোনও হাত নেই। এমনকী মামলার তদন্তেও সুবীরের সাহায্য নিচ্ছেন সাবইন্‌সপেকটর, ইন্‌সপেকটররা এমন কোনও উদাহরণ নেই। স্বভাবতই এই মহকুমায় কর্মরত পুলিশকর্মীদের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে কিভাবে ১০ বছর ধরে একই জায়গায় পোস্টিং থাকতে পারে পুলিশের একজন এএসআইর। এই ধরনের উদাহরণ সম্ভবত রাজ্য পুলিশে এই মুহূর্তে বিরল। শুধুমাত্র পুলিশ সদর দফতরেই কয়েকটি ইউনিটে পোস্টিং নিয়ে বহু বছর থাকার রেকর্ড রয়েছে এসপি সুব্রত চক্রবর্তীর। পুলিশ মহলে ফিসফিসানি চলছে সুব্রতবাবুর রেকর্ড ভাঙতে এগিয়ে চলছেন সুবীর। এমনকী রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের দায়িত্ব নেওয়ার পর আইপিএস ভিএস যাদব বেশ কিছু পুলিশ কর্মীদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ পশ্চিম জেলায় নির্দিষ্ট একটি এসডিপিও অফিসে টিকে আছেন কিভাবে? এই সুবীরই নাকি যেকোনও এসডিপিও এলে তাকে সহজেই পকেটে ভরে নিচ্ছেন। অথচ এসডিপিও অফিসে নেশাদ্রব্য নিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এলে তা সহজেই বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অফিসে সবচেয়ে পুরোনো কর্মী হিসেবে সুবীর থাকার পরও এসব ঘটনায় সহযোগিতা পাচ্ছেন না পুলিশ কর্তারা বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, সুবীরের বিরুদ্ধে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে খারাপ আচরণের অভিযোগও উঠতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। দ্রুত তার ১০ বছর ধরে একই জায়গায় টিকে থাকার আসল রহস্য বের করার দাবি উঠেছে।

হঠাৎ ভারতীয় দলে ডাক পেয়ে অবাক প্রিয়ঙ্ক নিজেই

● **সাতের পাতার পর** ছিল না। ফিরে এসেছিলেন দেশে। এমন সময় হঠাৎ ভারতীয় দলের দরজা খুলে গেল তাঁর সামনে। প্রিয়ঙ্ক বলেন, 'তিনদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছি। এখনও ব্যাগ থেকে সব জিনিস বার করতে পারিনি। তার আগেই মুম্বইয়ে দলের সঙ্গে জৈবদুর্গে ঢুকতে হচ্ছে।' এই ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলেন প্রিয়ঙ্ক। তিনি বলেন, "শেষ কয়েক বছর গুজরাট এবং ভারত 'এ' দলের হয়ে ভাল ছন্দে রয়েছি। ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তবে এ বার ডাক পাওয়ার আশা করিনি। এটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে।" প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৭০১১ রান করেও ভারতীয় দলে জায়গা না পাওয়ায় তিনি যে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তা জানাতে দ্বিধা করেননি প্রিয়ঙ্ক। তিনি বলেন, "রান করেও দলে জায়গা না পাওয়ায় আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবে আমি সব সময় ভাবতে থাকি ব্যাটার হিসেবে কী খামতি রয়েছে? ভারতের হয়ে খেলতে হলে সব কিছু ঢেকে ফেলতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার জন্য কী কী প্রয়োজন? আমার সব পরিশ্রমের ফল এত দিনে পেলাম।" রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণে ভারত 'এ' দলে খেলেছেন প্রিয়ঙ্ক। এ বার ডাক এল ভারতীয় দলে। দ্রাবিড়ের একটি কথা এখনও মাথায় রেখে দিয়েছেন প্রিয়ঙ্ক। তিনি বলেন, "প্রথম বার যখন ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক হলাম, আমি খুব উৎফুল্ল ছিলাম। দ্রাবিড় স্যার আমাকে বলেন, 'নিজের সাধারণ খেলাটা খেলো। তোমার ক্ষমতা রয়েছে, সেই জন্যই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমাকে।' এই কথাগুলো আমাকে খুব সাহায্য করেছে।" রোহিত না থাকলেও প্রিয়ঙ্কের প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া নিশ্চিত নয়। লোকেশ রাহুল এবং ময়াঙ্ক আগরওয়াল দলে রয়েছেন। তাঁরাই কোহলীদের প্রথম পছন্দ হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

টেট-টু পরীক্ষার্থীদের দাবি চেয়ারম্যান'র কাছে

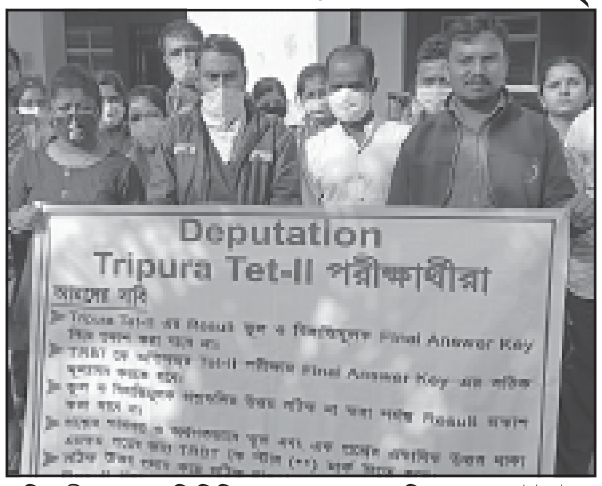

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। টেট-টু'র পরীক্ষার্থীরা আবারও দেখা করলেন টিআরবিটি'র চেয়ারম্যানের সঙ্গে। মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনে এসে ডেপুটেশন দেন টেট-টু'র পরীক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, গত ৯ ডিসেম্বর চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশ করেছে টিআরবিটি। কিন্তু কিছু প্রশ্নের গঠনগত ও অর্থগতভাবে কিছু ভুল রয়েছে। একই প্রশ্নের একাধিক উত্তর হয়। এমন প্রশ্নের জন্য টিআরবিটিকে স্টার মার্ক দিতে হবে। এসব দেওয়ার পরই সঠিক চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশ করতে হবে। এর আগে ফলাফল প্রকাশ করা যাবে না। পরীক্ষাথীদের কয়েকজন চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এসে জানান, আমরা উত্তরপত্রের পুনর্বিবেচনার দাবি করেছি। কিছু প্রশ্নের সমর্থনে পাঠ্যবইও জমা করেছি। এই বইগুলি বিএড এবং ছোটদের ক্লাশে পড়ানোর জন্য প্রয়োজন হয়। টিআরবিটি'র চেয়ারম্যান বলেছেন, নিয়মের বাইরে কোনও কিছুই হবে না। প্রশ্নগুলির উত্তর ঠিক করেছেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা। তারাই উত্তরপত্র ঠিক না ভুল যাচাই করেন। এসব দেখার পরই ফলাফল ঘোষণা হবে। অন্যদিকে, বেশ কিছু টেট-টু পরীক্ষার্থী টিআরবিটি-তে গিয়ে দ্রুত ফল ঘোষণার দাবি করে এসেছেন। চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশের পরও বেশি নিচ্ছে টিআরবিটি। দ্রুত উত্তরপত্র প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দাবি তুলেছেন তারা। একদিন আগেই টিআরবিটি'র পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খুব শীঘ্র ফলাফল ঘোষণা করা হবে। উত্তরপত্র বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা মিলে পরীক্ষা দেখেছেন। এখন আর কোনও বক্তব্য নেওয়া হবে না। দ্রুত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এই বিবৃতি প্রকাশের পরই মঙ্গলবার বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী টিআরবিটি অফিসে হাজির হন। এদিকে, গত দেড় বছরে মাত্র ১টি টেট পরীক্ষা হয়েছে। বাম সরকারের আমলে বছরে দুইবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। বিজেপি সরকারের সময় টেট পরীক্ষা সেই অর্থে বছরে একটিও হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, পিজিটি এবং জিটি পরীক্ষাও কম হচ্ছে। দ্রুত আবারও পিজিটি, জিটি এবং টেট পরীক্ষা নেওয়ার দাবি উঠেছে। এমনিতেই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন করে আরও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নিয়োগের দাবি তোলা হয়েছে।

"লাগ্লে কৈয়েন, পাইবেন!"

● **প্রথম পাতার পর** জায়গায় থাকার মজা ও কৃতিত্ব উম দিয়ে নিয়ে যাবেন, হয়ত দাদাদের থেকে আবারও স্নেহ পাবেন, "লাগ্লে কৈয়েন, পাইবেন।" বিপদের ব্যাপার হচ্ছে, খেলোয়াড়দের থাকার কথা এখানে, যদি দুই-একজন থাকেন, এবং তার সাথে যদি বাইরের লোকের আনাগোনা থাকে, খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা বিপদে পড়ে যাবে, যাচ্ছেও।

ব্যবসায়ীদের দরবারে চেয়ারম্যান

● **চারের পাতার পর** ব্যবস্থা, যানজট প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ-সহ একাধিক পরিকল্পনা এদিনের আলোচনা সভায় উঠে আসে। নাগরিক পরিষেবা উন্নতর করার লক্ষ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়বে পুর পরিষদ। এছাড়া ধর্মনগর বাজারের রাস্তাকে দখলমুক্ত করতে ধর্মনগর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন ,ভাইস চেয়ারপার্সন এবং সদস্য-সদস্যা পুর পরিষদ গঠনের পরই তৎপর হয়ে পড়েছে ধর্মনগর শহরকে সুসজ্জিত সুশৃংখল শহরের মর্যাদা দিতে। এদিন বিকেলে ধর্মনগরের মহেশ স্মৃতি রোড থেকে শুরু করে পূর্ব বাজারের যেসব রাস্তা ব্যবসায়ীদের কারণে দখলকৃত হয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকের দোকানের সামনে চেয়ারপার্সন হাতজোড় করে কাউন্সিলরদের নিয়ে অনুরোধ করলেন যাতে কাল থেকে তারা তাদের দোকানের পসরা দোকান ছেড়ে রাস্তায় সাজিয়ে না বসে এবং দোকানের বর্জ্য পদার্থ যাতে রাস্তায় না ফেলে। যে যার নির্দিষ্ট দোকানের নাম অনুযায়ী ডাস্টবিন ব্যবহার করতে বলেন। এছাড়াও গাড়ি পার্কিং-এর সঠিক ব্যবস্থা নিরুপণ করা বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহে যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেদিকেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে চেয়ারপার্সন জানিয়েছেন। এক কথায় ধর্মনগর পুর পরিষদের অন্তর্গত সকল এলাকাকে নতুন রূপে সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে পুর পরিষদ।

মণীষ'র গোলে জয়ী মৌচাক

● **সাতের পাতার পর** হয়ে জয়সূচক গোলটি করে। এরপর সমতায় ফিরে আসার জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় কল্যাণ সমিতি। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ম্যাচ হেরে যেতে হয় তাদের। চলতি দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে এদিন প্রথমবার লাল কার্ড দেখলো মৌচাক-র প্রদীপ বর্মণ। দুইটি হলুদ কার্ড দেখার সুবাদে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয় প্রদীপ-কে। ম্যাচ পরিচালনা করলেন আদিত্য দেববর্মা। এদিকে, আগামীকাল থেকে দ্বিতীয় ডিভিশন ফের সরে আসছে উমাকান্ত মাঠে। দুপুর সাড়ে বারোটায় ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন বনাম কেশব সংঘ এবং আড়াইটায় ত্রিপুর স্পোর্টস স্কুল বনাম সবুজ সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

ক্যাম্প ঘিরে প্রশ্ন

● **সাতের পাতার পর** হলো কেন? বাকি চার ক্রিকেটারের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছে। এমন নয় যে, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে ভালো পারফরম্যান্স করার সুবাদে তাদের ফিটনেস ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটই যেখানে বন্ধ সেখানে খেলার সুযোগ কোথায়? অভিযোগ যে, এই কোচিং ক্যাম্পগুলি এখন বাণিজ্যের একটা অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তাই সুযোগ পেলেই এই ধরনের ক্যাম্প করা হচ্ছে। বাস্তবে এই ধরনের ক্যাম্প কোন কাজেই আসবে না বলে অভিযোগ ক্রিকেট মহলের।

১২ লক্ষের গাঁজা

● **আটের পাতার পর** - মোহনপুরের গাঁজা বোধজংনগর থানা এলাকা দিয়ে রাজ্যের বাইরে যায়। এসডিপিও সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে গাঁজার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযানে সফলতা পেয়েছেন। জানা গেছে, তিনটি অভিযানই তিনি ভোরের অন্ধকারে করেছেন। সবকটি অভিযানে তিনি আগে থেকে নিজের অফিসের কোনও কর্মীকেই জানাননি। যে কারণে তিনি সফলতা পেয়েছেন।

ধুঁকছে হকি

● **সাতের পাতার পর** খেলতে গিয়েছে ত্রিপুরার হয়ে। পুণেতে যে দল খেলতে গেলো সেই খবরটাও কেউ জানলো না। সভাপতিও জানেন কি না সন্দেহ আছে তা নিয়ে। আর জেনেও যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো সেটা জানতে চায় ক্রীড়াপ্রেমীরা। অন্যান্য রাজ্যের মানুষ ত্রিপুরার খেলাধুলা নিয়ে মজা করে। হকি দলের এই বিপর্যয়ের পর এটা আরও বাড়বে বলাই বাহুল্য। তাই ক্রীড়াপ্রেমীরা চাইছে, জেগে উঠুন সভাপতি। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এই অপকর্মের বিরুদ্ধে। না হলে ফাইল সর্বস্ব মন্ত্রী হয়েই থেকে যাবেন।

ট্রফির নক্‌আউটে ত্রিপুরা

● **সাতের পাতার পর** কিছুটা রান পেলেও এদিন ফের ব্যর্থ সম্রাট। একেবারে ছন্দে নেই এই ব্যাটসম্যানটি। নক্‌আউট ম্যাচে অবশ্যই তার বিকল্পের সন্ধান করা উচিত টিম ম্যানেজমেন্টের। মাত্র ৪ রান করে বিদায় নেয় সম্রাট। এরপর বিশাল এবং সমিত বেশ সাবলীল ভঙ্গিতে দলের ইনিংসের হাল ধরে। চলতি আসরে এর আগে দুইটি শতরান করেছে বিশাল। আগের ম্যাচে তাকে ব্যাট করতে পাঠানো হয়নি। এদিন আরও একবার সুযোগ পেয়ে দুর্দান্ত অর্ধশতরান করলো। মাঝে অক্রিকেটিয় কারণে ছন্দহীন হয়ে পড়েছিল এই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানটি। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে সেই পুরোনো বিশাল-কে ফের দেখা যাচ্ছে। যা ক্রিকেটপ্রেমীদের আনন্দ দিয়েছে। সমিত এবং বিশাল-র জুটি অবিচ্ছিন্ন থেকে ত্রিপুরাকে জয় এনে দেয়। ২৮ ওভারে মাত্র ১টি উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় ত্রিপুরা। সমিত ৫৫ এবং বিশাল ৫১ রানে অপরাজিত থাকে। ৯ উইকেটে জয় পেয়ে নক্‌আউট এবং এলিট-এ খেলার ছাড়পত্র অর্জন করলো ত্রিপুরা।

বাইপাসে আটক ৩ নেশা কারবারি

● **আটের পাতার পর** - তক্কে তক্কে বসে আছেন নেশা কারবারিদের হাতেনাতে আটক করতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিন কারবারি একসাথে বাইপাস সংলগ্ন মাঠে ব্রাউন সুগার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিক্রি করবে বলে। ওই সময় যুবকরা তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। প্রাণতোষ নামের ওই কারবারি নিজেই জানায় বুথ সভাপতি গোপাল তাকে সহযোগিতা করছে। তবে রাউৎখলা এলাকার আরেক যুবক সুমনও দেদার নেশা সামগ্রী বিক্রি করে এলাকার পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। পুলিশের কাছে বারবার তার বিরুদ্ধে খবর গেলেও পুলিশ তাকে আটক করছে না। অথচ রঘুনাথপুরের আরেক যুবকের ইকো গাড়িতে বসে সুমন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেদার নেশা সামগ্রী বিক্রি করে বলে অভিযোগ। তারপরও পুলিশ কোন ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না।

দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৪১

● **ছয়ের পাতার পর** কমতে শুরু করেছে। কিন্তু যেভাবে মাস্ক পরার অনীহা দেখা দিচ্ছে সেখানে ফের করোনার বিপদসীমায় প্রবেশ করছে ভারত। এমনটাই আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই, বিভিন্ন রাজ্য থেকে একের পর এক ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ মিলছে। তালিকায় আছে, চণ্ডীগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, কেরল। যদিও বাংলায় ওমিক্রন নিয়ে স্বস্তির খবর এসেছে। ব্রিটেন ফেরত মহিলার শরীরে ওমিক্রন নয়, মেলে করোনার ডেল্টা প্লাস ভ্যারিয়েন্ট সোমবার এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী। বর্তমানে ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলিপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা। অন্যদিকে, ওমিক্রন-শঙ্কায় বেলেঘাটা আইডি-তে ভর্তি বাংলাদেশের ৭৪ বছরের ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে কল্যাণীতে।

রেকর্ড উচ্চতা ছুঁয়ে চিন্তা বাড়ালো পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি

● **ছয়ের পাতার পর** প্রভাব পড়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে। এর ফলে তেল, কয়লা ও বিভিন্ন ধরনের ধাতব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সাম্প্রতিককালে। অন্যদিকে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ পাইকারি সবজির মূল্যবৃদ্ধি। তবে এই পরিস্থিতি বেশি দিন থাকবে না বলেই মনে করছেন অ্যাকিউট রেটিংস অ্যান্ড রিসার্চের চিফ অ্যানালিটিক্যাল অফিসার। তাঁর কথায়, শীতের মরশুমের খরিফ ফসল বাজারে ঢুকে পড়লেই সবজির দাম অনেকটাই কমে যাবে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যে হারে পাইকারি বাজারের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, তার ফলে আগামী দিনে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধিকে ঠেলে উপরে তুলবে। সমীক্ষা বলছে, জ্বালানি, চিকিৎসার মতো অত্যাবশ্যক পণ্যের খরচ এতটাই বাড়ছে যে, অত্যাবশ্যক নয় এমন জিনিসপত্রে খরচ বাঁচাচ্ছেন মানুষ। ফলে এক দিকে সেগুলির চাহিদা মার খাচ্ছে, অন্য দিকে খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার কম দেখাচ্ছে। অর্থনীতির পক্ষে যা সুখের কথা নয়।

কেন উদ্বেগে মধ্যবিত্ত?

● **ছয়ের পাতার পর** মাধ্যমে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা। ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৭। ২০২০ সালের এপ্রিলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যাটি মাত্র ১২-তে নামিয়ে এনেছে কেন্দ্র। পরবর্তী লক্ষ্য ব্যাঙ্ক, বিমা-সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গা থেকে 'সরকারি' তকমাটি দ্রুত মুছে ফেলা। বিভিন্ন মহলের তীব্র আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের অর্থমন্ত্রক। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ডিপোজিট ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন আইন সংশোধন। যার প্রচারে নেমেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে আগ বাড়িয়ে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে টাকা ফেরতের গ্যারান্টি দিতে দেখা যায়নি, বিশেষত যে সময় এটি কোনও আলোচনার মধ্যেই ছিল না। তাঁদের মতে, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে ব্যাঙ্কের লাটে ওঠাই নিশ্চয়তা পাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, ৫ লক্ষের ঊর্ধ্বে জমা বা প্রাপ্য'র ক্ষেত্রে কী হবে? আমানতকারীর যাবতীয় সুদ-আসলের গ্যারান্টার কেন হবে না সরকার? কোনও অসাধু বা অদক্ষ ব্যাঙ্ক প্রতারণার লক্ষ্যে ব্যবসা ফাঁদলে গ্রাহকের তো নিঃস্ব হওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই থাকবে না।

হলের কাছে ইট নয়

● **প্রথম পাতার পর** তাদের হিসাব এই সংখ্যায় আছে কিনা, নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে ২০০ গজ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অনুমতি ছাড়া মাইক্রোফোন,অ্যামপ্লিফায়ার ও 'স্বরবর্ধক অন্যান্য যন্ত্রপাতি এই নির্দিষ্ট এলাকায় বাজানো যাবে না। এই সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় লাঠি জাতীয় অস্ত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, "ইট ও ইটের টুকরো কেউ বহন করতে পারবেন না।"

স্বাস্থ্য মিশনে জমে উঠেছে মারিং খেলা

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছে ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য মিশন। পুরোনো গাড়ি ভাড়া দিয়েও নতুন গাড়ির বিল পেয়ে যাচ্ছেন অনায়াসে। কোনওরকম দরপত্র আহ্বান না করেই খোলাবাজার থেকে বিভিন্ন সামগ্রী কিনে ফেলা হচ্ছে। সবকিছুতেই নগদ লক্ষ্মী পকেটে ঢুকে যাচ্ছে বলে জেলার প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অন্যরাও কোনও কথা বলছেন না। লক্ষ্মী পেয়ে চুপচাপ রয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও। ফলে, ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য মিশনে বেশ জমে উঠেছে মারিং মারিং খেলা।

নিখোঁজ জিপিএফ

● **প্রথম পাতার পর** হিসাব যেমন নেই, তেমনি পরের বছরগুলিতেও কয়েক মাস করে ফাঁক পড়ে আছে। যেসব মাসের হিসাব নেই, সেসব মাসের ক্ষেত্রে লিখে দেয়া হচ্ছে মিসিং ক্রেডিট। সেই মিসিং ক্রেডিট আর ক্রেডিট হচ্ছে না। অজানা কোনও জায়গায় পড়ে আছে সেসব হিসাব। যারা চাকরি করছেন, তারা দুঃশ্চিন্তায় আছেন যে অবসরে গেলে এইসব কারণে হিসাব-পত্রে গণ্ডগোল হবে। অবসরে যারা গেছেন,তাদের অসুবিধা শুরু হয়ে গেছে, তড়িঘড়ি সেসব অ্যাকাউন্ট যদি-বা নজরে পড়ছে, চাকরিয়ানদের খাতায় হাতই পড়ছে না। আপডেট হচ্ছে না জিপিএফ অ্যাকাউন্ট।

খবরের জেরে ডায়ালিসিসের জল জিবিপিতে

● **প্রথম পাতার পর** পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ডায়ালিসিস বিভাগে জল সবরাহ করা হয়। জানা যায়, জিবিপি হাসপাতালের স্টোরে ডায়ালিসিসের জন্য যে জল প্রয়োজন তা মজুত ছিলো। একটি দুষ্ট চক্র এই জল বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিংহোম এবং অন্য সংশ্লিষ্ট এক দুটো জায়গায় পাচার করে বলে অভিযোগ। সোমবার খবর প্রকাশের পর না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিভাবে জল চলে এলো? কয়েক ঘণ্টা আগে যদি এই জল সুনির্দিষ্ট জায়গায় থাকতো তাহলে রোগীদের বিনা পরিষেবায় বাড়ি ফিরে যেতো হতো না। জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এমন দু'নম্বরী কাজকর্ম চলতে থাকে। বিষয়গুলো প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলে কখনও কখনও কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। মঙ্গলবারও ঠিক তাই হলো।

টেক্কা দিলো ভোট মাস

● **প্রথম পাতার পর** সংখ্যাটি ছিলো ২৩৬। রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয় যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে ডাকাতি থেকে রবারি, বার্গলারি থেকে চুরি, খুন থেকে কিডন্যাপ — সবেতেই গত অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসের তথ্য তুলনা করলে, এগিয়ে আছে নভেম্বর। রাজ্য পুলিশের তথ্য মোতাবেক প্রতি মাসেই নিয়ম করে চুরি এবং খুনের ঘটনা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সাম্প্রতিককালের ভোট মাসে ১২টি খুনের ঘটনা সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। গত কয়েকদিন আগেও নির্বাচন শেষে শাসক দলের এক নেতা সংবাদমাধ্যমের সামনে স্পষ্ট বলেছিলেন, নির্বাচনে কোথাও কোনও খুন হয়নি। হয়তো ঠিকই বলেছিলেন! নভেম্বর মাসের ১২টি খুন নির্বাচনকে ঘিরে বা রাজনৈতিক খুন, এই কথা কে বলবে? হয়তো প্রতিটি খুনই স্রেফ 'খুন'। রাজ্য পুলিশ সদর দফতর যেভাবে প্রতি মাসে অপরাধের তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরে, সেখানেও বেশ কিছু পরিসংখ্যান মাঝপথে হারিয়ে যায় বলে একাংশের অভিযোগ। প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে যে সংখ্যক খুন এবং অপরাধের কথা প্রমাণসহ ছাপা হয়, সেগুলো সব যোগ করলে চুরি এবং অপরাধের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে একাংশের মত। তবে বিষয়গুলো নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে এখন পর্যন্ত মানবাধিকার সংগঠন বা কোনও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন তুলেছে বলে জানা যায়নি। তথ্য প্রমাণ করে, অপরাধ অপরাধের জায়গাতেই রয়েছে। কোন্ ব্যাখ্যায় নভেম্বর মাসের বেশি সংখ্যক খুন, চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনাকে দেখবে পুলিশ প্রশাসন, তা সময় বলবে। আগামী কয়েক মাস পরেই রাজ্যে নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে। এখনই যদি অপরাধের টুটি চেপে ধরা না যায়, তাহলে আগামীদিনে এই পরিসংখ্যান আরও বাড়বে বলেই বিভিন্ন মহলের মত।

ব্রাত্য হলেন প্রয়াত সমর চৌধুরী

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ এবং মন্ত্রী সমর চৌধুরীর নামে এই ভবনটির নামাকরণ করা হয়। কিন্তু এই আমলে সমর চৌধুরীর নাম অচ্ছুত বলে মনে করে হলটিকে টাউন হল বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এতে দোষের কিছু দেখছেন না বিজেপির কতিপয় নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য, আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন কিংবা টাউন হল অথবা অন্যত্রই সিপিএম যখন কোনও সম্মেলনের আয়োজন করে সেখানে তারা হলের নাম বাদ দিয়ে তাদের দলের প্রয়াত কোনও নেতার নামে হল এবং মঞ্চের নামাকরণ করে থাকেন। সেটা যদি কোনও গর্হিত কাজ না হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে কেন? যেকোনও রাজনৈতিক দল অনুষ্ঠান স্থল এবং মঞ্চের নামাকরণ তাদের অনুষ্ঠানের জন্য তাদের মতো করে নির্বাচন করতেই পারেন। বামেরা স্থানীয় স্তরে, রাজ্য স্তরে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে অহরহ এটা করেই থাকেন। সেক্ষেত্রে বনকুমারী টাউন হল বলা হলে সমর চৌধুরীকে কোথাও অপমান করা হয় না বলেও তাদের অভিমত।

বইমেলার প্রথম প্রস্তুতি সভা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। আগরতলায় রাজ্য ভিত্তিক বইমেলা করার আগে মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ২৩টি মহকুমায় সম্ভব না হলেও বাছাই করা ১০ থেকে ১২টি মহকুমায় এই বইমেলা আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, পুর পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে নিঃেয় সম্মিলিতভাবে এই বইমেলার আয়োজন করা হবে। এনিয়ে দ্রুত বৈঠক ডাকা হবে। মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত ৪০ তম আগরতলা বইমেলার প্রথম প্রস্তুতি সভায় একথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকে উঠে আসা বিভিন্ন প্রস্তাব সাপেক্ষে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে আগরতলা বইমেলার স্থান, দিনক্ষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হবে। আর সেটা হবে বইমেলা কমিটির সকলের মতামত বিবেচনা করেই। প্রস্তুতি সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবছরও পুস্তক বিক্রেতাদের বিশেষ ছাড় দেওয়ার চিন্তাভাবনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রে স্টল চার্জ না রাখা সহ বিভিন্ন দিকে সহায়তা করা হবে। এই সরকার প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের পাশে রয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, নারী ক্ষমতায়নের কথা ভাবনায় রেখে আগামী বইমেলায় রাজ্যের সার্বিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মহিলাদের জন্যও দুটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু সংস্কৃতি ছাড়া কোনও দেশ ও রাজ্য এগিয়ে যেতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে আগামীদিনে সমস্ত কিছুকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। তিনি বলেন বইমেলার সাথে রাজ্যবাসীর একটা ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদেরও ভাবাবেগ রয়েছে এতে। বই কিংবা পুস্তকের মধ্যেই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নিহিত থাকে। আর বইমেলা শুধু বই কেনাবেচার মধ্যে নিহিত নয়। এর মধ্যে রয়েছে একটা সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, সংস্কৃতি চর্চার বিষয়টি মাথায় রেখে রাজ্যে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা চলছে। এজন্য ৬ কোটি টাকার প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছে। এতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান এবং রুটি রুজির ব্যবস্থা হবে। আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এর পাশাপাশি রাজ্যে একটি

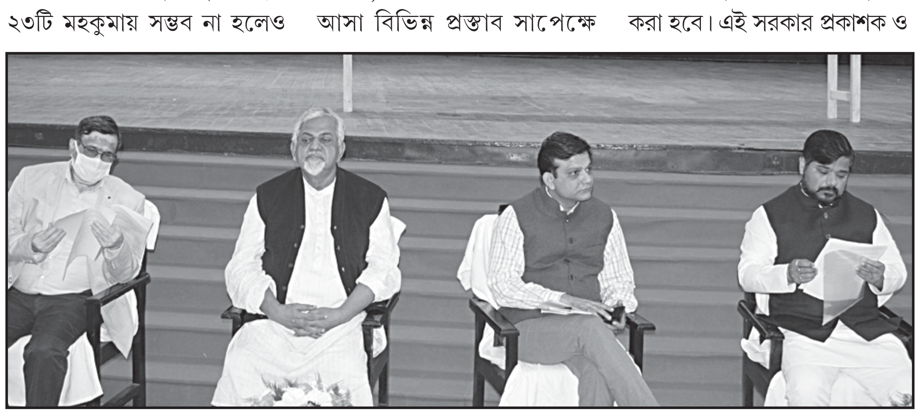

● এরপর দুইয়ের পাতায়

৩ দিনের এডিসির অধিবেশন

প্রেস রিলিজ, খুমুলুঙ , ১৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা জানান, পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী আগামী ১৭, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর এডিসির অধিবেশন করা হবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় খুমুলুঙস্থিত পরিষদীয় ভবনে এই অধিবেশন শুরু হবে।

ভুটিয়ার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা

প্রেস রিলিজ, খুমুলুঙ , ১৪ ডিসেম্বর।। বুধবার খুমুলুঙ স্টেডিয়ামে বেলা ২ (দুই) ঘটিকায় তিপরা ফুটবল লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। স্বনামধন্য খ্যাতিসম্পন্ন তথা ভারতের ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া এই লীগের গোমতী জোন ও পশ্চিম জোনের ফাইনাল খেলার শুভ উদ্বোধন করবেন। মঙ্গলবার খুমুলুঙে সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান উপদেষ্টা ও প্রশাসন সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান তথা এমডিসি প্রদ্যোত বিক্রম কিশোর দেববর্মা ড্রাগের নেশা থেকে মুক্তি ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরী করা লক্ষ্যেই এই খেলার প্রধান লক্ষ্য। তিনি আরও জানান, আগামী ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর খুমুলুঙে ফেস্টিভাল অব ইন্ডিজেনাস তিপরাসা ২০২১ সংগঠিত করা হবে। এছাড়া তিনি জানান, এর ফলে খুমুলুঙ, জাতীয় স্তরের মানচিত্রে পরিচিতি লাভ করবে। এছাড়াও তিনি জানান ইন্ডিজেনাস তিপরাসা অনুষ্ঠানের ১৯ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বলিউড কণ্ঠশিল্পী লাকী আলী ও আগামী ২০ ডিসেম্বর বলিউড কণ্ঠশিল্পী পাপন সংগীত পরিবেশন করার কথা রয়েছে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মা, এমডিসি অনন্ত দেববর্মা।

নিয়োগ পরীক্ষায় উপেক্ষিত ১০৩২৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। টিপিএসসি'র পরীক্ষায় উপেক্ষিত ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। সম্প্রতি টিপিএসসি লোক নিয়োগের দুটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু কোনও বিজ্ঞাপণেই ১০৩২৩ শিক্ষকদের জন্য বয়সের ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। যে কারণে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ১০৩২৩'র শিক্ষক ইদ্রিস মিয়া। সোনামুড়ার বেজিমারার বাসিন্দা ইদ্রিসের বয়স ৪০ পেরিয়ে গেছে। যে কারণে তিনি টিপিএসসি'র নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষায় বসতে পারছেন না। একই অবস্থা ১০৩২৩ শিক্ষকদের অন্যদেরও। তাদের দাবি, টিপিএসসি সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকটি পোস্টে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আইসিডিএস সুপার ভাইজার এবং সরকারি অফিসের করণিক। দুটি পোস্টই গ্রুপ সি পোস্ট। আইসিডিএস সুপারভাইজার পোস্টে ৩৬টি পদের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে টিপিএসসি। টিপিএসসি সচিব এন অধিকারী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে ৩৬টি পোস্টের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে ১০৩২৩ শিক্ষকদের জন্য বয়সের বা অন্য কোনও ছাড়ের ঘোষণা নেই। একই অবস্থা করণিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতেও। এই বিজ্ঞপ্তিতেও কোথাও ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে ছাড়ের ঘোষণা নেই। মহাকরণে মোট ৫০টি পদে করণিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও ১০৩২৩ শিক্ষকদের বয়সের কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। এগুলিতে নিয়োগের জন্য শেষ তারিখ আগামী বছরের ১৫ জানুয়ারি। বয়সের জন্য সর্বোচ্চ ৪০ বছর পর্যন্তই সাধারণ হিসাবে রাখা হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনে কোথাও ১০৩২৩ শিক্ষকদের বয়সের ছাড়ের কথা বলা হয়নি। ইতিমধ্যেই টিপিএসসি'র ওয়েবসাইটে অনলাইনে এই পরীক্ষার জন্য আবেদন শুরু হয়ে গেছে। এটিও গ্রুপ সি পোস্ট। ১০৩২৩ শিক্ষকদের দাবি, সরকার আদালত অবমাননা করেছে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই টিপিএসসি'র পরীক্ষায় বসতে চান। কিন্তু তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বয়স। অথচ দেশের সর্বোচ্চ আদালতেও রাজ্য সরকার ঘোষণা দিয়েছিল ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১০৩২৩ শিক্ষকদের সরকারি চাকরি পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামাও দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, জেআরবিটি, টেট পরীক্ষাতেও ১০৩২৩ শিক্ষকদের বয়সের ছাড় দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদগুলিতে ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়োগের কথা রাজ্য সরকার আগেই বলেছিল। সরকারের হলফনামাও রয়েছে এনিয়ে। অথচ টিপিএসসি'র বিজ্ঞপ্তিতে ১০৩২৩'র কোনও উল্লেখই নেই। এই ঘটনায় ১০৩২৩ শিক্ষকদের একটি অংশ মানহানির মামলা করতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। কয়েকদিন আগেই ১০৩২৩ শিক্ষকদের দক্ষিণ লবির নেতাদের ডাকা সম্মেলনে গিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য প্রভারী এবং রাজ্য সভাপতি। বক্তারা ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়োগের চেষ্টার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ১০৩২৩ শিক্ষকদের একটি অংশ। অথচ এই চাকরিচ্যুত শিক্ষকরাই টিপিএসসি'র বিজ্ঞাপনটি নিয়ে এখন মুখ খুলতে শুরু করেছে। কেউ কেউ আবার প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন। সরকার যে ১০৩২৩ শিক্ষকদের জন্য কিছুই ভাবছেন না এই ঘটনা এখানে পরিষ্কার। মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে রবীন্দ্র ভবনে সবাই বিজেপি দলের সভাপতি যে প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিলেন সবটাই ভাঁওতাবাজি বলে দাবি তুলেছেন ১০৩২৩ শিক্ষকদের একটি মহল। তাদের যুক্তি, মুখের কথার সঙ্গে সরকারের কাজের মিল নেই। দলের নেতারা ১০৩২৩ শিক্ষকদের খুশি রাখতে ভালো ভালো কথা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

নৌকাঘাট থেকে ফের বাইক উধাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৪ ডিসেম্বর।। পুলিশের উপর থেকে এক প্রকার আস্থা হারিয়েই ফেলেছেন সাধারণ নাগরিকরা। পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা ভালো থাকলে একই জায়গা থেকে দিনের আলোতে কয়েকদিনের ব্যবধানে কয়েকটি বাইক চুরি হয়ে যায়! মঙ্গলবার দুপুরে ফের সিপাহিজলা নৌকাঘাট থেকে চুরি হয়ে যায় একটি বাইক। কিছুদিন পর পর নৌকাঘাট থেকে বাইক চুরির হিড়িক লেগে থাকলেও বন দফতর সামান্য দুই-তিনটি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে দিতে পারছে না ? বিশালগড় থানার পুলিশ কয়েকদিনের জন্য দু"জন করে টিএসআর দিয়ে রাখলেও মঙ্গলবার তারা না থাকার ফলে আরেকটি বাইক চুরি হয়ে যায়। তবে রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত সেই বাইকটি উদ্ধারের কোন খবর নেই। বিশালগড় মধ্য লক্ষ্মীবিল এলাকার অভ্রনীল দেববর্মা তার টিআর০৭ই৫৫৬৯ নম্বরের বাইকটি রেখে নৌকাঘাটের ভেতরে যান। কিছু সময় পর এসে দেখেন বাইকটি নেই। এই দৃশ্য দেখে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়। সাথে সাথে অভ্রনীল বাইকটি খোঁজাখুঁজির পর ছুটে যান বিশালগড় থানায়। কিন্তু রাত পর্যন্ত পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করতে পারেনি। এক মাসের মধ্যে নৌকাঘাট থেকে কম করে হলেও চারটির মত বাইক চুরি হয়েছে। তারপরও বন দফতরের কর্তারা নৌকাঘাটের বাইক পার্কিংয়ের জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগাতে নারাজ। এখন পিকনিকের মরশুম। এমনিতেই সিপাহিজলায় ভ্রমণপিপাসুদের ভিড় থাকে। এমন ঘটনা চলতে থাকলে পর্যটকদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

পজিটিভ তপন চক্রবর্তী, মৃত্যু ১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। করোনা আক্রান্ত হলেন বাম বিধায়ক তপন চক্রবর্তী। করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার পরই তিনি নিজে আগরতলায় ২নং বিধায়ক আবাসের কক্ষে নিভৃতবাসে চলে গেছেন। তার অবস্থা সংকটের বাইরে বলেই জানা গেছে। মঙ্গলবারই করোনা আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাকে নিয়ে রাজ্যে করোনা পজিটিভ রোগীদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮২৪ জনে। এদিন এক লাফে বেড়ে গেছে করোনা রোগীদের সংখ্যাও। ২৪ ঘণ্টায় নতুন ২০ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তরা স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে আইসোলেশনে আছেন। স্বাস্থ্য দফতর এদিন সন্ধ্যায় মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, রাজ্যে ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৮৩৮ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে অ্যান্টিজেন টেস্টে ১৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। ২জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে। সবচেয়ে বেশি ১০ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায়। এখনও রাজ্যে ৭২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী স্বাস্থ্য দফতরের তালিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। তবে দেশে বহু মাস পর ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজারে নেমে এসেছে। মঙ্গলবার ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৭৮৪ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ২৫২ জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরই প্রয়াত হয়েছেন সিপিএম'র দুই প্রবীণ নেতা বিজন ধর এবং গৌতম দাশ। এখন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম'র প্রবীণ নেতা তপন চক্রবর্তী করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চিন্তিত রাজ্যের বহু মানুষ।

বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। আবারও জিবি হাসপাতাল চত্বর থেকে চুরি গেলো বাইক। হাসপাতাল চত্বরে চোর এবং নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম বেড়ে গেছে। ২৪ ঘণ্টা পুলিশ এবং বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী থাকার পরও অপরাধ কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। মঙ্গলবার চুরি গেছে হাঁপানিয়া প্যারামেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক দীপ্তনীল ভৌমিকের বাইক। তিনি সকালে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশিপ করাতে জিবিপি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। বাইকটি হাসপাতালে পার্কিং জোনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাজে যান। দুপুর ২টা নাগাদ বেরিয়ে দেখেন পার্কিংস্থলে রাখা তার টিআর-০৭-বি-৭৩০৬ নম্বরের বাইকটি নেই। তিনি জিবি ফাঁড়িতে একটি জিডি এন্ট্রি করেন। পার্কিং জোনের পাশে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা থাকেন। এখানে সি সি ক্যামেরাও লাগানো আছে। এরপরও কিভাবে চুরি হয় তা নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যেও কেউ চোরদের সঙ্গে মিলে থাকতে পারেন। যে কারণে সহজেই বাইকটি চুরি করা হয়েছে। সি সি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করলেই সহজেই বোঝা যাবে কে বাইক চুরি করেছে।

সঙ্গিন শিক্ষা বিপ্লব ঃ আগের দিন পরীক্ষার অনুমতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। আরেক শিক্ষা বিপ্লবের নজির তৈরি হল ত্রিপুরায় ! অনেক সময় পেরিয়ে এসে পরীক্ষার আগের দিন এক সিদ্ধান্ত জানিয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, 'সেভেন এম/সেভেন এইচ ফর্ম পূরণ না করা' পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিতে পারবে। এই ফর্ম- ওই ফর্ম পূরণ হয়নি ছুতোয় বেশ কিছু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে অ্যাডমিট দেওয়া হয়নি। বলে দেওয়া হয়েছিল, আবার আগামী বছর আবেদন করতে। প্রতিবাদী কলম এই খবর করেছিল। সামান্য কারণে তাদের এক বছর নষ্ট হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। সেই খবরও এই কাগজ করেছে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকরা প্রচন্ড বিরক্ত ও হতাশ হয়েছিলেন। পর্ষদের সচিব ডঃ দুলাল দে মঙ্গলবার এক 'জরুরি বিজ্ঞপ্তি' দিয়ে জানিয়েছেন, "সকল বিদ্যালয়ের প্রধানদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে, যে সকল রেগুলার ছাত্রছাত্রীদের নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং একাদশ শ্রেণির এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট আছে, কিন্তু এবছরের পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের টার্ম-ওয়ান পরীক্ষার অনলাইন সেভেন এম/সেভেন এইচ ফর্ম ফিলাপ করেনি,পর্ষদ জরুরি ভিত্তিতে ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার বসার অনুমতি দিচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সেন্টার সেক্রেটারি/ভেন্যু সুপারভাইজারদেরকে ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের উপরিউক্ত পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সেন্টার সেক্রেটারি-দের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন ভেন্যু সুপারভাইজারদের ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট/এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট অনুসারে তাদের বিষয় নির্বাচন করে পরীক্ষা হলে প্রবেশের অস্থায়ী অনুমতিপত্র প্রদান করেন, এবং পরীক্ষায় বসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। উপরিউক্ত ছাত্রছাত্রীদের যেন নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রধানদের কাছ থেকে পরিচিতিপত্র এবং অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট/এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট-সহ নির্ধারিত ভেন্যুতে প্রথম দিন পরীক্ষা শুরুর দুই ঘন্টা আগে উপস্থিত হয়। অনুমতিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয় প্রধানগণকে পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত আবেদনপত্র (ওয়ান এম/ওয়ান এইচ) পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ভেন্যু সুপারভাইজার-এর কাছে জমা দিতে বলা হচ্ছে। ভেন্যু সুপারভাইজারকে ওই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র, রোল-কাম-অ্যাটেনডেন্স শিট এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয় প্রধান থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আলাদা আলাদা প্যাকেটে করে সুরক্ষামূলক সিল দিয়ে সংশ্লিষ্ট কাস্টডিয়ানদের কাছে জমা দিতে বলা হচ্ছে। "বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা উচ্চমাধ্যমিক। তারপরের দিন মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা মাধ্যমিক। মঙ্গলবারে পর্ষদ কিছু পড়ুয়াকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দিয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপণ দিয়ে, বা প্রেস রিলিজে খবর করিয়ে মানুষকে জানাতেও একদিন প্রয়োজন। স্কুলে স্কুলে খবর পৌঁছলে, পড়ুয়াদের খবর পাঠিয়ে তাদের জানাতেও অন্তত সেই সময় দরকার। অথচ পরীক্ষা রাত পোহালেই। এই খবরের কাগজ যখন পৌঁছবে, ততক্ষণে পরীক্ষার্থীকে স্কুলে চলে যেতে হবে, প্রধানশিক্ষকের থেকে কাগজপত্র তৈরি করিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে সময়ের দুই ঘন্টা আগে, সেখানে আবার একগুচ্ছ কাগজ তৈরি, ইত্যাদি করাতে হবে। এইভাবে হুটোপুটি করে, ক্লান্ত হয়ে, শিক্ষক-ছাত্র সবাই নাস্তানাবুদ হয়ে তাদের পরীক্ষায় বসতে হবে, আর যদি তাড়াহুড়োয় কিছু আবার ভুল থাকে, তবে আবার জটিলতা হবে। মডেল রাজ্যে বেসরকারি স্কুলকে 'গুণগত শিক্ষা প্রসারে' ডেকে আনা হচ্ছে, 'বিদ্যাজ্যোতি' স্পেশাল এক্সপার্টাইস স্কুল খোলার ঘোষণা হচ্ছে, আর পরীক্ষার্থীদের ঘাড়ে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে আর এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হল, যেন পরীক্ষা দিতে চেয়ে তারা মহাঅপরাধই করে বসেছেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু শিক্ষায় সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন, তার মতে কেউ কেউ বিভ্রান্ত করছে, সাংবাদিকদের পাঠ দিয়ে থাকেন। পরীক্ষার আগের দিন যে জানানো হয় কারা পরীক্ষা দিতে পারবে, সেই পাঠ পর্ষদকে কে দিয়েছেন, প্রশ্ন উঠেছে।

১০ বছর বদলিহীন এএসআই সুবীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৪ ডিসেম্বর ।। একই জায়গায় ১০ বছর ধরে পোস্টিং বাগিয়ে নিলেন রাজ্য পুলিশের এএসআই সুবীর দাস। ১০ বছর ধরেই মোহনপুর এসডিপিও অফিসে নিরাপদ আসনে বসে আছেন সুবীর। বাম-রাম দুই আমলেই এখন পর্যন্ত কোনও পুলিশ আধিকারিকের ক্ষমতা হয়নি সুবীরকে এসডিপিও অফিস থেকে সরানোর। ২০১১ সালে মোহনপুর এসডিপিও অফিসে পোস্টিং পেয়েছিলেন সুবীর। সাধারণত পুলিশের থানান্তরগুলিতে তিন বছর অন্তর অন্তর বদলি হয়। যে কারণে এসডিপিও অফিসের অন্যান্য পুলিশকর্মীরা বদলি হয়েছেন। কিন্তু সুবীরের বদলি নেই। মোহনপুরের এসডিপিও অফিসে বসেই গোটা মহকুমার গাঁজা এবং নেশা ব্যবসার র‍্যাকেট দেখভাল করছেন সুবীর বলে অভিযোগ উঠেছে। এখন পর্যন্ত মোহনপুরে নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযানে বিশাল সাফল্য এসেছে এমন কোনও রেকর্ড নেই। উল্টো অভিযোগ উঠছে, এসডিপিও অভিযানে নামার আগেই নেশা কারবারিরা খবর পেয়ে যাচ্ছেন। যে কারণে বর্তমানে এসডিপিও ডা. কমল বিকাশ মজুমদার বহু তথ্য পেয়ে অভিযানে নামার আগেই বিফলতা পাচ্ছেন। মহকুমা এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়, এসডিপিও অফিস থেকেই গাঁজা, ইয়াবা ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগারের কৌটা-সহ তির জুয়ার ব্যবসায় সূত্র লেগে রয়েছে। থানা এবং ফাঁড়িগুলি থেকে কয়েকজন পুলিশকর্মী বরাবরই বলে থাকেন এসডিপিও অফিসে টাকা দিতে হয়। এই দাবি করেই ঘুস নিয়ে নেন। এই ট্র্যাডিশন বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। অথচ মোহনপুর এসডিপিও অফিসের দায়িত্বে আসা বহু এবং দক্ষ এসডিপিও এই সম্পর্কে জানতেনই না। সবটাই নাকি ম্যানেজ হয় সুবীরের হাত ধরে। বাম আমলে সুবীর ছিলেন স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের অতি প্রিয়পাত্র। এসডিপিওকে ম্যানেজ করতে গেলে বাম নেতাদের সুবীরের কাছেই যেতে হতো। এমনকী নেশা কারবারিদেরও তাদের বেআইনি ব্যবসায় সুবিধা পাইয়ে দিতে সুবীরই মূল সারথি। আরও অভিযোগ, রাজ্যে সরকারের ক্ষমতা বদলের পর রাতারাতি এই এএসআই মোহনপুর মহকুমায় প্রভাবশালী নেতাদের কাছের লোক হয়ে যায়। যে কারণে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে শীর্ষ আধিকারিকরাও সুবীরের বদলির নির্দেশিকা জারি করতে পারেননি। যে কারণে একজন এএসআই হয়েও দশ বছর ধরে টিকে আছেন এসডিপিও অফিসে। এলাকায় গুঞ্জন, নেশা কারবারিদের থেকে এসডিপিও, এসপি'র নাম বলে টাকা তোলার কাজ করেন এএসআই সুবীর। প্রত্যেক মাসে ৫ লক্ষ টাকার উপর আদায় করা হয়। এই টাকার ভাগ চুপিসারে আগরতলায় এক আধিকারিকের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়। বড় একটা অংশ আগে যেতো বামপন্থী প্রভাবশালী নেতার পকেটে। যে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

খেলার মাঠ মেলা সামগ্রী, দোকানপাট ও ভারী যন্ত্রপাতির নিরাপদ আশ্রয়স্থল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর ডিএনভি ময়দান থেকে জাতীয় স্তরের বহু ক্রীড়াবিদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সারা বছর ধরে মাঠটি ক্রীড়াচর্চার একটা প্রাণকেন্দ্র ছিলো। ক্রীড়া ও শিক্ষা দফতর এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে নানাধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ঋতুতে এখানে সংগঠিত হতো। আজ এই মাঠটির অন্তর্জলিযাত্রা শুরু হয়েছে। গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সমস্ত মাঠটি রাজ্যের বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীদের দখলে। এই মাঠে গত আড়াইমাস ধরে কোন খেলোয়াড় খেলাধুলা করতে পারছেন না। শিক্ষা দফতর ও ক্রীড়া দফতরের নাকের ডগায় একটি ক্রীড়াঙ্গনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হলেও দফতরগুলো ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে। স্পষ্টত ক্রীড়াঙ্গনকে অচল করে দেওয়ার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে। ক্রীড়াঙ্গন আন্তর্জাতিক মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করে। খেলাধূলার মাধ্যমে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত হয়। জাতীয় সংহতি শক্তিশালী হয়। সুস্থ দেহ-মন গঠনে খেলাধূলার কোন বিকল্প নেই। ক্রীড়াঙ্গনকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়ে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক এবং ছাত্র-যুবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে সকল খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংস্থা, ক্রীড়া প্রশিক্ষক, ছাত্র-যুবক, ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান রাখছেন ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। আওয়াজ উঠছে, অবিলম্বে ডিএনবি মাঠ সহ পরিত্যক্ত সকল মাঠকে খেলার উপযোগী করে ক্রীড়া সংগঠন কিংবা ক্রীড়াবিদদের হাতে তুলে দেওয়া হউক।

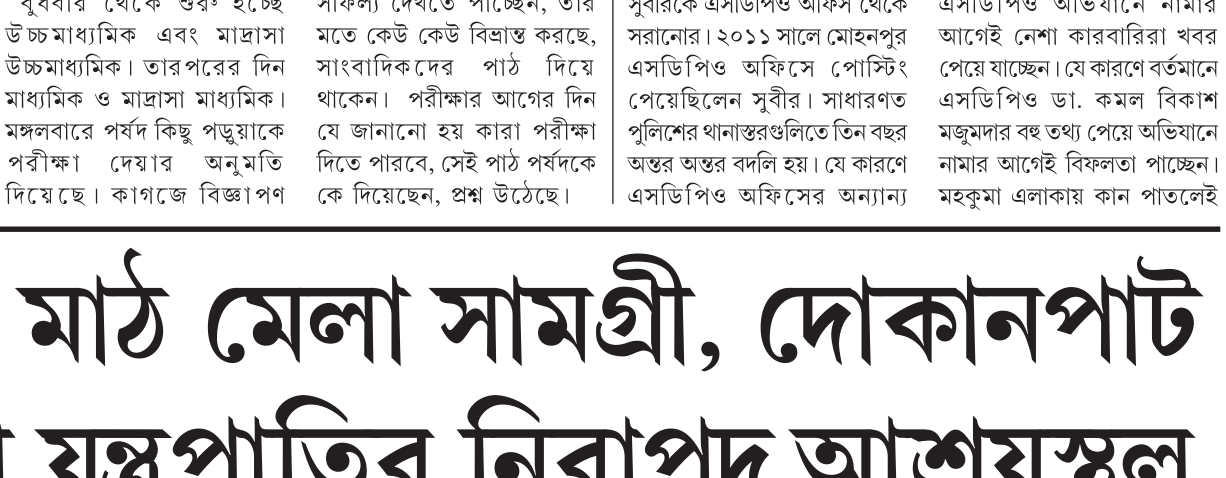

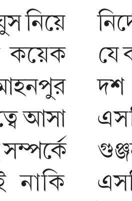

অদ্বৈত মল্ল বর্মন জন্ম-বার্ষিকী-২০২২

রাজ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (সর্ব সাধারণের জন্য)

অমর কথা সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের ১০৮ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ২০০০/-, ১৫০০/- এবং ১০০০/- টাকা পুরস্কৃত করা হবে (বিঃদ্রঃ ইতিপূর্বে যারা এই উৎসবের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছেন তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।)

বিষয় : "জলজীবিদের জীবন যন্ত্রণায় সেকাল ও একাল প্রসঙ্গ :- অদ্বৈত মল্লবর্মন"

প্রতিযোগীগণ তাদের প্রবন্ধ আগামী ২৪ই ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে অধিকর্তা, তপশীলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, গোর্খাবস্তি, পোঃ কুঞ্জবন, আগরতলা -৭৯৯০০৬ অফিসে জমা দিতে পারিবেন এবং E-mail :- directorscw@gmail.com এই ইমেইল এর মাধ্যমে ও পাঠাতে পারিবেন।

২৪/১২/২০২১ ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিটের পর কোনো প্রবন্ধ জমা রাখা হবে না অথবা কোনো মেইল গৃহীত হবে না।

(সন্তোষ দাস)
আহ্বায়ক
অদ্বৈত মল্লবর্মন জন্ম-বার্ষিকী
উদ্‌যাপন কমিটি ২০২২

ICA/D-1437/21

রক্তদাতাদের সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বাম আমলে সবচেয়ে বেশি রক্তদান করেছেন এমন ব্যক্তি-বিশেষ কিংবা সংগঠন সমূহকে সংবর্ধিত করা হতো। বর্তমান সরকারের সময়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন সংগঠনগুলোকে সংবর্ধিত করা হয় না। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে সংবর্ধনা জ্ঞাপনেরও আয়োজন করা হয় না সরকারের তরফে। রবীন্দ্র ভবনে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, উপজাতি যুব ফেডারেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কথাগুলা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে এই দুই যুব সংগঠন যে উদ্যোগ নিয়েছে এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। যারা ২৪ বারের বেশি রক্ত দিয়েছে এদিন তাদেরকে সংবর্ধিত করার পাশাপাশি রক্তদানের আয়োজন করছে এমন সংগঠনকেও সংবর্ধিত করা হয়। এদিনের এই আয়োজনে মানিক সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গোটা আয়োজন ঘিরে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ'র সভাপতি মুফতী তৈয়ীবুর রহমান, মহম্মদ নুরুল ইসলাম, মুস্তাক আহমেদ-সহ অন্যান্যরা মহাকরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ১১ দফা দাবি সনদ পেশ করেছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাদের দাবি সনদ পেশ করার ইচ্ছে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে না থাকায় তারা মুখ্যমন্ত্রী অফিসে দাবি সনদ পেশ করে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেওয়া দাবি সনদে বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন থেকে যে ১১ দফা দাবি গৃহীত হয়েছে সেই দাবি সনদই পেশ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেওয়া দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে সংরক্ষণ বা সমান অধিকার দেওয়া, নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি রাখা, মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন, সীমান্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ইত্যাদি। সংগঠনের তরফে বিষয়গুলো তুলে ধরে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে এলে তারা আবার সশরীরে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এসব দাবি নিয়ে কথা বলতে চান। ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ মনে করে, তাদের ১১ দফা দাবি পূরণে মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৪৮১ জনের নিয়মিতকরণ

অন্যদের জন্য বিশেষ 'সারপ্রাইজ'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ মঙ্গলবার টেট উত্তীর্ণ ৪৮১জন শিক্ষক চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করেছেন। রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুসারে চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ হলে নিয়মিতকরণের সুযোগ পাবে। এই হিসেবে ২০১৬ সালে টেট উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে শিক্ষকতার যোগদানকারী ৪৮১জনের নিয়মিতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে দফতর। হয়তো জানুয়ারি মাসে তারা তাদের নিয়মিত বেতনক্রম পেয়ে যাবে। প্রায় ৬ হাজার টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক আছে গোটা রাজ্যে। ব্যতিক্রম শুধু ত্রিপুরা রাজ্য। ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যেই টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকরা ফিক্সড পে'তে চাকরি করেন না। ত্রিপুরাতে বাম আমল থেকে এই ধারা চলে আসছে। ২০১৬ সাল থেকে ফিক্সড পে'তে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ করা হয় শিক্ষকতায়। ২০২১ সালেও যারা টেট উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন তাদের জন্য ফিক্সড পে-ই বরাদ্দ ছিল। নিয়মিতকরণের দাবি দীর্ঘদিনের। বাম সরকার যেমন পূরণ করেনি, বর্তমান সরকারও এই সময়ে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দাবি পূরণ করেনি। এই সময়ের মধ্যে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকরা নিয়মিতকরণের আশায় থাকলেও মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানিয়ে দিলেন যারা চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করেছে তাদের নিয়মিতকরণ চূড়ান্ত। এই সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত ফাইল অর্থ দফতরে আছে। মন্ত্রী নিজেই জানালেন, অন্যান্যদের বিশেষ কি দেওয়া যায় সেই সংক্রান্ত ফাইলও নাকি অর্থ দফতরে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের মধ্যে যারা পাঁচ বছরের চাকরি পূর্ণ করেননি তাদের জন্য শিক্ষা দফতরের 'সারপ্রাইজ' আছে। এটা শিক্ষামন্ত্রী বলেননি। কি সেই বিশেষ ব্যবস্থা? ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে অর্থনৈতিক সংকট থাকবে সেটা কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন তা নিয়ে জোর চর্চাও শুরু হয়েছে। কোনও কোনও মহল বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বাম আমলে ফিক্সড পে-তে চাকরি দেওয়া নিয়ে যথেষ্ট সরব ছিলেন। সেই সময় বাম সরকারের বিরুদ্ধে তিনি অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টেট উত্তীর্ণদের ফিক্সড পে-তে চাকরি দিয়েছে বাম সরকার। বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তার আমলেও টেট উত্তীর্ণরা ফিক্সড পে-তে চাকরি পেয়েছে। এখন মন্ত্রী নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে বাম আমলের কথাগুলো স্মরণ করতে পারেন। তাতে বাম আমলের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিছুদিন আগে প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস বলেছিলেন, সিপিএম এবং বিজেপি একই সূত্রে চলছে। অজয় বিশ্বাসের অভিযোগ ছিল, বাম আমলেও সম কাজে সম বেতন ছিল না। টেট উত্তীর্ণরা ফিক্সড পে-তে চাকরি করেছে তা ভারতবর্ষের কোথাও নেই। ত্রিপুরায় বামেরা যেভাবে সরকারে থেকে কর্মচারীদের বঞ্চনা করেছে বর্তমান রাজ্য সরকারও কর্মচারীদের বঞ্চনা জিইয়ে রেখেছে। সম কাজে সম বেতন নেই, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে টেট উত্তীর্ণদের ফিক্সড পে-তে চাকরি দিয়েছে। ২০১৬ সালে শিক্ষকতায় যোগদানকারী টেট উত্তীর্ণ ৪৮১জন আছেন। এদিন তারা চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করলেন। তাহলে চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাদের যদি নিয়মিত বেতনক্রম প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হয় তাহলে আরও প্রায় ৫৬০০'র মতো টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক আছেন। তাদের নিয়মিত বেতনক্রম প্রদান করা হবে চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ হলে। অর্থাৎ এক সাথে সবাইকে নিয়মিতকরণের রাস্তায় হাঁটছে না সরকার। ধাপে ধাপে নিয়মিতকরণ করা হবে পাঁচ বছর পূর্ণ হলে।

গাঁজার সাম্রাজ্যে পুলিশি হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ ডিসেম্বর।। পর্দার আড়ালে থাকা গাঁজা মাফিয়াদের আস্ফালনে গাঁজার সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে সোনামুড়া মহকুমা। বলা চলে গাঁজার মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়েছে এই মহকুমাটি। ধারাবাহিকভাবে পুলিশের অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার গোপন খবরের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানাধীন নজুরপুরা জঙ্গলে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালায় পুলিশ। এই অভিযানে টিলাভূমিতে ২ হেক্টর এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা প্রায় ১৪ হাজারের বেশি গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে ভস্মীভূত করে দেয় পুলিশ। এদিন কলমচৌড়া থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য করার বিষয় হলো ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের অভিযান থাকলেও কাউকে আটক করতে সক্ষম হচ্ছে না পুলিশ। আর তাতেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশার।

'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়'

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে মহাবিদ্যালয় মিলনায়তনে গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' নামে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি তার ভাষণে গীতা জয়ন্তীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং আসন্ন শিক্ষাবর্ষে নয়া শিক্ষানীতির প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন। কৃতি সংবর্ধনার পাশাপাশি শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন। এই আনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মধ্যে গীতা বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. দীপঙ্কর বিশ্বাস। এই অনুষ্ঠানটি মহাবিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। মহাবিদ্যালয়ের তরফে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
ইস্টার্ন মেডিকেল হল
৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

পড়ুয়াদের স্কলারশিপ ইস্যুতে সদরে বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে স্কলারশিপ বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সদর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধানদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পোস্ট মেট্রিক ও প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। পড়ুয়াদের এই সংক্রান্ত স্টাইপেন্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন করার সময়সীমা ২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পড়ুয়ারা আবেদন করতে পারবে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছিল। যেহেতু চূড়ান্ত কোনও পরীক্ষা হয়নি, তাই তাদের নম্বরের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল। যা-ই হোক, প্রশাসন এখন পড়ুয়াদের আবেদন পত্র পোর্টালে করার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে। সদর মহকুমা প্রশাসনের এদিনের বৈঠকে স্কুল এবং কলেজ প্রধানদের সাথে আলোচনায় যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। সমস্ত পড়ুয়ারা যেন অনলাইনে আবেদন নিশ্চিত করতে পারে তার জন্যই এদিনের বৈঠক। সদর মহকুমা প্রশাসনের এদিনের এই বৈঠকে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ কিংবা তার প্রতিনিধি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা তার প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছে। প্রসঙ্গত, পোস্ট মেট্রিক ও পি-মেট্রিক স্কলারশিপ নিয়ে জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। বিগত দিনে যারা আবেদন করেছে তাদের স্টাইপেন্ড প্রদান করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। স্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ বকেয়া রয়েছে যা নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছে।

বিজয় দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হবে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন কার্যালয়ে। মঙ্গলবার কার্যালয় প্রাঙ্গণে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন সহকারী হাই কমিশনার-সহ অন্যান্যরা। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। এই উপলক্ষে আগরতলাস্থিত সহকারী হাই কমিশনার কার্যালয়ে সকাল ৯টায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ৯টা ১০ মিনিটে সেই দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী প্রচার করা হবে। সকাল ১০টায় শুরু হবে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

বিচিত্র ত্রিপুরা ঃ সুবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বিচিত্র ত্রিপুরা। স্বাস্থ্য দফতরের কোনও মন্ত্রী নেই! মুখ্যমন্ত্রী ২৮টি দফতরের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। স্থায়ী স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী নেই। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এটা এক বিচিত্র রাজ্য। যেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নেই। এমনই অভিমত ব্যক্ত করলেন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি বলেছেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। কিডনি রোগীদের ডায়ালিসিস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। বিশুদ্ধ যে তরল পদার্থ প্রয়োজন সেটাও নেই। আরও নানা সমস্যা। এই বিষয়গুলো তুলে ধরে সুবল ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরা থেকে বহু নাগরিক চিকিৎসা জন্য কলকাতা, শিলচর-সহ বহির্রাজ্যে চলে যান। কারণ উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই এই রাজ্যে। ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা যেন কসইখানা। রোগীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ সুবল ভৌমিকের। তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি। একদিকে সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, অন্যদিকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় মোটা অংকের ফি ধার্য্য করা হয়েছে। বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। তিনি রীতিমতো স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সরব হয়েছেন। এদিকে এদিন সুবল ভৌমিক আরও জানিয়েছেন, বাধারঘাট ও সূর্যমণিনগর এলাকা থেকে বহু ভোটার তৃণমূল দলে যোগ দিয়েছে। ১৫৬জন ভোটার তৃণমূল দলে যোগ দিয়েছে বলে সুবল ভৌমিক জানান। এদিন তাদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়। সুবল ভৌমিকের দাবি, প্রতিদিন বহু মানুষ বিজেপি, সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এই সময়ের মধ্যে তৃণমূল শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। সুবল ভৌমিকের দাবি, ২০২৩ সালে এই রাজ্য থেকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করবে তৃণমূল।

ধর্মঘটের পক্ষে প্রচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ব্যাঙ্ক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রচার চলছে রাজ্যে। ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ৪৮ ঘণ্টার ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। তাকে কেন্দ্র করেই মঠ চৌমুহনি, জিবি বাজারে এদিন পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। এই সময়ের মধ্যে আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই ব্যাঙ্ক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে প্রচার অভিযান সংগঠিত করে ধর্মঘটীদের মূল বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। এদিকে বুধবার ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সমর্থনে আগরতলায় এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। যদিও ব্যাঙ্ক ধর্মঘট আহ্বানকারীদের দাবি, তারা যে বিষয়কে সামনে রেখে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। সেই বিষয় বা দাবিগুলো পূরণ না হলে বৃহৎ আন্দোলন সংগঠিত হবে আগামীদিনে। ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বার্তা আসেনি বলে খবর। ব্যাঙ্ক সংগঠনের তরফে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর যথারীতি ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হচ্ছেই।

জিরানিয়ায় জল সংকট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে নাগরিকরা অভিযোগ করেন। গত ৪-৫দিন ধরে সেই নগর এলাকায় জল সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দফতর এবং নগর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। এলাকাবাসীদের দাবি, গোটা বিষয়টি নিয়ে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতরের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী যদি হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে তারা আন্দোলনে শামিল হবেন। নিন্দুকেরা বলে, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতরের মন্ত্রীর এলাকাতেই পানীয় জলের সংকট।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : এই রাশির জাতক-জাতিকার জন্য দিনটি অতি শুভ। তবে ক্রোধ এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে সংযত রাখুন। নিজের মনকে সংযত করুন তবেই কর্মক্ষেত্রে শান্তি ও সুনামলাভ হবে। আর্থিক ভাগ্য শুভ। ব্যবসায়ে লাভ যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়। শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন রাখতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা আছে। সিদ্ধান্তগত ভুলের জন্য ক্ষতি। কর্ম ও ব্যবসায়ে মিশ্র ফল লাভ।

মিথুন : দিনটি জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। যাই করুন কম-বেশি শুভ ফলের আশা করা যায়। শারীরিক সমস্যা খুব একটা না হলেও যত্নের প্রয়োজন আছে। কর্মে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। আর্থিকভাবে শুভই থাকবে। ব্যবসায়েও শুভফল পাওয়া যাবে।

কর্কট : দিনটি জাতক-জাতিকাদের আয়ের থেকে ব্যয়ের যোগ বেশি চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক ও মনোযোগী হওয়া দরকার। ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। ব্যবসা ভালোই যাবে।

সিংহ : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। বন্ধু-বিচ্ছেদ, মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, অতিরিক্ত চিন্তা, অর্থ ব্যয় পরিত্যাগ করতে হবে। তবে ভাগ্যের সহযোগিতা তেমন একটা না থাকায় আশানুরূপ ফল পাওয়া কষ্ট হয়ে যাবে।

কন্যা : দিনটিতে ব্যয় বৃদ্ধি যোগ তবে পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ, জেদ, বৃদ্ধি। কোন কোন ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। শরীর মধ্যম, কর্মক্ষেত্রে দিনটিতে শান্তি বিঘ্নিত হবে মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারী সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।

তুলা : দিনটিতে বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়েই চলতে হবে। আর্থিক উন্নতির যোগ, সন্তানের শিক্ষায় সাফল্যের যোগ। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। স্বজন বিরোধ। শরীর নিয়ে সমস্যা কম-বেশি থাকবে।

বৃশ্চিক : দিনটিতে সাবধানতা দরকার। নানাভাবে মানসিক বিপর্যস্ততা, হতাশা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি, শরীর ভালো যাবে না। কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

ধনু : দিনটিতে চাকরিজীবীরা নিজের মতবাদ এবং চিন্তাভাবনা ফলপ্রসু করার কিছুটা সুযোগ এবং সহায়তা পাবেন। ব্যবসায়ীদের পক্ষে হঠাৎ সিদ্ধান্ত বা হঠকারীতার জন্য ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর : দিনটিতে অন্যের প্ররোচনায় নিজের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করাটা ঠিক নয়। প্রণয় বা প্রেমে অহেতুক আবেগ সংযত রাখা দরকার। আর্থিক লাভ ঘটবে।

কুম্ভ : শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। দিনটিতে আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যয় সত্ত্বেও স্বচ্ছলতা ভারসাম্য থাকবে। তবে দিনটিতে ব্যবসায়ে কিছুটা সংযত থাকা দরকার।

মীন : স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। বাক্ সংযত ও ধৈর্য্য প্রয়োজন সাফল্য লাভের জন্য। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সময় নষ্ট না করাই শ্রেয়।

উদ্যোগ ঃ বাজার পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবসায়ীদের দরবারে চেয়ারম্যান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ ডিসেম্বর।। দায়িত্বভার গ্রহণের পর শহরকে কিভাবে সৌন্দর্যায়নে রূপান্তরিত করা যায় তার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা চাইলেন ধর্মনগর পুর পরিষদ এর নবনির্বাচিত কাউন্সিলররা। মঙ্গলবার ধর্মনগর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন প্রদ্যোত দে সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ-সহ অন্যান্য সদস্যরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মনগরের উন্নয়নের জন্য সকলের সহযোগিতা চাইলেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। শহরবাসীকে কিভাবে উন্নতর নাগরিক পরিষেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন প্রদ্যোত দে সরকার বিগত সরকারের অবৈজ্ঞানিক এবং অব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিশদ আকারে তুলে ধরেন। শপথ গ্রহণের পর থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চেয়ারপার্সন ইতিমধ্যেই নির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে ধর্মনগর শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছেন। শহরের পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ নর্দমার জল নিষ্কাশন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

পুনর্মিলন উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। আগামী ৯ জানুয়ারি বোধজং স্কুলে বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড পরিস্থিতিতে গত বছর এই আয়োজন স্থগিত রাখা হয়। ২০২২ সালের ৯ জানুয়ারি বোধজং স্কুল প্রাঙ্গণে ১৫তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বোধজং স্কুল এলামনি এর আয়োজক। এই এলামনি সারা বছর সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচি জারি রেখেছে। এবারও পুনর্মিলন উৎসবকে কেন্দ্র করে থাকবে নানা কর্মসূচি। কৃতীদের বৃত্তি প্রদান, প্রাক্তন ছাত্রদের সংবর্ধনা ছাড়াও থাকবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। এছাড়া বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। পুনর্মিলন উৎসব কমিটির তরফে বিকাশ কলি পাল সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন।

গণ কনভেনশনে পবিত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৪ ডিসেম্বর।। আগামী ২৪ ডিসেম্বর আগরতলায় হতে যাওয়া কৃষক মহা পঞ্চায়েতকে সফল করার লক্ষ্যে এক গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। সোনামুড়া সিপিআইএম মহকুমা পার্টি অফিসের অস্থায়ী হলঘরে তিনটি বামপন্থী কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর, মহকুমা সম্পাদক সামসুল হক, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা জুড়ে সমস্ত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কর বলেন খরস্রোতা আটকানোর ক্ষমতা কারো নেই। দীর্ঘদিন পর সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক আন্দোলন মানুষকে শিখিয়েছে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে জয় অবশ্যম্ভাবী। কৃষক শ্রমিক সকল জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মহকুমা সম্পাদক সামসুল হক বলেন রাজ্যের শাসক দল এখন জনবিচ্ছিন্ন। রাজ্যবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গর্জে ওঠার আহ্বান জানানো হয়। আসন্ন আগরতলার কর্মসূচিতে জনপ্লাবন ঘটানোর জন্য কর্মীদের কাছে আহ্বান জানান বামপন্থী নেতৃত্বরা।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৭৮

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

7	2	5	3		8	1		6
1		6		2	9			
	3	9		6		7	8	2
			8	7	4	3	2	
	9	3	5	1				7
	7	4			2		1	5
5	1	2	6		7			
	6	8		5	3		7	1
3		7	2	9				

সংখ্যা ৩৭৭ এর উত্তর

2	4	8	3	9	7	1	5	6
9	1	6	2	5	4	3	7	8
7	3	5	1	8	6	9	4	2
8	6	1	5	7	9	2	3	4
4	2	9	6	3	8	5	1	7
5	7	3	4	2	1	8	6	9
3	9	2	7	4	5	6	8	1
1	5	7	8	6	2	4	9	3
6	8	4	9	1	3	7	2	5

ওয়ান টাইম ফিনান্সিয়াল সার্পোট স্কিম

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। ওয়ান টাইম ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট স্কিম রাজ্যে প্রথম চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে ১ বছরের পেশাগত উচ্চশিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এসসি, ওবিসি ও জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের এক বছরে ২টি কিস্তিতে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। মঙ্গলবার আগরতলা সুপারি বাগানস্থিত দশরথ ভবনের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই স্কিমে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ২০২০-২১ অর্থবর্ষের প্রথম সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির ভাষণে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এই কথা বলেন। তিনি বলেন, এই স্কিম চালু করার প্রধান উদ্দেশ্য হল যেসব ছাত্রছাত্রীদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা দুর্বল সেই আর্থিক দুর্বলতার জন্য দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যারা কিছু শিখতে পারে না কোনও উচ্চশিক্ষার প্রশিক্ষণ নিতে পারে না তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া। তাদের স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণে সহায়তা করে কর্মশিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তোলা। তিনি আশা করেন আজ যারা এই সহায়তা পেয়েছে তারা এই আর্থিক সহায়তা নিয়ে ভালো কিছু করবে এবং করার উৎসাহ পাবে। তিনি বলেন, যে কোনও কাজকেই ভালোবেসে দৃঢ়তার সঙ্গে করতে পারলে সেই কাজে সফলতা আসে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে

যেকোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানান। যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তারা নিজেরা যেমন স্বনির্ভর হবেন তেমনি তাদের পরিবারকেও ভালো একটি উপার্জনশীল পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে পারবেন। তিনি বলেন, যে কোনও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণই এখন নেওয়া খুব জরুরি। নিজের যোগ্যতার ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে তবেই চাকরি পাওয়া যায়। তিনি সকল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা ও কর্মশিক্ষায় বেশি শ্রম দিয়ে ভালো কিছু উপার্জন বা লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে জনজাতি কল্যাণ দফতরের সচিব পুনিত আগরওয়ালও এই স্কিমের সুবিধা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে দুর্বল জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আত্মনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টিআরপি এবং পিটিজি দফতরের অধিকর্তা নগেন্দ্র দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ দেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের উপ-অধিকর্তা সঞ্চিতা রায়। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা রিংকু রিয়াং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদরের অতিরিক্ত মহকুমাশাসক বিনয় ভূষণ দাস ও পশ্চিম জেলা ওয়েলফেয়ার অফিসার বুধিলিয়ান রাঙ্খল। অনুষ্ঠানে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ব্রক ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ক্যুইজে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সারা রাজ্যের ৩২১ জন জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের ওয়ান টাইম ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট স্কিমের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অতিথিগণ মঞ্চে রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে আগত ৮ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সার্টিফিকেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ত্রিপুরা স্টেট জনজাতি ফোক মিউজিক কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৪ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার ৮নং জাতীয় সড়কে লংতরাই পাহাড়ে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেলেন এক যুবক। মনু থেকে বাইক নিয়ে কর্ণরাম রিয়াং নামে এক যুবক আমবাসা থানাধীন উপনগরের উদ্দেশে আসছিলেন। লংতরাই পাহাড়ে আমবাসা থেকে মনুর উদ্দেশে যাওয়া একটি অলটো গাড়ির সাথে কর্ণরাম রিয়াংয়ের বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা ঘটনার খবর পেয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী ওই যুবক অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তবে এখন জেলা হাসপাতালেই তার চিকিৎসা চলছে।

জেলহাজতে দুই প্রতারক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম / বিশালগড়, ১৪ ডিসেম্বর।। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষার নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের অভিযোগে ধৃত দুই যুবকের দু'দিনের জেলহাজত মঞ্জুর করে আদালত। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের তরফ থেকে অভিযুক্তদের তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আদালত মামলার কেইস ডায়েরী জমা দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে। কেইস ডায়েরী দেখার পরই পুলিশ রিমান্ডের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে আদালত। উল্লেখ্য, গত সোমবার বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের কাছে সিপাহিজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ অভিযুক্ত দুই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়। অভিযুক্তদের মঙ্গলবার বিশালগড় আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত জীবন রায় এবং শান্ত দাস সম্পর্কে আত্মীয়। তাদের বাড়ি উত্তর জেলার বাগবাসায়। জীবন রায়ের বাবার নাম কানু রায় এবং শান্ত দাসের বাবার নাম স্বপন দাস। তারা স্মার্ট ইন্ডিয়া ওয়ালেট নামে একটি এনজিও'র নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে টাকা আদায় করে। এ কাজের জন্য তারা সিপাহিজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিকের স্বাক্ষর জাল করে নথি তৈরি করেছিল। প্রথম দফায় তারা চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে অনেক পড়ুয়ার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিল। পরবর্তী সময় তারা ছেচড়িমাই বিদ্যালয়ে গিয়েও টাকা আদায় করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের কাছে বিষয়টি সন্দেহজনক বলে মনে হয়। তিনি যখন জেলা শিক্ষা আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করেন তখনই বিষয়টি জানাজানি হয়। দফতরের আধিকারিকরা পরিকল্পনামাফিক অভিযুক্তদের আটক করে সোমবার পুলিশের হাতে তুলে দেন। জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি জানিয়েছেন, এই প্রতারক চক্র যেভাবে অর্থ আদায় শুরু করেছিল সৌভাগ্যবশত প্রথম দিকেই ঘটনাটি ধরা পড়ে গেছে। তা না হলে ওই জেলার আরও প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাদের ফাঁদে পড়তো। ধারণা করা হচ্ছে, এর পেছনে একটা বড় চক্র কাজ করছে। সেই কারণেই পুলিশ দুই যুবককে রিমান্ডে এনে জেরা করতে চায়। আগামী শুনানিতে পুলিশের তরফ থেকে কেইস ডায়েরী জমা দেওয়ার পর আদালত কি নির্দেশ দেয় সেটাই দেখার।

ক্ষতিগ্রস্ত ফুল চাষি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ ডিসেম্বর।। টানা তিন দিনের বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবজি এবং ধান চাষিদের পাশাপাশি একাংশ ফুল চাষিও এবারের বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ফুল চাষিরা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবেন। সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর ব্লকের কলসীমুড়া পঞ্চায়েতের মঞ্জু রানি সূত্রধর দুই কানি জমিতে গাঁদা ফুলের বাগান গড়ে তুলেছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে সেই বাগান নষ্ট হয়ে যায় বলে তার অভিযোগ। মঞ্জু রানি সূত্রধর এবং তার ছেলে মিলে অন্য আরেকজনের জমি লিজ নিয়ে ফুল চাষ করেন। এক বছরের জন্য ১৫ হাজার টাকার ভাড়াও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনদিনের বৃষ্টিতে ফুলগাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই মঞ্জু রানি সূত্রধর পঞ্চায়েত প্রধান এবং রাজ্য সরকারের উদ্দেশে আবেদন রেখেছেন তাকে যেন আর্থিক সাহায্য করা হয়। তা না হলে তিনি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না। ফুল চাষের উপরই তাদের সংসার চলে। ফুল বাগান থেকে যা কিছু আয় হয় তা দিয়েই পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন জুটে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। মঞ্জু রানির মত আরও অনেক চাষি আছেন যারা একই অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। কবে নাগাদ সরকারিভাবে তাদেরকে সাহায্য করা হয় সেই অপেক্ষায় সবাই। আদৌ সরকারিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সাহায্য করা হবে কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ, সরকারিভাবে এখনও কিছুই ঘোষণা করা হয়নি।

আধিকারিকের অফিস ফাঁকি !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ ডিসেম্বর।। সরকারি দফতর খোলার সময় পরিবর্তন হয়েছে অনেকদিন আগেই। পরিবর্তিত সময়সূচি সব কর্মচারী এবং আধিকারিকদের জানা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একাংশ কর্মচারী এবং আধিকারিক এখনও পুরোনো সংস্কৃতিকেই ধরে রেখেছেন বলে অভিযোগ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফাঁকিবাজরা ধরা পড়ে গেলে জানিয়ে দেন অফিসের কাজে অন্য কোনো দফতরে গেছেন। শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে ফাঁকিবাজদের এই ধরনের যুক্তি এখন আর ধোপে টিকে না। কারণ কে কখন অফিসে আসছেন এবং বাড়ি চলে যাচ্ছেন তা বের করা কোনো কঠিন বিষয় নয়। আর প্রযুক্তি যেখানে উন্নত হয়ে গেছে সেই জায়গায় যেকোনো কাজের কথা বলে অন্য কোথাও ছুটে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। মঙ্গলবার উদয়পুরস্থিত দক্ষিণ ও গোমতী জেলার কর্ম বিনিয়োগ আধিকারিক এন দেববর্মাও কর্মস্থলে দেরি আসা প্রসঙ্গে এমনই যুক্তি দেখিয়েছেন। এদিন ওই মহিলা আধিকারিক বেলা ১২টা নাগাদ অফিসে আসেন। ততক্ষণে প্রচুর সংখ্যক মানুষ অফিসে এসে তার জন্য অপেক্ষা করে খালি হাতেই ফিরে যান। যারা এদিন অফিস থেকে খালি হাতে ফিরে গেছেন তারা সংবাদমাধ্যমের সামনে ওই অফিসের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে ক্ষোভ জানান। তাদের বক্তব্য, বিভিন্ন সময় অফিসে এসে দেখা যায় আধিকারিক অনুপস্থিত আছেন। অফিসের অন্য কর্মচারীরা সরাসরি কিছু না বললেও তারা অফ ক্যামেরায় জানিয়েছেন, আধিকারিক এন দেববর্মার কর্মস্থলে দেরিতে আসাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে আধিকারিককেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যেভাবে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন যেন দেরিতে আসা তার সাংবিধানিক অধিকার। এক কথায় সংবাদমাধ্যমকে তিনি কোনো গুরুত্বই দেননি। স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় একজন আধিকারিক সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভকে যেখানে গুরুত্ব দেন না, সেই জায়গায় তিনি নিজের অফিসকে কতটা গুরুত্ব দেবেন! নিজের পদমর্যাদার কথাও হয়তো তিনি ভুলে গেছেন। যেহেতু ওই অফিস তার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়, তাই তাকে দেখেই অন্যরা চলবেন এটাই স্বাভাবিক। এদিন অফিসে গিয়ে জানা যায় ১১ জন কর্মচারীর মধ্যে উপস্থিত আছেন মাত্র ৭ জন। বাকি ৪ জনের অনুপস্থিতির কারণ কেউই বলতে পারেননি। হয়তো দফতরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের অফিস ফাঁকির রীতি তারাও অনুসরণ করছেন। যদি সব অফিসেই এই ধরনের কর্মসংস্কৃতি পুনরায় শুরু হয়ে যায় তাহলে রাজ্যবাসীর কি হবে তা ভাবা মুশকিল।

দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকায় নেই ট্রাফিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৪ ডিসেম্বর।। প্রতিদিন যেভাবে যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে রাজ্যে তাতে চিন্তায় রয়েছে রাজ্যবাসী। এক্ষেত্রে ট্রাফিক দফতরের উদাসীনতার প্রশ্ন উঠে আসছে জনমনে। যে সকল এলাকাগুলিতে ট্রাফিক ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন সে স্থানে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না ট্রাফিক দফতর বলে অভিযোগ উঠে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গোকুলনগর রাস্তারমাথা চৌমুহনিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা ছিল কিন্তু হঠাৎ এক থেকে দেড় বছর যাবত গোকুলনগর রাস্তারমাথা চৌমুহনি থেকে ট্রাফিক কর্মী তুলে নেওয়া হয়। যার খেসারত দিতে হচ্ছে যানচালক থেকে শুরু করে পথচলতি জনগণের। এই ট্রাফিক ব্যবস্থা সঠিকভাবে না থাকায় বিশালগড় মহকুমাজুড়ে প্রতিদিন ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেই বিষয়ে ট্রাফিক দফতরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। সোমবার বিশালগড় মহকুমা এলাকায় দুইটি দুর্ঘটনা ঘটে এতে আহত হয় একজন। মৃত্যু হয় একজনের। মঙ্গলবার সকালে গোকুলনগর রাস্তারমাথা চৌমুহনিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা না থাকায় বাজারের এক ব্যবসায়ী সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে জানান, গোকুলনগর রাস্তারমাথা চৌমুহনিতে অতিসত্বর ট্রাফিক কর্মীর ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি তিনি জানান বর্তমানে পিকনিক মরসুম চলছে আর পিকনিক মরসুমে প্রতিদিন সকাল থেকে যানজট লেগে থাকে। যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ট্রাফিক দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান অতিসত্বর ট্রাফিক ব্যবস্থা করার জন্য। রাজ্যের এমন অনেক স্থান রয়েছে যেখানে ট্রাফিকের অতি আবশ্যিকতা রয়েছে। তদুপরি তা জেনেও একপ্রকার নীরব দর্শকের ভূমিকায় ট্রাফিক দফতর।

বিশ্রামগঞ্জ বাজারে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ডিসেম্বর।। থানা সংলগ্ন দোকানে চুরির ঘটনায় আবারও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে। বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী বাপী সাহার দোকানে চোরের দল হানা দিয়ে ৩০ হাজার টাকার পাইপ এবং রড চুরি করেছে। বাপী সাহার অভিযোগ, গত ৩ দিন ধরে লাগাতার তার দোকানে চুরি হচ্ছে। তিনি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এবং শনাক্তকৃত চোরের নাম-ধাম-সহ বিশ্রামগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত চোরকে জালে তুলতে পারেনি। বাপী সাহার দোকানের একদিকে ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যদিকে বিশ্রামগঞ্জ থানা। পাশেই আছে জেলাশাসকের কার্যালয়ও। এই ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকা জায়গায় লাগাতার ৩দিন ধরে কিভাবে চুরি হচ্ছে তা নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও প্রশ্ন তুলছেন। দোকান মালিক-সহ এলাকার লোকজন এই ঘটনায় হতবাক। কিছুদিন আগেও বিশ্রামগঞ্জ বাজারে একই রাতে ৩ দোকানে চুরি হয়েছিল। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

খবরের পর ক্ষতিগ্রস্তের বাড়িতে প্রদ্যোত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর টাকারজলা থানার অন্তর্গত হরিয়াকোবরা পাড়ার বাসিন্দা অরবিন্দ দেববর্মার বাড়িতে যান মহারাজা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। ওএনজিসি'র খনন কার্যের জেরে ওই বাড়ির ঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাড়ির মালিক অরবিন্দ দেববর্মা ক্ষতিপূরণ চেয়ে ইতিমধ্যে টাকারজলা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই ঘটনার খবর সোমবার প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এলাকার এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ-সহ অন্য নেতারা ক্ষতিগ্রস্তের বাড়িতে যান। সাথে ছিলেন মহকুমাশাসক সঞ্জীব দেববর্মা-সহ অন্য আধিকারিকরাও। তারা অরবিন্দ দেববর্মার বাড়ির পাশাপাশি আরও কয়েকটি বাড়ি পরিদর্শন করেন। কারণ, ওএনজিসি'র খনন কার্যের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরণ ঘটানোর জেরে ওইসব বাড়িঘরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। পরে তিনি ওএনজিসি'র সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথেও কথা বলেন। তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানার চেষ্টা হয় কি কারণে এলাকার কিছু বাড়িঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের কিভাবে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়া যায় সেই বিষয়েও আলোচনা করেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ওএনজিসি'র আধিকারিক এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের। সেই কমিটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপন করবেন। জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের মৌখিক আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে গ্রামবাসীরা খুবই খুশি।

হাতির তাণ্ডবে দিশেহারা গ্রামবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ ডিসেম্বর।। হাতির তাণ্ডবে দিশেহারা গ্রামবাসী অবশেষে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন। হাতির আতঙ্কে গোটা এলাকার মানুষ রাতে ঘুমোতে পারছেন না। তাদের অভিযোগ, কয়েক দফায় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরও কোনো ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়নি। কৈলাসহর দেওছড়া এডিসি ভিলেজের নাগরিকরা এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ওই গ্রামের ৭০ শতাংশ মানুষ ডার্লং সম্প্রদায়ের। গ্রামবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই চিনিবাগান, ঢেপা, বেলকুমবাড়ি, মুরুইবাড়ি এলাকায় হাতির তাণ্ডব চলছে। সেখান কার কলাবাগান, পেঁপেবাগান, সুপারিবাগান, লাউবাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে হাতির দল। অথচ ওইসব হাতি জঙ্গল থেকে আসছে না। তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার হুরকুনা মিয়ার পালক হাতিগুলি তাণ্ডব চালাচ্ছে। শুধুমাত্র বাগানই নয়, বাগান এলাকায় থাকা টংঘরগুলিও ভেঙে দিয়েছে। হাতির তাণ্ডবে গ্রামবাসীরা খুবই ভীত, সন্ত্রস্ত। গ্রামবাসীরা নিরুপায় হয়ে হাতির মালিকের সাথে কথা বললেও তিনি কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। উল্টো গ্রামবাসীদের হুমকি প্রদর্শন করেন বলে ক্ষতিগ্রস্তরা জানান। কয়েক দফায় বন আধিকারিক, মহকুমাশাসক এবং জেলাশাসককেও লিখিতভাবে সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল। গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী গত বছরও হাতির আক্রমণে গ্রামের মানুষের কয়েক লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হয়েছিল। সেই সময়ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কোনো কাজ হয়নি। এবার গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক উত্তম কুমার চাকমার কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হন। তারা জানিয়েছেন, হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্তদের যদি শীঘ্রই সরকারিভাবে সাহায্য প্রদান না করা হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন। এমনকী হাতির কারণে এলাকায় কোনো অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হলে তার জন্য প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে। এদিকে দফতর সূত্রে খবর সরকারিভাবে ঊনকোটি জেলায় ৩২টি হাতির লাইসেন্স থাকলেও তার চেয়ে অনেক বেশি হাতি ওই জেলায় আছে। দফতরের একাংশ আধিকারিকের সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে লাইসেন্সবিহীন হাতি দিয়ে ব্যবসা চলছে।

দুর্ঘটনায় আহত দু'জন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ পেট্রোল পাম্পের সামনে ফের যান দুর্ঘটনায় আহত হন দু'জন। স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনা দেখে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। জানা গেছে, বাইক দুর্ঘটনায় তারা আহত হয়েছেন। তাদের চিকিৎসা চলছে বিশালগড় হাসপাতালে। একটি মারুতি গাড়ির সাথে ওই বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। বাইকে ছিলেন এক মহিলা-সহ দু'জন। গাড়ির ধাক্কায় তারা রাস্তায় ছিটকে পড়ে আঘাত পান।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে কচিকাঁচাদের অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ ডিসেম্বর।। শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদেরও আন্দোলনের জন্য রাস্তায় নামিয়ে দিল একাংশ লোকজন। এ রাজ্যে শিক্ষক বদলি কিংবা যেকোনো ইস্যুতে রাস্তা অবরোধ করাটা একেবারে ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একেবারে ছোট্ট পড়ুয়াদের এভাবে রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হয়তো আগে কখনও দেখা যায়নি। মঙ্গলবার সকালে উদয়পুর পতিরাম রিয়াং চৌধুরীপাড়া জেবি স্কুলের এক শিক্ষকের বদলি প্রত্যাহারের দাবিতে পড়ুয়ারা রাস্তা অবরোধ করে। তারা সকাল ৯টায় দাতারাম বাজারে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় বসে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলায় যানবাহন চলাচল স্তব্ধ ছিল। দীর্ঘ সময় পর মৌখিক আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাহার হয় রাস্তা অবরোধ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে কারা এই অবরোধের পেছনে মূল কান্ডারী? কারণ, নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছোট ছোট পড়ুয়াদের যেভাবে রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তা কখনও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না। কারণ, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের রাস্তা অবরোধ কিংবা যেকোনো ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে কিছুই বোঝার কথা নয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, পড়ুয়াদের রাস্তায় বসিয়ে দেওয়ার পেছনে অন্যরা কলকাঠি নেড়েছে। তবে এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ লুকিয়ে আছে কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। যদি এই ধরনের ট্র্যাডিশন চলতে থাকে তাহলে সবার জন্যই বিষয়টি খুবই চিন্তাজনক। শিক্ষক বদলি হয়েছে বলে ছোট ছোট পড়ুয়াদের রাস্তায় এনে বসিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। যদি বিদ্যালয়ে সমস্যা থাকে তাহলে এলাকাবাসীও বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে পারেন। তা না করে ছোট ছোট পড়ুয়াদের রাস্তায় বসিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেউই সমর্থন করছেন না।

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT No. F.23(34)-Agri(FM)/MOP/2021-22/2448, dtd 09-12-2021

On behalf of Govt of Tripura, The Department of Agriculture & Farmers Welfare invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) from the bonafied importers authorized by the Central / State Government upto 16:00 Hrs of 29-12-2021 for "**Supply of 5300 MT MOP Fertilizer during 2022-23**".

- Estimated Tender Value :- Rs. 10,50,00,000/-
- EMD :- Rs. 10,50,000/-
- Tender Fee :- Rs. 5,000/-
- Bid submission end date & time :- 29-12-2021 upto 16:00Hrs.

For details visit website www.tripuratenders.gov.in.

Sd/- Illegible
(N Chakma)
Director of Agriculture
Tripura

ICA-C-2929-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 20/EE/SNM/PWD/2021-22, Dt : 09/12/2021.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to **3.00 P.M. on 10/01/2022** for the following works:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No : CE (Buildings)/PWD/ DNIT/ACE /Project Unit/**43**/2021-22	Rs. 5,29,51,364.00	Rs. 5,29,514.00	18 (eighteen) months.
2	DNIeT No. 16/B/DNIe-T/**SE-IV**/ PWD(R&B) /2021-22.	Rs. 31,88,156.00	Rs. 31,882.00	4 (four) months.
3	DNIT No. 79/EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs. 17,84,459.00	Rs. 17,845.00	3 (three) months
4	DNIT No. 84/EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs. 1,52,285.00	Rs. 1,523.00	2 (two) months.
5	DNIT No.42/EE/SNM/PWD/2021-22/ **2nd call.**	Rs. 9,37,562.00	Rs.9,376.00	2 (two) months.
6	DNIT No.64/EE/SNM/PWD/2021-22/ **2nd call.**	Rs. 4,02,152.00	Rs.4,022.00	4 (four) months.

* Last Date & Time for document Downloading & Bidding : **10/01/2022** upto 3.00 PM.
* Date & Time for opening of Bid : **10/01/2022** at 3.30 PM.
* Bid Fee of Rs. 5,000.00 for Sl.1 & Rs.1,000.00 for Sl. 2 to 6. (Non refundable).
* Class of Bidder : Appropriate Class.
* No negotiation will be conducted with the lowest Bidder.
* *For more details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in*

Sd/- Illegible
(Er. S. Paul)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA/C-2944/21

PRESS NOTICE INVITING TENDER (PNIT)

The Executive Engineer, WR Division-II, Agartala, West District, Tripura invites **e-Tender** against press NIeT No. 14/EE/WRD-II/AGT/2021-22 Dated, 9-12-2021

Name of Work : Rain Water Storage Project/ MI scheme at Gudam Cherra under Kathalia Block in Sepahijala District, Tripura / SH: Construction of Spillway.(Job No.TR/MI/20/Plan/AIBP/2008-09 & TR/MI/09/RIDF-XXII/2016-17) With

- **Estimated Cost** :- **Rs. 4,79,32,194.00**
- **Earnest Money** :- **Rs. 4,79,322.00**
- **Time of Completion** – **18 (Eighteen) months.**
- **Last Date bidding for bids** – 07-01-2021 upto 15:00Hrs.

For more details kindly visit **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
(Er. Goutam Sen)
Executive Engineer
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti,
Agartala, West Tripura.

ICA-C-2937-21

Agartala Smart City Limited

The Chief Executive Officer, on behalf of Agartala Smart City Limited, Agartala, West Tripura invites tender for Development of Haora Riverfront, improving the river bank and bed protection and construction of pedestrian bridges, roads and architectural works and post completion O & M for five years including DLP of one year.

Place : Agartala, Tripura
Tender ID : 2021_CEO_24537_1
Tender Value Rs. 75,47,22,973
Bid Submission Deadline 10-Jan-2022

For details please visit https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible
Chief Executive officer
Agartala Smart City Limited

ICA-C-2924-21

জানা অজানা

ফোটনের কি বুদ্ধি আছে?

মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর বুদ্ধি নিয়েই যেখানে সংশয় আছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে, সেখানে ফোটনের মতো এক জড় শক্তির বুদ্ধি আছে কি না, প্রশ্ন তোলাটা বোকামি মনে হতে পারে। কিন্তু ফোটনের অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডই এ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যেমন সাধারণ কাচ বেশ স্বচ্ছ। বেশির ভাগ দৃশ্যমান আলোই এর ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। বেশির ভাগ, পুরোটা নয় কিন্তু। কিছু আলো স্বচ্ছ কাচ থেকেও প্রতিফলিত হয়। সবচেয়ে স্বচ্ছ কাচেও ৪ শতাংশ আলো প্রতিফলন করতে পারে। আলোর বিখ্যাত বই কিউইডির প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে এই সমস্যা নিয়ে। বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা যে তিমিরে রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। ফাইনম্যানও পারেননি স্বচ্ছ কাচে আলোর কণাদের এই প্রতিফলন রহস্যের সমাধান দিতে। তিনি দেখিয়েছেন, আলোর কাচের পুরুত্ব বাড়লে প্রতিফলন ক্ষমতা বাড়তে পারে। কিন্তু কখনোই শতভাগ ফোটন ভেদ করে যেতে পারে এমন কাচ কখনোই পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে তিনি আরেকটা বিষয়ও দেখিয়েছেন, আলোর কাচের পুরুত্ব

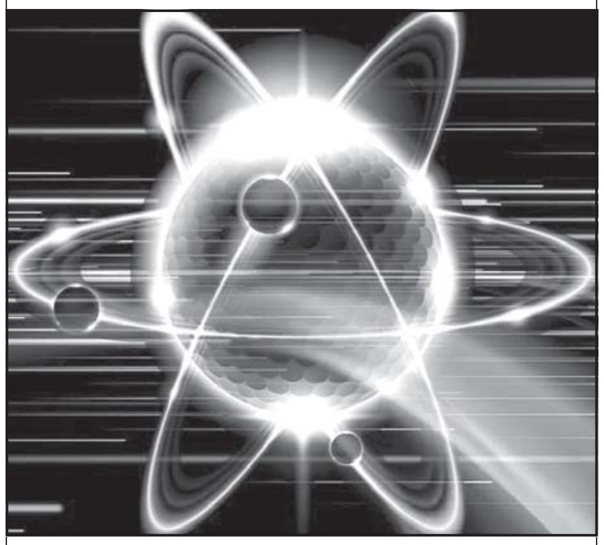

প্রতিফলন-প্রতিসরণ নির্ভর করে আলোর কণা ফোটনের ওপর। তার মানে আলোর কণাধর্মই নির্ধারণ করে আলো কাচ বা অন্য বস্তুর ওপর পড়লে সেটা ওই বস্তুর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে নাকি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে। নিউটন আলোর কণাধর্মের ধারণা দিয়েছিলেন। তিনি আসলে আপাদমস্তক কণাবাদী। বস্তুকে যেমন অসংখ্য খুদে কণিকার সমাবেশ মনে করতেন, তেমনি আলোকরশ্মিকেও তিনি মনে করতেন অসংখ্য ভরহীন কণার সমাবেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলোর কণাতত্ত্ব ধামাচাপা পড়ে যায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই সেই কণাতত্ত্ব ভিন্নভাবে ফিরিয়ে আনেন আলবার্ট আইনস্টাইন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হয় আলোর কণাতত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়েই।

নিউটনই স্বচ্ছ কাচে আলোর কণাদের প্রতিফলনের বিষয়টা লক্ষ করেন। তিনি নিশ্চিত হন আলোর পরিমাণ যত কমই হোক আর যত বেশিই হোক, প্রতিফলিত আলোর হার সমান। তখনই সমস্যাটা তাঁর মাথায় আসে। যেসব আলোর কণা প্রতিফলিত হয়, তারা কীভাবে বোঝে স্বচ্ছ কাচে প্রতিফলিত হয়ে তাদের ফিরে আসতে হবে? তাহলে আলোর কণাদের কি বুদ্ধি আছে? তারা কি জানে কারা স্বচ্ছ কাচ ভেদ করে যাবে আর কারা প্রতিফলিত হবে? নিউটনের সময় আলোর ফোটনদের আলাদা করে শনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যুগে আলোর ফোটনদের আলাদা করে শনাক্ত করার জন্য শক্তিশালী ডিটেকটর আছে। সেসব ডিটেকটর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, স্বচ্ছ কাচের প্রতিফলনের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিখ্যাত মার্কিন পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যানের বাড়ালে কাচের প্রতিফলন ক্ষমতা যতই বাড়ুক, কখনোই সেটা ১৬ শতাংশের বেশি হবে না। অর্থাৎ কাচের আলো প্রতিফলন ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৪ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে, বাজারে অনেক কাচ আছে যেগুলো খুব কালো, তার ভেতর দিয়ে খুব কম আলো বেরিয়ে যেতে পারে। যেমন ভিআইপিদের গাড়ির জানালায় এ ধরনের কাচ রাখা হয়। ধরা যাক, একটা কালো কাচের প্রতিফলন ক্ষমতা ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ সেই কাচে যে পরিমাণ ফোটন এসে পড়ে তার অর্ধেকই সে ফিরিয়ে দিতে পারে। কাচের বেশি বেশি আলো প্রতিফলন ক্ষমতা এমনি বাড়েনি। তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কৃত্রিম পদ্ধতি। মানুষ কৃত্রিম উপায়ে কাচ তৈরির সময় কেমিক্যাল মিশিয়ে বাড়িয়েছে। কিন্তু এই কাচেও তো পুরোনো সমস্যাটা রয়ে গেছে। সেই কাচ কোন ৫০ শতাংশ আলো ফিরিয়ে দিচ্ছে, কেন ফিরিয়ে দিচ্ছে, সেটার সমাধান কিন্তু মেলেনি। তাহলে কি ধরে নেব ফোটনদের বুদ্ধি আছে? ৪ শতাংশ ফোটন জানে তাদের প্রতিফলিত হতে হবে? না, ফোটনের বুদ্ধি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সমস্যাটার গভীরে এখনো বিজ্ঞানীরা যেতে পারেননি। সমস্যাটা অতি প্রাচীন। সেই নিউটনের যুগের। সাড়ে তিন শ বছরেও এর সমাধান মেলেনি। আদৌ এর সমাধান মিলবে কি না, বলা যায় না। তবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় তো কত ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটে। সেগুলোর কিছু কিছুর সমাধান তো আছেই। এই সমস্যাটার সমাধানও কি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দেবে? এর উত্তর পেতে আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

বিরোধী বৈঠকে নেই তৃণমূল দৌত্যের দায়িত্ব পওয়ারকে

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর।। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন ফের কক্ষ সমন্বয়ের কৌশল স্থির করতে বিরোধী দলগুলির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যার সেই বৈঠকে দেখা গেল না তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধিকে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে। সোনিয়ার বৈঠকে এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, ডিএমকে-র টি আর বালু, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লার পাশাপাশি হাজির ছিলেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও। সংসদের অধিবেশনে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর কৌশলের পাশাপাশি বৈঠকে রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের বিরুদ্ধে সাসপেশন প্রত্যাহারের প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, এ বিষয়ে রাজ্যসভার অধ্যক্ষ বেঙ্কাইয়া নায়ডুর সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পওয়ারকে। সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনা প্রবাহে কংগ্রেস-তৃণমূলের দূরত্ব প্রকাশ্যে এসেছে। নভেম্বরের শেষে মমতা দিল্লি এলেও সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করেননি। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী বৈঠকেও অংশ নেয়নি তৃণমূল। এমনকি, তৃণমূলের তরফে কংগ্রেসের সঙ্গে কক্ষ সমন্বয়ের বিষয়েও অনীহা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সোনিয়ার বৈঠক কংগ্রেস-তৃণমূলের দূরত্ব আরও বাড়াল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। বিজেপি-র রাজ্যসভার নেতা পীযূষ গোয়েল মঙ্গলবার রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের বিরুদ্ধে সাসপেশন প্রসঙ্গে বলেন, "নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে ওই সাংসদদের সাসপেশন প্রত্যাহারের কোনও সম্ভবনা নেই।"

ব্যাঙ্ক দেউলিয়া সংক্রান্ত মোদির ঘোষণায় কেন উদ্বেগে মধ্যবিত্ত?

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের দিকে কি দ্রুত এগোতে চাইছে কেন্দ্র? নাকি আর্থিক মন্দার মুখে বহু শিল্পপতির কাছে থাকা অনাদায়ী ঋণের বোঝায় বিপর্যস্ত ব্যাঙ্কিং শিল্প ঘিরে যে আশঙ্কার মেঘ জমেছে, তা ঘিরে আরও অন্ধকার নেমে আসার ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! কারণ, ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে গ্রাহক তাঁর অ্যাকাউন্ট পিছু সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পাবেন বলে মোদির ঘোষণায় বিতর্ক তুঙ্গে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠনও সরব। তাদের মতে, কেন্দ্র সাধারণ মানুষের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আমানতও আর নিরাপদ নয়। উদ্বিগ্ন গ্রাহকরা। সেই উদ্বেগ ধরা পড়েছে সারাদিনের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টেও। গত আগস্টে কেন্দ্রের মোদি সরকার আমানত বিমা সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে। সেই সংশোধনী বলছে, ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে এক লক্ষ টাকার জায়গায় ৫ লক্ষ টাকা ফেরত পাবেন। অর্থনীতিবিদ ও ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, আমানত বিমা বাড়িয়ে সরকার প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক আমানতের ঝুঁকির

- ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে গ্রাহক তাঁর অ্যাকাউন্ট পিছু সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পাবেন বলে মোদির ঘোষণায় বিতর্ক তুঙ্গে।
- উদ্বেগের বিষয় হল, পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি জমা অর্থ ফেরতের জন্য গ্রাহক কোনও আইনি সুরক্ষা পাচ্ছেন না।
- বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, আমানত বিমা বাড়িয়ে সরকার প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক আমানতের ঝুঁকির সম্ভাবনাতেই সিলমোহর দিয়েছে।

সম্ভাবনাতেই সিলমোহর দিয়েছে। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাইয়ের আগে পর্যন্ত দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ছিল শোচনীয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটা করে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে উঠে যাচ্ছে। গ্রাহকের আমানত উধাও। যাঁরা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা রেখেছিলেন, তাঁরা রাতারাতি সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছেন। সেই সময় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ পুরো অর্থনীতিটাকেই পাল্টে দিয়েছিল। সারা দেশের মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৮৫ শতাংশ সরকারি সুরক্ষা পেয়ে যায়। আমানতের সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত বিমা স্থির হয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফেরানোর জন্য। মনে রাখতে হবে সেই সময়ের বাজারদর অনুযায়ী ১ লক্ষ টাকা ছিল বিপুল অর্থ। যা খুব সামান্য সংখ্যক মানুষেরই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকত। বর্তমানে শতাংশের হিসাবে যে ১০ শতাংশ গ্রাহকের পাঁচ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে ব্যাঙ্ক আমানত রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটা খুব কম নয়। উদ্বেগের বিষয় হল, পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি জমা অর্থ ফেরতের জন্য গ্রাহক কোনও আইনি সুরক্ষা পাচ্ছেন না। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে বা দেউলিয়া হওয়ার পরিস্থিতি হলে কেন্দ্র ৯০ দিনের মধ্যে আমানত বিমার অর্থ ফেরতের কথা বলছে। সাধারণ মানুষের তাতেও ভরসা নেই। তাছাড়া অর্থনীতিবিদদের মতে এতে ব্যাঙ্কের পরিবর্তে অন্য ক্ষেত্রে লগ্নির পরিমাণ বাড়বে। বেড়ে যাবে ঝুঁকির বিনিয়োগ। আবার সোনা, প্ল্যাটিনামের মতো মূল্যবান ধাতুর উপর কালো টাকা বিনিয়োগে উৎসাহ বাড়বে। কেন্দ্রের মোদি সরকারের 'আর্থিক সংস্কার'র অন্যতম লক্ষ্য ব্যাঙ্ক বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল সংযুক্তিকরণের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রেকর্ড উচ্চতা ছুঁয়ে চিন্তা বাড়ালো পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর।। নভেম্বরে পাইকারি বাজারের মূল্য সূচক একধাপে আরও বেড়ে হল ১৪.২৩ শতাংশ। পাইকারি বাজারে মূল্যবৃদ্ধির সূচক অক্টোবরে ছিল ১২.৫৪ শতাংশ। গত ষোলো বছরে এটাই পাইকারি বাজারের সর্বোচ্চ মূল্য সূচক। মঙ্গলবার কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকেই এই তথ্য জানা গিয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই দুই সংখ্যায় পৌঁছেছে পাইকারি বাজারের মূল্যবৃদ্ধি। মঙ্গলবার কেন্দ্রের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, খনিজ তেল, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, রাসায়নিক পণ্য এবং খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ে। জ্বালানি তেল ও শক্তি সম্পদের মূল্যবৃদ্ধির সূচক অক্টেবর মাসে ছিল ৩৭.১৮ শতাংশ। নভেম্বরে তা বেড়ে হয়েছে ৩৯.৮১ শতাংশ। অন্যদিকে নভেম্বর মাসে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৯২ শতাংশ।অ্যাকিউট রেটিংস অ্যান্ড রিসার্চের চিফ অ্যানালিটিক্যাল অফিসার সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন, জ্বালানি ও শক্তিক্ষেত্রে ৫.৬ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যসভায় পাশ সিবিআই কর্তার মেয়াদ বৃদ্ধির বিল

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল সিবিআই কর্তার কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধির বিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রধানের মেয়াদ ছিল দু'বছরের। এবার তা আইনত বেড়ে হল পাঁচ বছর। ফলে মেয়াদ শেষেও দায়িত্বে থাকতে পারেন বর্তমান সিবিআই ডিরেক্টর সুবোধ কুমার জয়সওয়াল। এদিন সংসদের উচ্চ কক্ষে বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, "নরেন্দ্র মোদির প্রধান মন্ত্রিত্বের সময়কালে গত ৭ বছরে দুর্নীতির ঘটনা ভীষণভাবে কমে গিয়েছে।" সেই ধারা অব্যাহত রাখতেই এই বিলের প্রয়োজন ছিল। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধানের মেয়াদ বৃদ্ধির বিল ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে যায় । যদিও তার আগেই ১২ জন সাংসদের সাসপেনশনের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন বিরোধী সাসংদরা। কার্যত ফাঁকা ময়দানে বিল পাশ করে কেন্দ্র এবং তা পাশও হয়ে যায়। বর্তমান বিলটি ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে লোকসভায় পাশ হয়। দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট (সংশোধনী) বিল, ২০২১-এর মাধ্যমে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্ট্যাব্লিশমেন্ট আইন ১৯৪৬-এর সংশোধন করা হল। একই সঙ্গে পরিবর্তিত হল দিল্লি স্পেশাল পুলিশ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২১। গত ১৪ নভেম্বর এই নিয়েও অধ্যাদেশ জারি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই ইডি-র প্রধানের কার্যকালের মেয়াদ ২ বছর থেকে বাড়িয়ে সর্বাধিক ৫ বছর হল। এর আগে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সংশোধনী) বিল, ২০২১ ও দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্ট্যাব্লিশমেন্ট (সংশোধনী) বিল, ২০২১ নিয়ে বেশ কয়েকটি সংশোধনীর দাবি জানায় বিরোধীরা। যদিও সেই দাবি খারিজ করে দেয় কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অধিকর্তাদের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানোর কেন্দ্রর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলি। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কংগ্রেস ও তৃণমূল। কংগ্রেসের তরফে শীর্ষ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। অন্য দিকে একই দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র।

কংগ্রেস সদর দফতরের রাস্তার নাম হোক রাওয়াতের নামে, দাবি বিজেপি-র

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর।। ফের রাস্তার নামবদলের দাবি তুলল বিজেপি। এবার কংগ্রেস সদর দফতর যে রাস্তায় অর্থাৎ নয়াদিল্লির আকবর রোডের নাম বদলে সদ্য প্রয়াত সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল বিপিন রাওয়াতের নামে করার দাবি তুললেন দিল্লি বিজেপি-র মিডিয়া শাখার প্রধান নবীন কুমার জিন্দল। তাঁর যুক্তি, আকবর ছিলেন এক জন হানাদার, আক্রমণকারী। দেশের রাজধানীর এত গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নাম কোনও হানাদারের নামে রাখা উচিত নয়। সম্প্রতি নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (এনডিএমসি)-কে পাঠানো চিঠিতে নবীনকুমার লিখেছেন, 'দেশের প্রথম সিডিএস-এর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে দিল্লির আকবর রোডের নাম তাঁর নামে করার অনুরোধ জানাই। আমার মনে হয় প্রয়াত জেনারেলের স্মৃতির উদ্দেশে এর চেয়ে ভাল সম্মান প্রদর্শন আর হবে না।" নবীন কুমারের আরও দাবি, 'আকবর এক জন আক্রমণকারী ছিলেন। তাই রাজধানীর এত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক তাঁর নামে হওয়া উচিত নয়।' অনেকটা একই সুরে বিজেপি নেতার বক্তব্যের সমর্থন এসেছে দিল্লি পুরসভার অন্দর থেকেও। এনডিএমসি-র ভাইস চেয়ারপার্সন সতীশ উপাধ্যায় বলেন, "আমি এই দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। নেটমাধ্যমে এই দাবির সমর্থনে বিভিন্ন চিঠিচাপাটি আমার চোখে পড়েছে। আশা করি, দিল্লি পুরসভা এই দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবে।"এই প্রথম নয়। এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভিকে সিংহ চিঠি লিখে আকবর রোডের নাম বদলে 'মহারাণা প্রতাপ সরণি' করার দাবি জানিয়েছিলেন। নাম বদলের দাবি নিয়ে একাধিক বিশৃঙ্খল ঘটনারও সাক্ষী রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কপথ। গত অক্টোবর মাসে আকবর রোড লেখা সাইনবোর্ডে ভাঙচুর চালিয়ে কালি লেপে দেওয়া হয়। হিন্দু সেনা নামে একটি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করে। তাদের দাবি ছিল, আকবর রোডের নাম বদলে 'সম্রাট হিমু বিক্রমাদিত্য মার্গ' রাখতে হবে। রাজধানী দিল্লির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার অন্যতম আকবর রোড। এই রাস্তা ইন্ডিয়া গেট থেকে শুরু হয়ে তিনমূর্তি ভবন পর্যন্ত গিয়েছে। রাস্তায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বাসভবন রয়েছে। পাশাপাশি ২৪ নম্বর আকবর রোডে রয়েছে কংগ্রেসের সদর দফতর।

দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৪১

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর।। ভারতে কোভিডের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে দু'জন ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। গুজরাটের সুরাটেও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা একজন ওমিক্রন পজিটিভ। এই নিয়ে দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪১। তবে প্রতিদিন যেভাবে দেশের একাধিক রাজ্য থেকে একের পর এক ওমিক্রন আক্রান্তের খবর সামনে আসছে তা নিয়ে চিন্তার মেঘ জমা হচ্ছে স্বাস্থ্যমহলে। এনআইডিআই আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) ডক্টর ভি কে পল একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রাবল্য

● এরপর দুইয়ের পাতায়

'বিরোধীদের সংসদে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না'

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর।। গণতন্ত্রের খুন হচ্ছে দেশে। কারণ সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাজ্যসভায় হইচইয়ের অভিযোগে ১২ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তার প্রতিবাদেই এদিন সংসদে মিছিল করেন বিরোধীরা। নেতৃত্বে ছিলেন রাহুল। সেই ফাঁকেই মোদি সরকারকে ভর্ৎসনা করলেন তিনি। এদিন রাহুল বললেন, 'সাংসদদের সাসপেনশন আসলে দেশবাসীর কণ্ঠরোধ করার প্রতীক। তাঁদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। তাঁরা কিছুই ভুল করেননি। সংসদে আমরা কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পারি না।' এখানেই থামেননি রাহুল। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান আসলে সেই ক্ষমতার রূপায়ণকারী, যে ক্ষমতা কৃষকের আয় কেড়ে নেয়। এর পর তিনি তুলে আনলেন লখিমপুর খেরি কাণ্ডের প্রসঙ্গও। বললেন, 'এক মন্ত্রী কৃষকদের খুন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সব জানেন। সত্যি হল, ২—৩ জন পুঁজিবাদী কৃষকদের—বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান দ্বারা এই সাংসদরা সাসপেন্ড হননি, বরং তাঁরা সেই ক্ষমতা দ্বারা সাসপেন্ড হয়েছেন, যা কৃষকদের আয় কাড়তে চায়।' এদিন রাজ্যসভার অধিবেশন চলাকালীন ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। দাবি তোলেন, ১২ জন সাংসদের সাসপেশন তুলে নিতে হবে। যদিও সে সময় তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বাদল অধিবেশনের সময় বিক্ষোভ দেখানোর জন্য ১২ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। ২৯ নভেম্বর সেই ঘোষণা করে মোদি সরকার। গোটা শীতকালীন অধিবেশনের জন্যই তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই সাসপেনশন 'অগণতান্ত্রিক'।

লাইফ স্টাইল

মানসিক চাপে

পুরুষদের তুলনায় মদ্যপানের প্রবণতা বেশি নারীদের, এমনটাই বলছে গবেষণায়

মানসিক চাপ কমাতে মদ্যপান করার বিষয়টি বিতর্কিত হলেও বিরল নয়। কিন্তু মানসিক চাপ বাড়লে পুরুষদের তুলনায় মদ্যপানের প্রবণতা বেশি বৃদ্ধি পায় নারীদের মধ্যে। অন্তত সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় উঠে এল এমনই এক তথ্য। সাইকোলজি অফ অ্যাডিকটিভ বিহেভিয়র নামক বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণা জানাচ্ছে, একই ধরনের মানসিক চাপে পুরুষদের তুলনায় অতিরিক্ত মদ্যপানের দিকে বেশি ঝোঁকেন নারীরা। ১০৫ জন নারী ও ১০৫ জন পুরুষের উপর এই গবেষণা করা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। মানসিক চাপ সহ ও মানসিক চাপ ছাড়া দুই অবস্থাতেই অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষা করেছেন গবেষকরা।গবেষকরা জানাচ্ছেন, অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এক বার বা দু'বার মদ্যপানের পরেই মদ্যপান বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন। আবার কেউ ছাড়তে পারেননি মদ্যপান। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইচ্ছে মতো মদ্যপান বন্ধ করতে না পারাই মদ্যপান সংক্রান্ত অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ। গবেষকরা জানাচ্ছেন, আগে থেকে মদ না খাওয়া থাকলে মানসিক চাপের জন্য অনিয়ন্ত্রিত মদ্যপানের সম্ভাবনা কম পুরুষদের মধ্যে। জিন, পরিবেশ বা মানসিক স্বাস্থ্য, অনিয়ন্ত্রিত মদ্যপানের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক কারণ নিয়ে গবেষণা হলেও এই রূপ লিঙ্গ ভিত্তিক গবেষণা খুব একটা হয়নি বলেই মত গবেষকদের। তাঁদের মতে, শুধুমাত্র মানসিক চাপই যেখানে নারীদের অনিয়ন্ত্রিত মদ্যপানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা তৈরি হয় শুধু তখনই যখন কেউ আগে থেকেই প্রচুর মদ খেয়ে থাকেন। তবে গবেষণার ফল দেখে অনেকের চোখ কপালে উঠলেও কেন এমনটা হয় তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন গবেষকরা। তাই এই বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন বলেই অভিমত তাঁদের।

বিকেলের টিফিনে মজাদার স্বাদের পটেটো চিজ বল!

ছুটির দিন বিকেলের টিফিনে প্রায়ই সুস্বাদু খাবার খাওয়ার বায়না জুড়ে দেয় বাড়ির সদস্যরা! আবার কখনও বাড়িতে আসা অতিথিদের চা-কফি অথবা ঠান্ডা পানীয়ের সাথে স্ন্যাক্স হিসেবে কী বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে তা নিয়েও চিন্তায় পড়তে হয় অনেককে। পটেটো চিজ বল বানানো যেমন সহজ, খেতেও তেমনই সুস্বাদু। রেস্তোরাঁয় গিয়ে এই খাবার নিশ্চয়ই অর্ডার করেছেন বহুবার। এবার বানিয়ে ফেলুন বাড়িতেই, তাও আবার নিজের হাতে।

উপকরণ ঃ সেদ্ধ করা আলু (বড় মাপের ২টি), দুধ (১ টেবিল চামচ), নুন (স্বাদমতো), গোলমরিচ (১ চা চামচ), মজেরেলা চিজ হাফ ইঞ্চির কিউব করে কাটা (৪০টি), ময়দা (১ কাপ), ডিম ফেটিয়ে নেওয়া (২টি), ভাজার জন্য সাদা তেল, ব্রেড ক্রাম্ব (১ কাপ)

পদ্ধতি ঃ সেদ্ধ আলু খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে চটকে নিন। এবার তা পরিমাণমতো নুন আর গোলমরিচ দিয়ে মেখে নিন। তাতে ১ চামচ দুধও মিশিয়ে নিন। এরপর আলু ছোট ছোট বলের আকারে গড়ে নিয়ে তাতে চিজের কিউবগুলো ভরে নিন। তারপর হাত দিয়ে আলু ভালো করে গোল পাকিয়ে নেবেন। খেয়াল রাখবেন চিজ যেন কোথা থেকে বেরিয়ে না থাকে। এরপর একটা বাটিতে ময়দা নিন। আর দুটো বাটিতে ফেটানো ডিম আর ব্রেড ক্রাম্ব। এবার চিজ ভরা আলুর বলগুলোর গায়ে প্রথমে ময়দা মাখিয়ে নিন। তারপর ডিমের গোলায় চুবিয়ে পাউরুটির গুঁড়ো মাখান। এভাবে প্রত্যেকটা বল তৈরি করে ফেলুন ভাজার জন্য। তারপর কড়াইতে তেল গরম করে চিজ পটেটো বলগুলো ভেজে নিন সোনালী করে। টমেটো কেচআপের সাথে পরিবেশন করুন।

বিজয় হাজারে ট্রফির নক্‌আউটে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মেঘালয়ের কাছে হেরেই নক্‌আউট এবং এলিট গ্রুপে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করেছিল ত্রিপুরা। মঙ্গলবার জয়পুরে সেই মেঘালয়কে বিধ্বস্ত করে বিজয় হাজারে ট্রফির নক্‌আউটে উঠার পাশাপাশি এলিট গ্রুপে খেলার ছাড়পত্রও অর্জন করলো ত্রিপুরা। আগে এলিট গ্রুপে খেললেও কখনও নক্‌আউটে উঠতে পারেনি। সেক্ষেত্রে এবারই প্রথম এই কৃতিত্ব অর্জন করলো রাজ্যের সিনিয়র ক্রিকেট দল। মূলতঃ স্থানীয় ক্রিকেটারদের দাপটেই রাজ্য দল বিধ্বস্ত করলো মেঘালয়কে। মুস্তাক আলি ট্রফিতে মেঘালয় ১০ উইকেটে হারিয়েছিল ত্রিপুরাকে। এদিন ত্রিপুরা ৯ উইকেটে হারালো মেঘালয়কে। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে স্থানীয় ক্রিকেটাররা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছে। পূর্বোত্তরের দলগুলিও পেশাদার ক্রিকেটার খেলাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, তাদের অধিকাংশ ত্রিপুরার তিন পেশাদারের চাইতে গুণগতভাবে উন্নত। তারপরও টানা পাঁচটি ম্যাচে প্রতিপক্ষকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। সেটা সম্ভব হয়েছে মূলতঃ স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য। বিশাল ঘোষ দলের হয়ে সেরা পারফরম্যান্স করেছে। বোলিং-র পাশাপাশি মণিশংকর যখন সুযোগ পেয়েছে তখন ব্যাট হাতে জ্বলে উঠেছে। অভিজ্ঞ পেসার রানা দত্তও আরও একবার নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। বলতে হবে অমিত আলি-র কথা। এই লেগস্পিনার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দুরন্ত বোলিং-র সুবাদে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং কেকেআর-র ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে। এদিন মেঘালয়কে প্রায় একা হাতেই ধ্বংস করলো অমিত। জাতীয় ক্রিকেটে নিজের সেরা পারফরম্যান্স করলো অমিত। অমিত যদি রাজ্যের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএল-এ সুযোগ পায় তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অন্তত জাতীয় ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার মতো গুণাবলী তার মধ্যে আছে এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। এদিন জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে টসে জিতে ত্রিপুরা প্রথমে মেঘালয়কে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। মেঘালয়ের হয়ে ওপেন করতে নামে সিজি খুরানা এবং কিষাণ। মুস্তাক আলি ট্রফিতে এই দুই ব্যাটসম্যান ঝড়ো ব্যাটিং করে ত্রিপুরার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। এদিন আর সেই সুযোগ পেলো না এই দুই ব্যাটসম্যান। অভিজ্ঞ পেসার রানা দত্ত শুরুতেই ব্যক্তিগত ৫ রানে ফিরিয়ে দেয় কিষাণ-কে। দ্বিতীয় আঘাত হানে মণিশংকর মুড়াসিং। ৪ রানে রোহিত শাহ-কে ফিরিয়ে দেয়। মেঘালয়ের সেরা ব্যাটসম্যান হলো পুণিত বিস্ত। আইপিএল খেলা এই ব্যাটসম্যানকে ব্যক্তিগত ১২ এবং দলীয় ৫৯ রানে ফিরিয়ে দেয় রাহিল শাহ। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেটের পতন ঘটতে থাকে মেঘালয়ের। এই অবস্থায় রুখে দাঁড়ায় সিজি খুরানা। দলের ইনিংসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তবে অমিত আলি-র নেতৃত্বে ত্রিপুরার বোলাররা দুর্দান্ত ছন্দে। ফলে মেঘালয়ের ইনিংসকে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না খুরানা-র পক্ষে। ব্যক্তিগত ৫৫ রান করলো খুরানা। ৩৯.৫ ওভারে মাত্র ১১৬ রানে অলআউট হয় মেঘালয়। ২৬ রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয় অমিত আলি। এছাড়া রানা দত্ত, রাহিল শাহ ২টি করে এবং মণিশংকর ১টি উইকেট নেয়। ১১৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামে বিশাল ঘোষ এবং সম্রাট সিংহ। আগের দিন

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ফিটনেস ক্যাম্প ঘিরে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে ব্যস্ত রাজ্য দল। সিনিয়র দলে রয়েছে ২০ জন ক্রিকেটার। এর বাইরে রয়েছে আরও ৮ জন। যারা মূল দলে সুযোগ না পেলেও রঞ্জি ট্রফিতে তাদের কথা ভাবা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে সিনিয়র দলের জন্য প্রায় ৩০ জন ক্রিকেটারের স্কোয়াড তৈরি হয়ে আছে। এরই মাঝে মঙ্গলবার থেকে আরও ৫ ক্রিকেটারকে নিয়ে শুরু হলো এক ফিটনেস ক্যাম্প। অবাক করার মতো বিষয় হলো, যে পাঁচ ক্রিকেটারকে এই ক্যাম্পের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের এক জনও এখনও পর্যন্ত চলতি মরশুমে খেলতে পারেনি। ফিটনেসের কারণে নাকি তাদের বাদ পড়তে হয়েছে। স্কোয়াডে থাকা ৩০ জনের সাথে আরও ৫ জন ক্রিকেটার যুক্ত হলে সংখ্যাটা হবে ৩৫। সিনিয়র দলের জন্য এত বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটারকে স্কোয়াডে রাখা আদৌ প্রয়োজন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোন দলে হাতে-গোনা কয়েকটি পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু একটি প্রতিযোগিতার পর দল আমূল পাল্টে ফেলার মতো অবৈজ্ঞানিক পন্থায় কেউ বিশ্বাস করে না। কৌশল আচার্য, অভিজিৎ সরকার, উদীয়ান বোস, জয়দীপ ভট্টাচার্য, কৃতিদীপ্ত দাস-দের নিয়ে এদিন থেকে এই ফিটনেস ক্যাম্প শুরু হয়েছে। প্রথম শিবিরের পরই উদীয়ান-কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্রিকেট বা ক্রিকেট বহির্ভূত যে কারণেই হোক তাকে সরিয়ে দেওয়ার পর আর তার কথা বিবেচনা করেনি টিসিএ। হঠাৎ করে তাকে ফিটনেস ক্যাম্পে ডাকা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

মণীষ'র গোলে জয়ী মৌচাক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ মণীষ দেববর্মা-র গোলে জয় পেলো মৌচাক। টিএফএ পরিচালিত দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিলো মৌচাক। আগের ম্যাচে স্পোর্টস স্কুলকে নামমাত্র গোলে হারিয়েছিল। এদিন কল্যাণ সমিতি-কে পরাস্ত করেছিল তারা। কেশব সংঘ-র বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে জয় পেয়েছিল কল্যাণ সমিতি। তবে এদিন লড়াই করেও তাদের হেরে যেতে হলো। এডিনগর পুলিশ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দুইটি দলের সামনেই গোল করার সুযোগ আসে। সমশক্তিসম্পন্ন দুই দলেই বেশ কয়েক জন পরিচিত মুখ মাঠে নামে। যদিও মাঠ ফুটবলারদের বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। ফুটবল মাঠের তুলনায় এই মাঠের ঘাস অনেক বড় আকারের। ফলে অনেক সময় ঘাসের জঙ্গলে ফুটবলাররা বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরই মাঝে দুইটি দলই গোল করার জন্য ইতিবাচক মনোভাব নেয়। শুরুর দিকে পরস্পরকে মেপে নিয়ে পরবর্তী সময়ে আক্রমণাত্মক হয় দুই দল। গোল করার সুযোগও আসে। এমনই একটি সুযোগ থেকে ম্যাচের ৫৩ মিনিটে মণীষ দেববর্মা মৌচাক-র

●এরপর দুইয়ের পাতায়

জাতীয় মোয়াইথাই চ্যাম্পিয়নশীপে রাজ্য দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ আগামী ১৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর মণিপুরের ইম্ফলে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় মোয়াইথাই চ্যাম্পিয়নশীপ। এই লক্ষ্যে আগামীকাল ২৭ সদস্যের রাজ্য দল মণিপুর রওয়ানা হবে। এই ২৭ জনের মধ্যে ২৪ জন খেলোয়াড়। এছাড়া কোচ হিসাবে যাবেন উৎপল দেববর্মা, রেফারি ও জাজ বিজন জমাতিয়া এবং সহ-সচিব রাজীব দেববর্মা। গোটা দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অল ত্রিপুরা অ্যামেচার মোয়াইথাই অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রাজীব দেববর্মা।

হঠাৎ ভারতীয় দলে ডাক পেয়ে অবাক প্রিয়ঙ্ক নিজেই

মুম্বাই, ১৪ ডিসেম্বর।। ১০০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ২৪টি শতরানও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। গুজরাট দলের অধিনায়কের ব্যাট থেকে এসেছিল তিনশো রানের ইনিংসও। কিন্তু ভারতীয় দলে ডাক পেলেন প্রায় ৩২ বছর বয়সে। প্রিয়ঙ্ক পঞ্চাল নিজেই অবাক হঠাৎ বিরাট সংসারে ঢুকতে পেরে। রোহিত শর্মার চোট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলবেন না তিনি। বিরাট কোহলির নেতৃত্বে সেই সফরে ওপেনার হিসেবে রোহিতের বদলে দলে নেওয়া হল প্রিয়ঙ্ককে। টুইট করে গুজরাটের ওপেনার লেখেন, 'আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। ভারতীয় দলের জার্সি পরতে পারব বলে গর্বিত। আমার উপর ভরসা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। সিরিজ নিয়ে আশাবাদী।'ভারত 'এ' দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলেন প্রিয়ঙ্ক। বেসরকারি টেস্টে ৯৪ রানের ইনিংসও খেলেছেন তিনি। তবে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার কোনও আশা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

১২৫ বছরের প্রথা ভাঙল

প্যারিস অলিম্পিক্সের উদ্বোধন হবে জলে

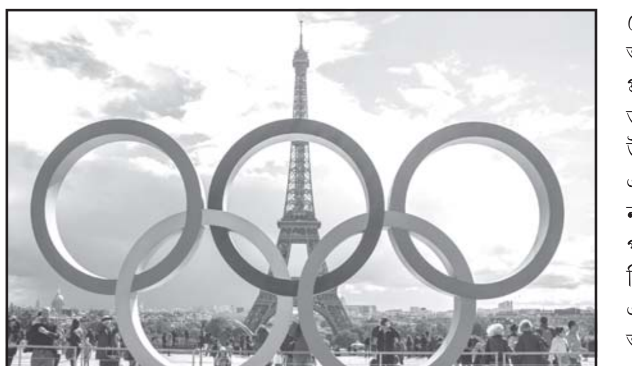

প্যারিস, ১৪ ডিসেম্বর।। শতাব্দী প্রাচীন অলিম্পিক্সের প্রথা ভাঙছে। ২০২৪ সালের অলিম্পিক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্থলে নয়, হবে জলে। প্যারিসে ওই অলিম্পিক্স হওয়ার কথা। কোনও স্টেডিয়ামে নয়, বিভিন্ন দেশের অ্যাথলিটদের নিয়ে ২৬ জুলাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে স্যেন নদীতে। ২০০-র বেশি দেশের অ্যাথলিটদের নিয়ে ১৬০টির বেশি নৌকা সে দিন স্যেন নদীতে ভাসবে। মধ্য প্যারিসের পঁ দ'অস্তারলিজ ও পঁ দ'লেনা ব্রিজের মধ্যে ৪ কিলোমিটার জলপথে হবে এই অনুষ্ঠান। সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে আইফেল টাওয়ারের সামনে ত্রোকাদেরো গার্ডেন্সে।২০২৪ অলিম্পিক্স আয়োজক কমিটির প্রধান তোনি এস্তাঁগুয়ে বলেন, তাঁদের অনুমান, ৬ লক্ষর বেশি দর্শক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শামিল হবেন। এঁদের একাংশ টিকিট কেটে স্যেন নদীর দু' ধারে বসে অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। গোটা পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাকরঁ। এত বড় একটা অনুষ্ঠান শহরের একেবারে মাঝখানে দীর্ঘ সময় ধরে করাটা নিরাপত্তার দিক দিয়ে কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে ফ্রান্স সরকারের চিন্তা ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রথমে বলা হয় ২৫ হাজারের বেশি দর্শককে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না। আয়োজকদের দাবি ছিল, সংখ্যাটা ২০ লক্ষ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ৬ লক্ষর আশেপাশে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ঘুমোচ্ছে সভাপতি, ধুঁকছে হকি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে হকি দল। আর সেই সব দেখেও শীতঘুমে হকি ত্রিপুরার সভাপতি। বাম আমলে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ স্বীকৃত স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির দুর্বলতার সুযোগে বেশ কিছু সমান্তরাল সংস্থা গজিয়ে উঠেছিল। তৎকালীন বিরোধী দলের অনেক বিধায়কই এসব সমান্তরাল সংস্থার সভাপতির পদ আলোকিত করেছিলেন। সেই বিরোধীরা আজ শাসক দলের অন্তর্ভুক্ত। এদেরই এক জন রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। তিনি আবার হকি ত্রিপুরা-র সভাপতি। পুণেতে অনুষ্ঠিত হকি ইন্ডিয়া সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশীপে ২ ম্যাচে ৩৯ গোল হজম করেছে ত্রিপুরা। ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রশ্ন, খবরটা জানেন কি সভাপতি? একটি ক্রীড়া সংস্থায় যুক্ত রয়েছেন তখন তার খবর রাখাও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে শাসক বা বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এই ব্যাপারে বেশ সাবলীল ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। এবার কি তাকে একই ভূমিকায় দেখা যাবে? যারা এই কুকর্মের নায়ক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে পারবেন? ভারতীয় হকি বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী। সেখানে সিনিয়র পর্যায়ে কেন জুনিয়র পর্যায়েও দল পাঠানোর জায়গায় নেই ত্রিপুরা। নিয়মিত অনুশীলন করে এমন হকি খেলোয়াড়ের সংখ্যা নগণ্য। তাহলে কিসের জোরে হকি ত্রিপুরা সিনিয়র জাতীয় আসরে দল পাঠানোর সাহস পায়। সভাপতি কি জানেন এসব? একটি সমান্তরাল অলিম্পিক সংস্থার ব্যানারে তৈরি হয়েছে হকি ত্রিপুরা। এই হকি ত্রিপুরার সভাপতি হিসাবে সব কিছু নিয়ে তদন্ত করা উচিত ওই মন্ত্রীর। যেখানে রাজ্যের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত সেখানে কোন প্রকার আপোশ করা কি ঠিক হবে? রাজ্যের খেলোয়াড়দের বঞ্চিত করে দীর্ঘদিন ধরে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়দের ত্রিপুরার জার্সি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিনিয়র হকি দলের হয়েও ভিনরাজ্যের অনেক খেলোয়াড়

●এরপর দুইয়ের পাতায়

দ্রাবিড়ের জায়গায় দায়িত্ব নিলেন লক্ষ্মণ

নতুন চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার

ব্যাঙ্গালুরু, ১৪ ডিসেম্বর।। রাহুল দ্রাবিড় ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পরে তাঁর ছেড়ে যাওয়া জায়গায় দায়িত্ব নিলেন এক সময়ে তাঁরই সতীর্থ ভিভিএস লক্ষ্মণ। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান করা হয়েছে তাঁকে। নতুন ভূমিকায় কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। প্রথম দিন নতুন অফিসের কথা টুইট করে জানান লক্ষ্মণ। তিনি লেখেন, 'জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্রথম দিন। সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ যারা তাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।' অ্যাকাডেমির প্রধান থাকাকালীন তরুণ ক্রিকেটারদের একটি দল তৈরি করেছিলেন দ্রাবিড়। তাঁর প্রশিক্ষণে তৈরি হয়ে পরবর্তীতে জাতীয় দলে সুযোগ পেতেন তাঁরা। আগে থেকেই তাঁদের তৈরি করে রাখায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে খুব একটা সমস্যা হত না তাঁদের। ভারতীয় দলের বেঞ্চের শক্তিও বাড়ছিল। সেই ধারাকে বয়ে নিয়ে চলার দায়িত্ব এ বার লক্ষ্মণের কাঁধে। টি২০ বিশ্বকাপের পরে রবি শাস্ত্রীকে সরিয়ে দ্রাবিড়কে জাতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জয় শাহদের বোর্ড। সেই প্রস্তাবে রাজি হন দ্রাবিড়। তার পরেই প্রশ্ন ওঠে, তা হলে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্ব কে নেবেন। বন্ধু লক্ষণের সঙ্গে কথা হলে তাঁকে রাজি করান সৌরভ। সেই দায়িত্ব এ বার নিলেন তিনি।

কোচবিহার ট্রফিতে লড়ছে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ব্যাটসম্যানরা সেভাবে নজর কাড়তে না পারলেও আরও একবার অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বোলাররা দাপট দেখালো। শক্তিশালী বাংলাকে আটকে দিলো ২৩৭ রানে। প্রথম ইনিংসে ৪৭ রানে পিছিয়ে থাকলেও বোলাররা এদিন যেভাবে লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনেছে রাজ্যকে তা তারিফযোগ্য। এখন ব্যাটসম্যানরা কি করে সেটাই দেখার। কোচবিহার ট্রফির শুরু থেকেই টিম ম্যানেজমেন্ট ব্যাটিং নিয়ে চিন্তায় ছিল। টিম ম্যানেজমেন্টের এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সেটা প্রথম ম্যাচ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। পাশাপাশি দলের পেস বোলিংও অতি সাধারণ মানের। এককথায় দুর্বল দলের তকমা পেয়েছে ত্রিপুরা। তারপরও শুধুমাত্র কয়েক জন ভালো মানের স্পিনারের সৌজন্যে অন্তত লড়াই জারি রেখেছে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হওয়ার পর বিহারকে হারিয়ে দেয় ত্রিপুরা। সেটাও স্পিনারদের সৌজন্যে। এবার শক্তিশালী বাংলার বিরুদ্ধেও দারুণ লড়াই করছে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচ যে জায়গায় আছে তাতে এটা নিশ্চিত যে, ফয়সালা হবেই। এক্ষেত্রে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরাই ঠিক করে দিতে পারবে যে দলের কি হাল হবে। বোলাররা আরও একটা দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সেই সুযোগের ফায়দা তোলা সম্ভব হবে কি না তা বোঝা যাবে ম্যাচের তৃতীয় দিন। প্রথম দিন ত্রিপুরার ১৯০ রানের জবাবে বাংলার রান ছিল বিনা উইকেটে ৩২। এদিন শুরুতেই ওপেনার রোহিত রাম-কে তুলে নেয় দেবরাজ দে। অপর ওপেনার তৌফিক উদ্দিন ঝড়ো গতিতে ২৮ রান করে বিদায় নেয়। ত্রিপুরার স্পিনারদের দাপটে কেঁপে উঠে বাংলার ইনিংস। এই অবস্থায় রুখে দাঁড়ায় অভিষেক পোড়েল। টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটের মেজাজে প্রথম বল থেকেই ব্যাট করতে থাকে। ত্রিপুরার বোলাররা বাংলার অন্য ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বেশ সাবলীল ছিল। কিন্তু অভিষেক পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় যেতেই বোলাররা কিছুটা ছন্দহীন হয়ে পড়ে। একক দক্ষতায় বাংলার ইনিংসকে শোচনীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ১০৩ বলে ১০২ রানের একটি ঝড়ো ইনিংস খেলে বিদায় নেয় অভিষেক। মূলতঃ অভিষেক-র এই ইনিংসের সৌজন্যে ত্রিপুরার রান টপকে যায় বাংলা। অভিষেক ছাড়া বাংলার শশাঙ্ক সিং এবং পূরব জৈন ২২ রান করে। ২৩৭ রানে শেষ হয় বাংলার ইনিংস। ত্রিপুরার হয়ে দেবরাজ দে তুলে নেয় ৩টি উইকেট। এছাড়া পামির দেবনাথ, সৌরভ দাস নেয় ২টি করে উইকেট। সন্দীপ সরকার, অর্কজিৎ দাস, দুর্লভ রায়-র দখলে যায় একটি করে উইকেট। ৪৭ রানে পিছিয়ে থাকা ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। ফের যথারীতি বিপর্যয় শুরু হয়। মাত্র ১ রানে বিদায় নেয় সেন্টু সরকার। অপর ওপেনার আরমান হোসেন প্রথম ইনিংসে ভালো খেললেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ রানের বেশি করতে পারেনি। দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরার রান ২ উইকেটে ৩১। দুর্লভ রায় ১৮ এবং নাইটওয়াচম্যান হিসাবে নামা পামির দেবনাথ ২ রানে অপরাজিত আছে। এখনও বাংলার চেয়ে ১৬ রানে পিছিয়ে। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিন। সব কিছু নির্ভর করছে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের উপর। আরও একটি স্মরণীয় জয় তুলে নিতে পারবে কি না তা বোঝা যাবে আগামীকাল। টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে, দল অন্তত ২৫০ রানের লিড নিক। তাহলে বোলাররা দ্বিতীয় ইনিংসে অনেক উৎসাহী হয়ে আক্রমণাত্মক বোলিং করতে পারবে। সমস্যা হলো, চলতি কোচবিহার ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত ২০০ রানের গণ্ডী পার করতে পারেনি ত্রিপুরা। সেখানে ২৫০ রানের লিড নেওয়া মানে ইনিংসে প্রায় ৩০০ রান করতে হবে। ক্রিকেট অবশ্যই অনিশ্চয়তার খেলা। আনন্দ, অরিন্দম কিংবা দুর্লভ-রা আগামীকাল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে কি করে সেদিকে তাকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা। এই তিন ব্যাটসম্যানের মধ্যে অন্তত দুই জন যদি বড় রান করতে পারে তাহলেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে রাজ্য দল। দলে বেশ কয়েক জন অলরাউন্ডার রয়েছে। যাদের অন্তত ২০ কিংবা ৩০ রান করার ক্ষমতা আছে। লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামীকালের প্রথম এক ঘণ্টা। এই সময়ে পেসাররা সাহায্য পায়। সিম বোলাররা উইকেটের ফায়দা তুলতে পারে। তাই এই এক ঘণ্টা যদি সতর্ক হয়ে উইকেট না হারায় রাজ্য দল তবে পরবর্তী ব্যাটসম্যানরা অনেক চাপমুক্ত ব্যাটিং করতে পারবে।

আজ উমাকান্তে ফিরছে ফুটবল

টিএফএ-র ঘরোয়া ফুটবলে দর্শকের উপস্থিতি কিন্তু কম

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ উমাকান্ত মাঠে আবার ফিরছে ফুটবল। আগামীকাল থেকে টিএফএ পরিচালিত 'বি' ডিভিশন লিগ ফুটবলের বাকি ম্যাচগুলি উমাকান্ত মাঠে হবে। টিএফএ-র ঘোষণা অনুযায়ী 'বি' ডিভিশন লিগে উমাকান্ত মাঠে দর্শকদের জন্য দশ টাকার টিকিট থাকবে। আগামীকাল দুইটি ম্যাচ আছে উমাকান্ত মাঠে। সাড়ে বারোটায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম কেশব সংঘ এবং বেলা ২.৩০ মিনিটে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম সবুজ সংঘ। টিএফএ-র ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী প্রতিটি দলকেই প্রায় একদিন, দুইদিন পর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। রাখাল শিল্ড এবং সিনিয়র লিগ ফুটবলের জন্য টিএফএ নাকি বাধ্য হচ্ছে 'বি' ডিভিশন লিগে ঠাসা ক্রীড়াসূচিতে খেলা করতে। দেখা যাচ্ছে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দলগুলিকে মাঠে নামতে হচ্ছে। ক্লাবগুলিও অবশ্য খরচ কমাতে পর পর ম্যাচ খেলে যাচ্ছে। শীতের দুইদিনের বৃষ্টিতে উমাকান্ত মাঠের অবস্থা বেহাল হয়ে যাওয়ায় টিএফএ 'বি' ডিভিশন লিগের প্রথম ছয়টি ম্যাচ বাতিল করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে পাঁচদিনের জন্য পুলিশ মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় 'বি' ডিভিশন লিগ। জানা গেছে, উমাকান্ত মাঠ পুরোপুরি উপযুক্ত না হলেও যেহেতু পুলিশ মাঠের মাত্র পাঁচদিনের অনুমতি ছিল তাই ১৫ ডিসেম্বর থেকে ফের উমাকান্ত মাঠে খেলা শুরু করতে হচ্ছে। তবে সামনে রাখাল শিল্ড এবং সিনিয়র লিগ। তাই টিএফএ-র সামনে এখন যত দ্রুত সম্ভব 'বি' ডিভিশন লিগ শেষ করা। বর্তমান ক্রীড়াসূচিতে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত খেলা আছে। যেহেতু প্রথম ছয়টি ম্যাচ হয়নি তাই এই ম্যাচগুলি সম্ভবত ২৪-২৭ ডিসেম্বর হবে। ২৮ ডিসেম্বর বিরতি। তারপর ২৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু রাখাল শিল্ড। রাখাল শিল্ডের মাত্র দুই সপ্তাহ সময় বাকি। তবে এখন পর্যন্ত এগিয়ে চল সংঘ এবং ত্রিপুরা পুলিশ ছাড়া সিনিয়র লিগের বাকি ছয়টি দলের প্রস্তুতি নিয়ে তেমন কোন খবর নেই। সিনিয়র লিগে লালবাহাদুর, ফরোয়ার্ড ক্লাব, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, টাউন ক্লাব, রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং বীরেন্দ্র ক্লাবও রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, হাতে মাত্র দুই সপ্তাহ সময়। কবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করবে এই ছয়টি ক্লাব। তবে আর্থিক সমস্যা সব ক্লাবেরই আছে। ফলে পুরো দল মাঠে নামানো হয়তো এখনই সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে, 'বি' ডিভিশন লিগের খেলোয়াড়দের লিয়েনে 'এ' ডিভিশন লিগের দলগুলি নিতে পারবে। একটি দল সবচেয়ে বেশি তিন জন খেলোয়াড় লিয়েনে নিতে পারবে। ফলে 'বি' ডিভিশন লিগে যারা ভালো খেলবে তাদের অবশ্য লিয়েনে 'এ' ডিভিশনে খেলার সুযোগ হবে। এক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা কিছু টাকা হলেও পাবেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে টানা ম্যাচ খেলা। 'বি' ডিভিশন লিগে সাতটি দল। সাতটি দলের ২১টি ম্যাচ। টিএফএ-র যে ক্রীড়াসূচি দেখা যাচ্ছে তাতে ১০-২৭ ডিসেম্বর এই ২১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এত ঘন ঘন ম্যাচে কিন্তু খেলোয়াড়দের পক্ষে ভালো খেলা কঠিন। এদিকে, দুই সিজন বাদে আগামীকাল থেকে উমাকান্ত মাঠে দর্শকদের টিকিট দিয়ে খেলা দেখতে হবে। তবে টিকিট কেটে কত জন মাঠে আসবেন তা সময়ে বোঝা যাবে। অবশ্য রাখাল শিল্ডে যদি দেশি-বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলা ভালো হয় তাহলে হয়তো সিনিয়র লিগে উমাকান্ত মাঠে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে গত বছর করোনার জন্য ক্লাব ফুটবল না হওয়ায় মাঠে কিন্তু দর্শক অনেক কম হচ্ছে যা ফুটবলের জন্য মোটেই সুখবর নয়।

রাজ্যে ক্রিকেটের অন্ধকার যুগের অবসানে

টিসিএ ইস্যুতে ফোরামের ভূমিকায় ক্রিকেট ক্লাবগুলির ক্ষোভ চরমে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ টিসিএ নিয়ে আগরতলা ক্লাব ফোরামের ভূমিকায় রীতিমত ক্ষুব্ধ ক্রিকেট ক্লাবগুলি। জানা গেছে, দুই বছর ধরে আগরতলা ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। দুই বছর ধরে বন্ধ ক্রিকেটের দলবদল। তিন বছর হতে চললো বন্ধ রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট। দুই সিজন ধরে দেখা নেই রাজ্যভিত্তিক বা সদরভিত্তিক মহিলা ক্রিকেটের। পাশাপাশি চার মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও টিসিএ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পায়নি প্রয়াত তরুণ ক্রিকেটার কার্তিক সাহা-র পরিবার। টিসিএ-তে চলা আর্থিক অনিয়ম নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন তো দূরের কথা বরং প্রতি মাসে দুই গাড়ির ভাড়া বাবদ টিসিএ-র খরচ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। কয়েক মাস আগে ক্রিকেট ক্লাবগুলির সাথে ক্লাব ফোরামের বৈঠকে নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, টিসিএ ইস্যুতে উদ্যোগী হবে ক্লাব ফোরাম। কিন্তু কয়েক মাস হয়ে গেলেও ক্লাব ফোরামের সাথে ক্রিকেট ক্লাবগুলির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে নাকি এক পা-ও এগোতে পারেনি বা এগোতে চায় নি ক্লাব ফোরাম। অভিযোগ, ক্লাব ফোরামের কথা বিশ্বাস করে এখন নাকি ক্রিকেট ক্লাবগুলিই রীতিমত হতাশ। ক্রিকেট ক্লাবগুলির আশঙ্কা, টিসিএ-র রাজনৈতিক নেতাদের সমস্যা হয় এমন কোন কাজ হয়তো ক্লাব ফোরামের কর্তারা চাইছেন না। তাই ২৭ মাস ধরে তিল তিল করে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্লাব ক্রিকেটকে খতম করে দিলেও আগরতলা ক্লাব ফোরাম চুপ। যদিও ক্রিকেট ক্লাবগুলির আশা ছিল যে, হয়তো ক্লাব ক্রিকেটের স্বার্থে, রাজ্য ক্রিকেটের স্বার্থে এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থে পজিটিভ ভূমিকা পালন করবে ক্লাব ফোরাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, টিসিএ ইস্যুতে ক্লাব ফোরাম যেন নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। আগরতলায় ১৪টি ক্রিকেট ক্লাব আছে। দুই সিজন ধরেই টিসিএ-র ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। জানা গেছে, বাম আমলের এতো সমালোচনা সেই বাম আমলে নাকি বছরে টিসিএ-র ১৭-১৮টি টুর্নামেন্ট হতো। কিন্তু ২৭ মাস বয়সি টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পর ২০২০ সিজনে কোন ক্লাব ক্রিকেট করেনি। ২০২১ সিজনের ডিসেম্বর মাসেও ক্লাব ক্রিকেটের কোন খবর নেই। তিন বছর ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট। ২০১৯ সিজনে শুধুমাত্র ক্লাব লিগ ক্রিকেট হয়। অর্থাৎ টিসিএ-তে বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পর এরাজ্যে ক্রিকেট প্রায় বন্ধ। অভিযোগ, ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ করার পেছনে নাকি টিসিএ-র বর্তমান কমিটির একাংশের ষড়যন্ত্র কাজ করছে। এই অবস্থায় ক্রিকেট ক্লাবগুলি চেয়েছিল আগরতলা ক্লাব ফোরাম এগিয়ে এসে ক্রিকেটের বর্তমান অন্ধকার যুগের অবসান ঘটানো। কিন্তু কয়েক মাস হয়ে গেলেও টিসিএ নিয়ে নাকি ক্লাব ফোরাম গভীর নিদ্রায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে কি কোন অন্য রহস্য বা অন্য কোন রাজনীতি কাজ করছে?

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় চৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। **ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১**

বিএসএফ জওয়ানের অকস্মাৎ মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৪ ডিসেম্বর ।। প্রাতর্ভ্রমণে বেড়িয়ে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর এক জওয়ান। নাম হরিশঙ্কর মিশ্র (৪৭)। বিহারের বাসিন্দা ঐ জওয়ান কর্মরত ছিল বিএসএফ''র ৩৯ নং বাহিনীতে। যার সদর দফতর আমবাসা মহকুমার জওহরনগর এলাকায়। তবে সে কর্মরত ছিল লংতরাইভ্যালি মহকুমার ছামনু এলাকায় এক সীমান্ত চৌকিতে। জানা যায়, দীর্ঘদিনের অভ্যাস মোতাবেক মঙ্গলবার ভোরেও সে বেড়িয়ে ছিল প্রাতর্ভ্রমণে। সেই ভ্রমণকালেই অকস্মাৎ সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তার সহকর্মীরা তাকে তুলে নিয়ে যায় ধলাই জেলা হাসপাতালে। কিন্তু হারানো জ্ঞান আর ফেরেনি। জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং মৃত্যুর কারণ হিসাবে বলা হয় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। যার খবর পেয়ে জওহরনগরস্থিত সদর দফতর থেকে জেলা হাসপাতালে ছুটে আসে বাহিনীর আধিকারিকরা এবং সেখানেই মৃত হরিশঙ্করকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় তার সহকর্মী ও বাহিনীর আধিকারিকেরা। এরপর তার নিথর দেহ কফিনবন্দি করে পাঠানো হয় বিহারস্থিত তার বাড়ির উদ্দেশ্যে। এদিকে প্রাণচঞ্চল জওয়ান হরিশঙ্কর মিশ্র'র অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাহিনী জুড়ে তৈরী হয় প্রবল শোকের আবহ।

গাড়ি চালকের রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। শহরের সীমান্ত এলাকায় এক গাড়ি চালকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় অস্থায়ী বাজার শেডের নিচেই উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটি। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ দেব ওরফে হেডকি (৫০)। তার বাড়ি চান্দিনামুড়া হলেও গত ১০ বছর ধরে বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় একটি লরিতেই রাত কাটাতো। লরিটি হচ্ছে শাসক দলের এক বিধায়কের গাড়ি চালক সুধাংশু দাসের। সুধাংশুর লরিটি চালাতেন নারায়ণ। এই লরিতেই তার রাত কাটতো। রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় লরিতেই শুয়ে থাকতেন। সোমবার রাতেও এলাকার ব্যবসায়ীরা তাকে মদের পট্টি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন। সকালে বাজারের একটি শেডে তার দেহটি পায়। দেহের উপরই ঝুলছিল একটি গামছা। ঘটনার খবর পেয়ে রামনগর ফাঁড়ি এবং পশ্চিম থানা থেকে পুলিশ ছুটে যায়। পুলিশের অনুমান গামছা দিয়ে ফাঁসি দিয়েছেন নারায়ণ। এটা আত্মহত্যা হতে পারে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতের একমাত্র সন্তান খবর পেয়ে মঙ্গলবার বক্সনগর থেকে ছুটে এসেছেন। তিনি অবশ্য বাবার মৃত্যুর পেছনে কোনও অভিযোগ তুলেননি। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, প্রত্যেকদিনই নেশায় আসক্ত হয়ে থাকতেন নারায়ণ। তবে তিনি আত্মহত্যা করবেন এমন কিছুই বোঝা যায়নি। ১০ বছর ধরে বর্ডার গোলচক্কর এলাকাটি তার ঠিকানা হয়ে উঠেছিল।

নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায় ১৪ ডিসেম্বর।। কুমারঘাট নিদেবী এলাকায় রেডরোজ ক্লাবের সামনে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়ির চালক আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে আহত গাড়ি চালককে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা উদ্ধার করে কুমারঘাট জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। কুমারঘাটের নিদেবী এলাকায় যান দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিগত দিনেও ওই এলাকায় ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফের একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়ির চালক আহত হন এবং গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কুমারঘাট অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা পৌঁছে আহত গাড়ি চালককে চিকিৎসার জন্য কুমারঘাট জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

বাইপাসে আটক ৩ নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৪ ডিসেম্বর।। এর আগেও এলাকাবাসীরা একাধিকবার বিশালগড়ের বাইপাস রোড থেকে নেশা কারবারিদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। মঙ্গলবার বিকেলেও বিশালগড়ের সেই বাইপাস রোড সংলগ্ন মাঠ থেকে তিন নেশা কারবারিকে ব্রাউন সুগার সহ স্থানীয় যুবকরা আটক করে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তিন নেশা কারবারির মধ্যে একজন নিজেই জানায় তাদের মাথায় বুথ সভাপতি গোপালের হাত আছে। এরপরই তারা ব্যবসা শুরু করার পাশাপাশি যুবকদের জীবন নষ্ট করার খেলায় বসেছে। পুলিশ প্রাণতোষ রায়, রাকেশ মিয়া ও বাদল হোসেন নামের তিন কারবারিকেই গ্রেফতার করেছে। বুধবার তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযোগ, বিশালগড় বাইপাস রোড এলাকায় ইদানীং নেশা কারবারিদের তাণ্ডব বেড়ে গেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা রাস্তার পাশেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে নেশা সামগ্রী বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। রাউৎখলা এলাকার যুবকরা অনেকদিন ধরেই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাতে বাজারে অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল উত্তর জেলার অন্যতম বাজার কদমতলা। মঙ্গলবার রাতে কদমতলা বাজারে কামাল হোসেনের মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার সময় দোকান মালিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি নামাজ পড়ার জন্য দোকানে তালা ঝুলিয়ে মসজিদে যান। ওই সময়ে আচমকা দোকানে আগুন লেগে যায়। ওই দোকানে আগুন দেখে আশপাশের দোকানিরা খবর দেন প্রেমতলা দমকল অফিসে। প্রেমতলা থেকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা অকুস্থলে ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনে। ততক্ষণে মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের দোকানটি ভস্মীভুত হয়ে যায়। তাতে বহু মোবাইল ফোন সহ নানা যন্ত্রপাতি ও নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা হবে জানিয়েছেন দোকান মালিক। তবে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল কদমতলা বাজার।

চাকুরির খবর

একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে বিভিন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী পদে কাজের জন্য 17 জন ছেলে এবং 15 জন মেয়ে জাতি-উপজাতি আবশ্যক। বয়স সীমা- 18 - 24 বৎসর। যোগ্যতা- উচ্চমাধ্যমিক পাশ। 3 দিনের মধ্যে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

মাসিক বেতন ঃ 5000-18000 টাকা

সময়ঃ11.00am - 02.00 pm

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9862108155 7005735604

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১০০

ভরি ঃ ৫৬,১১৬

INVESTOR / PROMOTER WANTED

1. For Mineral water Plant restart wanted a geneuine investor and will run the business in partnership basis.

2. In few vacant large land in Agartala wanted a trusted and geneuine promoter for constructions of flats in ratio basis with full latest design and technology.

So Contact Soon -
Mob - 7642844208
8257049919 (Whatsapp)

বেসরকারি রক্ষী যান সন্ত্রাসের বলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। শহরে আবারও রক্ত ঝরলো দু'জনের। এর মধ্যে এক প্রবীণ মারা গেছেন। দুটি যান দুর্ঘটনা হয়েছে ভিআইপি রোডের নতুননগরে এবং যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি ক্লাবের কাছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নতুননগর বিওসি'র পাশে একটি ওয়াগনার গাড়ি পিষে মারলো ৫০ বছরের প্রবীণ হরিবল মজুমদারকে। এই ঘটনায় পুলিশ বিলোনিয়ার বাসিন্দা মিঠন পাল নামে টিআর-০৮-সি-০২৬৯ নম্বরের ওয়াগনার গাড়ি চালককে গ্রেফতার করেছে। মৃত হরিবলের বাড়ি পশ্চিম ভুবনবন। তিনি

পায়ে হেঁটে নতুননগর বাজারে যাচ্ছিলেন। পেশায় লিচু বাগানের একটি কমপ্লেক্সে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে কর্মরত। বাজার করতেই সন্ধ্যার পর বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে আগরতলার দিকে যাওয়ার পথে ওয়াগনার গাড়িটি তাকে পিষে মেরেছে। ঘটনাস্থলেই স্থানীয়রা গাড়িটি আটক করে ফেলে। খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানার সেকেন্ড অফিসার সুকান্ত সেন চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া হরিবল মজুমদারকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেখানে নেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরই মারা যান হরিবল। এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানা একটি মামলাও নিয়েছে। এদিনই যোগেন্দ্রনগরে মহাশক্তি ক্লাবের কাছে একটি চার চাকার গাড়ি এক পথচারীকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। আহত ব্যক্তিকে দমকলের কর্মীরা উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে।

Job vacancy

"Receptionist cum PA URGENTLY NEED for a PATHOLOGY CENTRE. CANDIDATES Must Have a GNM CERTIFICATE WITH 1 YEAR EXPERIENCE.

CONTACT NUMBER- 98620 17213 6009539978

Acharya Ashutosh

Specialist in Vastu, Phd. in Astrology

ভারতের বিভিন্ন শহরে সমাদৃত আচার্য্য আশুতোষ এবার আপনাদের শহরে যে কোন জটিল বাস্তু ও জ্যোতিষ সমস্যার সামাধানে। ফোন নম্বর

7980555138
9477405138

খোয়াই লিজা গেস্ট হাউসে 13th December, 2021

আগরতলা হোটেল হেভেন 15th December, 2021

সমস্যা বহু, ক্ষুব্ধ নাগরিকদের হাতে তালাবন্দি ভিলেজ সচিব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা / চুরাইবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর।। বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগছে বালিছড়া এডিসি ভিলেজের গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাবাসীরা। কালাছড়া ব্লকের অন্তর্গত একমাত্র এডিসি ভিলেজ এটি। ভিলেজ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তাই ভিলেজ চেয়ারম্যান নেই। ভিলেজ সচিবই সবকিছু দেখাশোনা করছেন। অভিযোগ পানীয় জলের সমস্যা সহ একাধিক সমস্যায় ধোঁকছে এলাকাবাসীরা। তা নিরসনে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের। ফলে এক প্রকার ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে ভিলেজ সচিব-সহ জিআরএসকে তালাবন্দি করে রাখে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, গত ১৫ আগস্ট স্থানীয় একটি ক্লাবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ভিলেজ থেকে ১৫ হাজার টাকার বাজেট থাকলেও আজও মিলেনি বলে অভিযোগ। এছাড়া বালিছড়ায় সুখা মরসুমে তীব্র জল সংকট দেখা দেয় কিন্তু জলের উৎস নির্মাণ ও সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই ভিলেজ সচিবের। দুর্গাপূজার সময় কাজ দেওয়া হলেও বড়দিনের আগে কেন গ্রামের মানুষকে কাজ দেওয়া হলো না মূলত এ সমস্ত দাবিতে ভিলেজ সচিবকে তালাবন্দি করে রাখা হয়। তালাবন্দির খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি থানার এসআই বিনোদ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ভিলেজ সচিব মুজিবুর রহমান-সহ অন্যান্যদের সন্ধ্যা ছয়টা অবধি তালাবন্দি করে রাখা হয়। পরে অবশ্য লিখিত আশ্বাস পেয়ে এলাকাবাসী তাদের মুক্ত করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের লরিতে ১২ লক্ষের গাঁজা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৪ ডিসেম্বর ।। গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযানে আবারও সফলতা দেখালেন মোহনপুরের এসডিপিও ডা. কমল বিকাশ মজুমদার। মঙ্গলবার ভোরে একটি লরি থেকে ৩৭৪ কিলো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের এই লরিটি সুবলসিং এলাকাতে আটক করা হয়। সুবলসিং এলাকাতেই জেকে-২১-৫৬৯৫ নম্বরের লরিতে ৩৪ বস্তায় গাঁজা উঠানো হয়েছিল। সব মিলিয়ে ৩৭৪ কেজি শুকনো গাঁজা। পুলিশ দেখেই লরি রেখে পালিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীরের এই গাড়ির চালক। এসডিপিও কমল বিকাশ মজুমদারের নেতৃত্বে এই লরিটি আটক করে সিধাই থানায় আনা হয়। আগের দিনই প্রায় ৯ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয় এসডিপিও'র নেতৃত্বে। সিধাই থানার এসআই জুলিয়েন ডার্লং জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা হবে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি। এদিকে, গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় আবারও মোহনপুর এলাকায় ব্যাপকহারে গাঁজা চাষের অভিযোগ উঠেছে। জনজাতি অংশের এক নেতা নাকি এসব গাঁজার ব্যবসায় যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ। তার হাত ধরেই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

South kolkata Astrology & Vastu Science Academy

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Prof. ডাঃ অভিজ্ঞান আচার্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে জ্যোতিষ, বাস্তু, তন্ত্র কোর্সে জানুয়ারি সেশনে আগরতলা শাখায় ভর্তি চলিতেছে।

— ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 9903396276 9830142491 9477405138

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"নবজীবন প্যাথলজিক্যাল ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার"
S.D. Mission, A.D. Nagar, Road No. 18

ক্যাম্পের বাজার এলাকায় ত্রিপুরা সরকার দ্বারা স্বীকৃত ও অনুমোদিত এবং ত্রিপুরা সরকারের সকল ধরনের নিয়মকানুন মেনে অভিজ্ঞ BMLT পাস টেকনিশিয়ান দ্বারা অত্যাধুনিক Analiser, Cel Counter, Semi Auto এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের মেশিন ও উন্নতমানের Reagent যেমন- Corel, Tulip, Aspen ইত্যাদি দ্বারা সকল ধরনের রক্ত, কফ, মলমূত্র, শুক্র পরীক্ষা করা হয়। আমরা রোগীদের যত্ন সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদান করে থাকি। আমরা Thyrocare ও Metropolis Company এর Franchise নিয়েও কাজ করি।

ধন্যবাদ

নবজীবন প্যাথলজিক্যাল ল্যাব কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত

চিকিৎসা সংবাদ

কলকাতার বিখ্যাত CMRI হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ 17/12/21 তারিখ আগরতলায় রোগী দেখবেন।

ডাক্তারের নাম	বিষয়
ডা. অভিনন্দন ব্যানার্জি, Consultant Nephrologist & Transplant Physician	কিডনি সংক্রান্ত সব ধরনের সমস্যা এবং কিডনি প্রতিস্থাপনে ইচ্ছুক রোগীদের পরামর্শ দেবেন।
ডা. পঙ্কজ গুপ্তা, Consultant Urologist	কিডনি স্টোন, প্রস্টেট, ইউরিনারি ট্র্যাক, নেফ্রাইটিস ইত্যাদি সমস্যার রোগী দেখবেন।
ডা. অর্জুন দাশগুপ্ত, Consultant ENT Surgeon	নাক, কান ও গলার যেকোনও জটিল সমস্যার রোগীদের চিকিৎসা পরামর্শ দেবেন।

যোগাযোগ ঃ **ডিভাইন টাচ্ মেডি ক্লিনিক,** আগরতলা। ফোন- 8575092597 / 9089016161 / 0381-2310117

নাবালিকা অপহরণ গ্রেফতার অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ ডিসেম্বর।। নাবালিকার শ্যালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জেরে গারদে ঠাঁই হল জামাইবাবুর। অভিযুক্তের নাম সুমন চক্রবর্তী। তার বাড়ি বিলোনিয়ায়। অভিযোগ, তিনদিন আগে সুমন তার শ্বশুরবাড়ির নিকট আত্মীয়ার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর নাবালিকার পরিবার বিলোনিয়া মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই সাথে সুমনের স্ত্রীও অভিযোগ জানায় পুলিশের কাছে। বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে। তারা সূত্রমারফৎ জানতে পারেন আগরতলার সূর্যমণিনগর এলাকায় এক ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে সুমন ও নাবালিকা। মঙ্গলবার সকালে বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ সূর্যমণিনগরস্থিত ওই ভাড়া বাড়িতে এসে হাজির হয়। সেখান থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে বিলোনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যায় নাবালিকাকে তার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। অভিযুক্ত সুমন চক্রবর্তী এখন পুলিশের হেপাজতে আছে।

অ্যাপোলো হস্‌পিটালস্ (চেন্নাই)

Apollo HOSPITALS

ডাঃ ভ্যানুগোপাল রেড্ডি (স্কিন বিশেষজ্ঞ)
এম.বি.বি.এস., এম.ডি. ডারমাটোলজি
অ্যাপোলো হস্‌পিটালস্, চেন্নাই - আগরতলাতে থাকবেন পরামর্শ দেওয়ার জন্য

২০,২১শে ডিসেম্বর, ২০২১ (সোম ও মঙ্গলবার)

দাউদ, এর্লাজি, চুলকানি ইত্যাদি যেকোন ধরনের চর্ম রোগ সমস্যা ভুগছেন, তারা নথি সহকারে নাম রেজিস্ট্রার করাতে পারেন

ডা. বি. অরুণকুমার (ইউরোলজি)
এমএস. এফআরসিএস. এমসিএইচ(ইউরোলজি)
কনসালট্যান্ট-ইউরোজিষ্ট, অ্যাপোলো হস্‌পিটালস্, চেন্নাই
আগরতলাতে থাকবেন পরামর্শ দেওয়ার জন্য

১৮, ১৯শে ডিসেম্বর, ২০২১,(শনি ও রবিবার)

যে সকল রোগী ঘনঘন মূত্রত্যাগ, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স, ব্লাডারের সমস্যা, কিডনিতে স্টোন / যেকোন ও রেনাল স্টো, সেক্সুয়াল সমস্যা এবং প্রস্টেট এনলার্জমেন্টের সমস্যায় ভুগছেন, তারা নথি সহাকারে নাম রেজিস্টার করতে পারেন

অ্যাপোলো হস্‌পিটালস্ ইনফরমেশন সেন্টার
আইজিএম হাসপাতাল লেন, রবীন্দ্রপল্লী রোড, আগরতলা
অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুন
০৩৮১-২৩২৮৭৬৫ / ৯৭৭৪৭১৪৬২১/ ৯৭৭৪৭৮১০৫৯

VISION CONSULTANCY

Admission Point

We Provide Admission Guidance for
MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 | 9436470381
Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

যেকোনো ব্যাথা থেকে Relife যেমন - বাতের ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, হাটু ব্যাথা। ব্যবহার করুন - Bat Botika & Satvik Oil

স্বাস্থ্য ও ওজন বাড়ানোর জন্য আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। Vita Plus Syrup & Strong Health Capsule

Rs. 720/- Rs. 507/-

কাজ না হলে টাকা ফেরত